ছিন্ন-হার
শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ছিন্ন-হার

সামাজিক বিয়োগান্ত নাটক

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
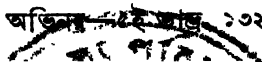
ষ্টার থিয়েটারে

প্রথম অভিনয় —৫ই ভাদ্র, ১৩২৭

১।০ পাঁচ সিকা

উৎসর্গ

নবীন ও প্রবীণের সম-সুহৃদ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ

নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক,

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু

করকমলেষু

মহাত্মন্,

এই নাটক তিন অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। বাঙ্গালী জীবনে নিত্য অনুভূত কয়েকটী সমস্যা লইয়াই এই নাটক লিখিবার কল্পনা করি। শক্তি ক্ষুদ্র, বিষয় গুরুতর; আপনার উৎসাহ ও সহানুভূতি না পাইলে হয়তো ইহা অসম্পূর্ণ-ই থাকিয়া যাইত। ভাল হউক—মন্দ হউক, আপনার নিকট ইহা অনাদৃত হইবে না—এই ভরসায় মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিতে সাহসী হইলাম।

ভবদীয়

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষগণ

নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়		...	আফিসের বড়বাবু।
কালাচাঁদ রায়	...	...	কল্যাণপুরের জমীদার।
মিঃ রায়	...	...	বিলাতফেরত পেণ্টার।
লোকনাথ	...	...	কালাচাঁদের পুত্র।
পুঁটীরাম	..	..	লোকনাথের আত্মীয়।
হিমাংশু	..	...	দেবীপুরের জমীদার।
ভোলানাথ	..	...	ঐ মোসাহেব।
চিরঞ্জীব	...	..	ইন্‌স্পেক্টার।

গ্রাম্য ভদ্রলোকগণ, খানসামাগণ, ভৃত্য, ইয়ারগণ, জমাদার, পাহারাওয়ালা, ভিখারী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

মোক্ষদা	...	...	নীলাম্বরের স্ত্রী।
লীলা	...	...	ঐ কন্যা।
ব্রজেশ্বরী	..	..	হিমাংশুর মাতা।
মহেশ্বরী	...	...	হিমাংশুর মাসী।
প্রকৃতি	...	...	লোকনাথের স্ত্রী।
বিয়েট্রীস	...	...	মিঃ রায়ের স্ত্রী।
বিরাজ	...	...	বারাঙ্গনা।
মাতঙ্গিনী	...	...	বাড়ীওয়ালী।
মায়া	...	...	লোকনাথের কন্যা।

পুরাঙ্গনাগণ, বারাঙ্গনাগণ, দাসী, জনৈক স্ত্রীলোক ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা নীলাম্বর চাটুর্য্যের বৈঠকখানা

নীলাম্বর ও লোকনাথ

নীলা। তোমার বাবার চিঠি পেয়েছি, তাঁর মত হয়েছে, এই মাসের ২২শে দিন স্থির কল্লেম। আজ ১৫ই, মাঝে আর ৭টা দিন আছে। দেশের বাড়ী থেকেই বিয়ে দেব স্থির করেছি। গিন্নী প্রথমে রাজি হন নি, তার পর আমার মতেই মত দিয়েছেন। আর আমি গেল পূজোয় বাড়ী মেরামত করিয়েও রেখেছি। কথাবার্ত্তা এক রকম বরাবরই স্থির ছিল, কেবল তোমার একজামিনের অপেক্ষা কর্‌ছিলেম, সেও তোমার বাবার জেদে। এখন ভালয় ভালয় কাজটা চুকে গেলেই নিশ্চিন্ত হই।

লোক। বাবা আমাকে আজই বাড়ী যাবার জন্য লিখেছেন। আমি আপনাদের কাছে বল্‌তে আর বিদায় নিতে এসেছি।

নীলা। তুমি আজই যাচ্ছ? গিন্নী ঠিক করেছেন, আমরা পরশু রওনা হব। যেদিন বিয়ে, সেইদিনই গায়ে হলুদ। আমাকে এই দু'দিনের ভিতরেই সব গুছিয়ে নিতে হবে। একা, ক'দিক সামলাই! দেশে এক হাঙ্গাম, এখানে ফিরে এসেও চুপ ক'রে থাকতে পারব না। তুমি কখন যাবে?

লোক। আমি আজ রাত্রেই রওনা হব মনে করেছি।

নীলা। (ঘড়ী দেখিয়া) ন'টা বাজে, আমাকে এখনি উঠতে হবে, সকাল সকাল আপিস যাব; কাজের বন্দোবস্ত না করে তো ছুটী নিতে পারবো না। গিন্নী সকালবেলাই গেছেন তাঁর বাপের বাড়ী—এই বিয়ের পাকা খবর বলতে; তুমি সকালে উঠেই তো এখানে এসেছ, বোধ হয় চা-টা খাওয়া হয় নি। বস', চা খেয়ে তবে যেও, আমি লীলাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর দেখ, তোমার বাবাকে বলো বেশী খরচ পত্র যেন না করেন, তার নজর তো বরাবরই জানি! পৈতৃক নাম বজায় রাখতে তো দেউলে হতে বসেছে—বল্লেই বলে, আমার আর কি, একটা ছেলে, যে ক'দিন যায়! আমারও একটা মেয়ে, খুদ-কুড়ো যা করেছি, বিয়েটা হয়ে গেলেই তোমরা সব দেখে শুনে নিও—আমাদেরই বা আর ক'দিন? তুমি বস', যেওনা, চা খেয়ে তবে যেও। [প্রস্থান।

লোক। লীলাকে আজ তিন মাস দেখিনি—মনে হচ্ছে সে কত দিন! লীলা ম্যাট্রিকুলেসান দিয়েই দেওঘরে তার মাসীর বাড়ী গেল changeএ, আমাকেও বি-এ দিয়ে বাড়ী যেতে হ'ল। লীলার সঙ্গে বিয়ে তো বরাবরই ঠিক ছিল; আমরাও পরস্পর জানতেম আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ কি—কিন্তু আজ একটু নতুন রকম মনে হচ্ছে। এত শীঘ্র যে পাকাপাকি হবে' তা আমাদের দু'জনের কেউই জানতেম না। দু'জনেই বাল্যকাল থেকে এক সঙ্গে বেড়িয়েছি, খেলা করেছি। একটু বড় হ'য়ে মাষ্টারী পর্য্যন্ত করেছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আজ যেন লীলার সঙ্গে দেখা করতে লজ্জা হচ্ছে। যাকে ছেলে বেলা থেকে ভালবাসি, সে যে যথার্থ-ই চিরজীবনের জন্য আমার হবে—এ যে কি আনন্দ—বুঝতে পারছি, কিন্তু ধারণা করতে পারছিনি! এই যে লীলা!

(লীলার প্রবেশ)

তুমি কেমন আছ ? তিন মাসে এত বড় হয়েছ ? এত বড় বল কি ? আমার কল্পনাকে যে সত্য সত্যই ছাপিয়ে উঠেছে !

লীলা। আপনি—

লোক। কি ? কি ?—"আপনি" ! এ তিন মাসে শুধু মাথায় বড় হও নি, তোমার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে ! আট বৎসর বয়স থেকে বরাবর "তুমি" ব'লে আজ একেবারে হঠাৎ "আপনি"—কেন বল দেখি ? তোমার হাতে ও কি ?

লীলা। অনেক দিন পরে বঙ্কিমবাবুর "চন্দ্রশেখর" পড়ছিলেম। বাবা বল্লেন, তুমি এসেছ,—তোমাকে চা খাওয়াতে ; তাই তাড়াতাড়ি জল গরম করতে বলে—এখানে এলুম।

লোক। নইলে আসতে না ?

লীলা। তা কেন ?

লোক। দেখি—"চন্দ্রশেখর"—অনেকদিন পড়িনি। (পুস্তক লইয়া খুলিলেন) বাঃ ! বাঃ ! খুলতেই ঠিক জায়গা বেরিয়েছে। "বুঝি বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে।" প্রতাপ-শৈবলিনীর সম্বন্ধে যা ঘটেছিল, আমাদের সম্বন্ধে তা উল্টে গেল। বঙ্কিমবাবু বেঁচে থাকলে, আমাদের বিবাহের পর তাঁকে মত বদ্‌লাতে হ'ত।

লীলা। হবে ; হাঁ শুনলেম—তুমি আজই বাড়ী যাচ্ছ।

(ভৃত্য টেবিলের উপর চা'র সরঞ্জাম রাখিয়া গেল, লীলা চা প্রস্তুত করিতে লাগিল)

লোক। বরাবরই তুমি আমাদের বাড়ী দেখ্‌তে চাইতে, তোমাদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তার সুযোগ হয় নি। এবার তো ক'লকাতা ছেড়ে পল্লীগ্রামের সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে বাস করতে হবে।

লীলা। বেশ তো, তাতে আর ভয়টা কি? আমি তো একা সেখানে থাকব না!

(ভৃত্যের প্রবেশ ও লীলার হস্তে একখানি কার্ড প্রদান)

লোক। কে দেখা করতে চায়? ডি, ডি, রায় পেণ্টার।

লীলা। ও বুঝিছি—কৈ দেখি দেখি—(কার্ড দেখিয়া) ও—ইনি এক জন বড় পেণ্টার—ইটালীতে সাত বৎসর ছিলেন। বাবা একখানা অয়েল পেন্‌টীং করতে দিয়েছেন, বুঝি সে সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে, তাই এসেছেন। তুমি বসে এঁর সঙ্গে কথা কও, আমি বাবাকে খবর দিয়ে আসি। তোমার জন্য একটী জিনিষ এনেছিলেম, কথায় কথায় তোমায় দেওয়া হয় নি। আমি দেওঘর থেকে ফেরবার আগে এই ফটোখানা তোলাই; এখানে আসতে দেরী হ'লে তোমাকে ডাকেই পাঠাতেম। (ফটো প্রদান) [প্রস্থান।

লোক। (ভৃত্যের প্রতি) সাহেবকে আস্‌তে বল। [ভৃত্যের প্রস্থান। মাধুর্য্য যেন শত গুণে বেড়েছে! তুচ্ছ কাঁচের ক্যামেরার উপর হিংসা হয়। তার নীরস বক্ষে এই যোড়শী রমণীর লাবণ্য নিমিষের বাহুবেষ্টনে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত করে নিয়েছে! আশার আবেগ নাই, নিরাশার চাঞ্চল্য নাই, যতদিন না ভেঙ্গে যাবে, এ মূর্ত্তি সে বক্ষে স্থির! আর আমার বক্ষের প্রতি স্পন্দনে আশা ও নিরাশার তরঙ্গ-মধ্যে এই মাধুর্য্যময়ীর সৌন্দর্য্য পূর্ণ উপভোগ করবার ক্ষমতা নাই! মানুষ এমনি দুর্ব্বল—এমনি অপদার্থ!

(মিষ্টার রায়ের প্রবেশ)

রায়। Good morning.

লোক। Good morning.

রায়। Hallo! By Jove! my old boy, you here! quite a surprise!

লোক। একি! ধরণী, তুমি? আমি বলি ইটালী থেকে কে বড় Painter এল—বাঘ—না ভাল্লুক!

রায়। না হে "বাঘ"ও নয়, "ভাল্লুক"ও নয়। ইটালী থেকে বাঙ্গলায় এসে দেখছি "গাধা" বনে যাচ্ছি—এমনি মাটীর গুণ!

লোক। বটে? বটে? হাঃ হাঃ হাঃ! কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা—সেই হিন্দু স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাস থেকে বোধ হয় ছাড়াছাড়ি। সে আজ ছ'বছর হ'ল না?

রায়। ছ'বছর কি? আমি তো ইটালীতে ছিলের সাত বছর, তারপর এখানে এসেছি এক বছর।

লোক। হাঁ হাঁ—মাঝে দু'বছর অসুখের জন্য পড়া-শুনা বন্ধ রাখতে হয়, তার পর এই বছর বি-এ পাশ করেছি—আট বছরই বটে।

রায়। তোমার সঙ্গে যে হঠাৎ এখানে দেখা হবে, কি আর কখনও দেখা হবে, এ আমি মনেও করিনি। শুনলেম তো ইউনিভারসিটীর বি-এ পাশ আগেই করেছ, এ দিক্‌কার "বিয়ে" কদ্দিন হয়েছে? এটা কি শ্বশুরবাড়ী নাকি? এক হাতে স্ত্রীলোকের ফটো, অন্য হাতে চায়ের বাটী থেকে ধোঁয়া উড়্‌ছে, মাঝখানে তোমার ন্যায় বি-এ পাশকরা idiot—এ বাবা "ব্রজেশ্বর" না হয়ে আর যায় না! ব্যাপারখানা কি? আছ কেমন?

লোক। তোমার দেখছি, সেই ছেলেবেলার স্বভাব কিছুই যায় নি।

রায়। জান তো, "স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লত যায় না ধুলে"—কালাপানি ঘুরে এলে কি হবে—আমি তো দেখছি আমার কিছুই বদ্‌লায়নি, তবে তোমার বাংলা আমায় বদ্‌লে নেবার চেষ্টায় আছে। তোমার কি? পূর্ব্ব ভাব গেছে না আছে? ক্লাসে তো তোমার নাম ছিল Poet Lauriate—সে Sentiment, সে জয়দেব—"পরিশীলনকোমলমলয় সমীরে"—সে সব গেছে না আছে?

লোক। শুনলেম্ তুমি তো একজন বড় পেণ্টার হয়ে দেশে ফিরে এসেছ, তোমার কথাই বল। কোথায় আছ, কি করছ', কেমন আছ? এ গরীবের কথা কি শুনবে বল? কায়ক্লেশে তো সবে এই বি-এ পাশ করেছি, বিয়ে এখনও করিনি, তবে হব-হব বটে—আর এই বাড়ীতেও বটে!

রায়। বটে? এখন তবে engagementএর পালা? হাতে ছবিখানি বুঝি Betrothed এর? আরে আরে লুকোচ্ছো কেন? আমরা হলুম old classmates, আমাদের কাছে আর লুকোছাপা কি? (ছবিখানি কাড়িয়া লইয়া) আজকালকার বাঙ্গালী-সমাজে এটা তো বেশ চলে দেখতে পাই? বিলাতী court ship ঢুকেছেন? অথচ যত দোষ করেছি আমরা সাগর ডিঙ্গিয়ে! (ছবি দেখিয়া বাঃ বাঃ-বেশ চেহারা তো! কি হে, প্রশংসা করছি বলে রাগ করছ' নাকি? ভয় নেই, আমি তোমাদের জগৎসিং নই যে অন্ধকার মন্দিরে ঘাঘরা দেখেই ঘুরে পড়ব'! তার উপর, আমি তো married, আমার সাত খুন মাপ!

লোক। হাঁ ইনিই আমার ভাবী পত্নী।

রায়। মানুষের চেহারা আঁকাই আমার কাজ; অনেক চেহারা দেখেছি, অনেক এঁকেছি—কিন্তু এমন সুন্দরী—কি ক্যানভাসে—কি জীবন্তে, হঠাৎ চোখে পড়েনি। দাঁড়াও দাঁড়াও—eye-brow একটু বেশী thickhaired আবার যুগ্মও বটে!

লোক। তাতে কি হয়?

রায়। কবির বর্ণনার পক্ষে খুব সুবিধা হয়, কিন্তু তোমার মত heroর প্রাণান্ত! যাক্ এ নিয়ে আমি কোন মতামত প্রকাশ করতে চাই না।

লোক। (একটু অন্যমনস্ক ভাবে ছবিখানি লইলেন, ভাল করিয়া

একবার দেখিলেন, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আমার কথা তো সব শুনলে, এখন তোমার কথা কি বল, married বল্লে, বিয়ে করলে কোথায় ?

রায়। সাগর পারে।

লোক। হাঃ হাঃ হাঃ ! তোমার সব কথাই ঠাট্টা ! সাগর পারে !

রায়। হাঁ, সাগর পারে। সে অনেক কথা। A volume to speak ! সত্যই আমি এক বিলাতী মেম্ বিয়ে করে দেশে ফিরে এসেছি।

লোক। কত দিন এসেছ ?

রায়। বছর খানেক হ'ল।

লোক। কোথায় আছ ?

রায়। আলিপুরে। বাড়ীতে জায়গা পাইনি। বিলেত যাবার আগেই বাবা মারা যান—

লোক। তোমরা তো বড় জমীদার ছিলে ; আর আমি যতদূর জানতেম তুমি তো তোমার বাপের এক ছেলে।

রায়। জমীদার ছিলেম বটে, বাবার এক ছেলেও ছিলেম বটে, কিন্তু অদৃষ্ট তো আমার ? বিলেত যাবার আগে এ দেশের বড় বড় লোক দেখে—বড় বড় লোক—যাদের তোমরা বড় বল—রাজা, রায়-বাহাদুর, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি, সমাজে 'সাধু' বলে সম্মান—এঁদের দেখেই ট্রাষ্টি করি। কথা ছিল, এঁরাই বিলেতে মাসে মাসে আমায় টাকা পাঠাবেন, আমি সেখানে পড়ব'। দু'চার মাস টাকাও পেয়েছিলুম। তারপর শুনলেম, বাকী খাজনায় জমীদারী বিক্রী হয়েছে, ট্রাষ্টিরাই বেনামী ক'রে কিনেছেন, তাঁদের গাড়ী মটোর হয়েছে। আমি সেখানে না খেতে পেয়ে ভিক্ষে ক'রে কোন রকমে পড়াশুনা বজায় রেখেছিলুম। দু-একবার জেলের দরজা পর্য্যন্ত

এগুতে হয়েছিল। এখানকার কোন মহাত্মার দয়ায় জেলের ভিতরে আর ঢুকতে হয়নি। তারপর—বড় কড়া জান—ইটালীতে চিত্র-বিদ্যায় ফার্ষ্ট প্রাইজ পাই। দেশের প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের সৌন্দর্য্যে অধিক আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ি। অশাসিত হৃদয়—দেশের প্রতি মমতা-শূন্য, যৌবনের সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা—বিদেশীর অযাচিত সহানুভূতি, এ সমস্তের পরিণাম—এক বিভিন্ন-ভাষী বিভিন্ন-ধর্ম্মী বিভিন্ন বর্ণের যুবতীর পাণিগ্রহণ। ভিক্ষে ক'রে Passage money সংগ্রহ করে দেশে ফিরে এলুম। কি জানি কেন বিদেশে মরতে ইচ্ছে হল না।

লোক। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই এলে ?

রায়। না। ভিক্ষে করে একজনের coffinএর যোগাড় হয়, দু'জনের হয় না। একাই আসতে হল। এসে দেখলুম, যাঁরা আমার ট্রাষ্টি ছিলেন, তাঁরা আমায় চিনতে পারেন না, পৈতৃক ভদ্রাসন পোর্ট কমিশনারের Godown হয়ে তিসির বস্তা বুকে করে বেশ স্বচ্ছন্দে আছেন, বিষয়ের কিছুমাত্র আকারগত বৈলক্ষণ্য হয় নি ; তবে নামটা খারিজ হয়েছে মাত্র। এখন অন্ন-চিন্তা চমৎকারা ; এখানে ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু অথচ লোকের কাছে পরিচয় দিয়ে বলতে হবে—বাঙ্গলা আমার দেশ। উপস্থিত পেশা—বড় লোকের দোর দোর ঘোরা যদি কেউ অনুগ্রহ করে একখানা ছবি আঁকবার অর্ডার দেন। সেই উপলক্ষেই এখানে আসা—হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা। এখানে একটা অর্ডার পেয়েছি বটে, কিছু টাকা advance করবার কথা আছে, হয়তো এখনি চাকর ফিরে এসে বলবে—আজ বাবুর ফুরসৎ নেই, আর একদিন এস'।

লোক। তোমার স্ত্রী কি এখন বিলেতেই আছেন ?

রায়। হ্যাঁ ! তাইতো মনে হয়। নইলে আর কোথায় যাবেন।

(ভৃত্যের প্রবেশ ও কার্ড ফিরাইয়া দেওয়া)

Sorry. Please see me a week hence.

লোক। তুমি যা বলছিলে তাই হল, দেখাই হল না।

রায়। বাঙ্গালীর চরিত্র অল্পদিনেই অনেকটা বুঝে নিয়েছি, দেখছি অনুমান প্রায়ই মিথ্যা হয় না। এদের অধিকাংশেরই কথার ঠিক নেই, অথচ বলে দেশটা ক্রমশঃ উন্নতির দিকেই এগোচ্ছে। তা হলে তুমি বোস। আমাকে এখনি বাড়ী ফিরতে হবে। হ্যাঁ—ভাল কথা—তোমার ভাবী স্ত্রীর ফটোখানি তো দেখলেম। শুনলেম না, শীঘ্র তোমাদের বিয়ে—তোমার যদি কাজ না থাকে আমার সঙ্গে আমার ষ্টুডিওতে একবার আসবে।

লোক। তোমার ষ্টুডিও কোথায় ?

রায়। আর কোথায় ? বাড়ীতেই। অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল—বাল্যবন্ধু—সামনে তোমার বিয়ে—আমি গরীব পেণ্টার—বন্ধুর বিয়েতে কি উপহার দেব বল ? তোমার যদি কোন আপত্য না থাকে, তা হলে তোমার একখানি ফটো তুলে নিয়ে তোমার আর তোমার স্ত্রীর দু'খানি ব্রোমাইড ক'রে present করব।

লোক। এর আর আপত্তি কি ? আমারও এখন বিশেষ কিছু কাজ নেই, চল তোমার ষ্টুডিও'তে ঘুরে যাই, চেহারাখানি তুলিয়ে রাখি।

রায়। হ্যাঁ, এর পরে তুই চেহারায় মেলাতে পারবে, Before marriage and after marriage.

লোক। তোমার দেখছি—বিলেত থেকে ঘুরে Lifeটা বেশ Romantic ক'রে তুলেছ।

রায়। ক'রে তুলিনি, হ'য়ে পড়েছে। তবে Problem এই যে, শুধু Romanceএ পেট ভরে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেবীপুর—জমীদার বাটী

ব্রজেশ্বরী ও মহেশ্বরী

ব্রজে। এ যে ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা হ'ল বোন! যখন তারা খোসা-মোদ করলে, তখন ছেলের মত হ'ল না, এখন শুন্‌ছি তারা অন্য জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছে, হয় তো পাকাপাকি হ'য়ে গেছে। এখন এ কথা তাদের কাছে তুলি কেমন করে! আর তুল্‌লেই বা তারা রাজি হবে কেন?

মহে। রাজি হয় না হয়, চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি? শ্যামী ঘটকীর মুখে শুনলে তো? গিন্নীর গোড়াগুড়ি থেকে ইচ্ছে আমাদের হিমাংশুকে জামাই করে। বড় জমীদারের ঘরে মেয়ে দিতে কার না সাধ হয় বল'? হিমাংশুও তখন বিয়ে করবো না ব'লে বেঁকে বসলো, তাদেরও মেয়ে বড় হ'য়েছে, আর তো রাখতে পারে না, আমরা নোলকাছি দিলুম, কাজেই সেখানে ঠিক করলে। এও শুনিছি—কর্ত্তার ইচ্ছেতে হয়েছে, গিন্নীর পূরো মত নেই।

ব্রজে। তা যাই হোক, তাদের যখন এক রকম পাকাপাকি হ'য়ে গেছে, তখন সেখানে আর কথা তুলে কাজ নেই। খোকা যদি মনে করে ওর আবার বিয়ের ভাবনা? বিয়ে এই মাসেই ঠিক করছি। আর নীলাম্বরের সে মেয়েও শুনছি বড্ড বড়, একটা নাকি পাশ দিয়েছে। আমাদের হিঁদুর ঘরে, জমীদার বাড়ীতে সে মেয়ে আনলে লোকেই বা বলবে কি, আর খোকার সঙ্গে মানাবেই বা কেন? অত বড় ধিঙ্গী মেয়ে—সে কি সোয়ামীর ঘর করবে?

মহে। ঐ ধিঙ্গী বলেই তো আমার মাথা খেয়েছে। মেয়ে পশ্চিমে

কোথায় বেড়াতে যায়, হিমাংশুও সেখানে হাওয়া খেতে গিয়ে, তাকে দেখেই-না এই বায়না নিয়েছে? নইলে ওতো বরাবরই বলতো যে বিয়ে করবো না। ঘটকীর মুখে শুনলে তো? রূপ কি, যেন ফেটে পড়ছে! তাই না দেখেই খোকার আমার মন হয়েছে। ও যদি মনের মতন বৌ পেয়ে ঘরবাসী হয়, সেটা তোমার দেখা উচিত নয়? তুমি যদি এখন গা ঢেলে দাও, এর পর ছেলেকে কি বশে রাখতে পারবে, না ঘরবাসী করতে পারবে?

ব্রজে। সে আমার বরাত! এতে তো আমার কোন দোষ নেই। তারা যদি রাজি না হয় আমি কি করবো? আর আমি এমন নীচু হ'য়ে এ কথা তুলি কি করে?

মহে। এর আর নীচু উঁচু কি? আইবুড়ো ছেলে মেয়ে থাকলে এ রকম কথা উঠেই থাকে। চার হাত যতক্ষণ এক না হয়, ততক্ষণ পাকা-পাকি কি? শাস্ত্রেই বলে, লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না, বেশ তো, তুমি মত কর, আমি না হয় ঘটকী পাঠিয়ে কথাটাই পাড়ি। "বলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ"! তারপর তারা রাজি না হয়, তখন ছেলেকেও বোঝাতে পারবো, না হয়, আর কোথাও মেয়ে দেখে এই মাসেই খোকার বিয়ে দেব। একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

ব্রজে। এ যে তোমার অন্যায় চেষ্টা বোন। অমন অধর্ম্মে কাজে আমি নেই। ছেলের কি? লেখাপড়া শিখলে না, একটা মানুষ হ'ল না, বিষয় তো পেলেই হয় না, ওকি রাখতে পারবে? দেখছো তো? শুনছো তো? এরই মধ্যে সর্ব্বগুণে গুণনিধি হয়ে উঠেছেন, বাকীটা কি আছে বল? আজ এই সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, ধরেছে বিয়ে করবো, কালই হয়তো বলবে "বিয়ে নেহি করেঙ্গা"! ছেলের তো ঘড়ীকে ঘোড়া ছোটে!

মহে। এ তুমি দিদি অন্যায় রাগ করছো। বড়লোকের ছেলেরা যদি

এ রকম না করবে, করবে কি গরীব গেরস্তর ছেলেরা ? বড়লোকের ধারাই তো এই, নইলে বড়লোক বলেছে কেন ? এই ধর না—চৌধুরী মশাই এদিকে তো শিবতুল্য লোক ছিলেন। জান তো, তাঁর আচরণে গ্রামের বৌঝিএর—

ব্রজে। আর চুপ কর বোন, আর সে সব পুরাণো কথায় কাজ নেই। কথায় বলে—"নারায় ধারা বয়, গোদে চোদ্দ পুরুষ ধায়"। ও ছেলে যে ও রকম হবে, তা আমি অনেক দিন থেকেই জানি।

(হিমাংশু ও ভোলানাথের প্রবেশ)

হিমা। মা, আমি নাম লিখিয়ে এসেছি, আমি লড়াইয়ে যাব। এই দেখ বন্দুক কিনেছি। (পকেট হইতে বাহির করিয়া) এই দেখ পিস্তল ! তোমরা আমার মুখ তো চাইলে না, আমিই বা কার মুখ চেয়ে এখানে থাকবো।

মহে। আরে লড়াইয়ে যাবি কিরে—লড়াইয়ে যাবি কিরে ?

হিমা। যাব না ? 'সাধ করে কে এ প্রাণ রাখতে চায় ?' (জনান্তিকে ভোলানাথের প্রতি) ভোলানাথ হচ্ছে তো ?

ভোলা। ঠিক হচ্ছে বাহাদুর—ঠিক হচ্ছে। সুর চড়িয়ে রেখ', তারপর যেখানে গিয়ে ঠেকে।

ব্রজে। হ্যারে ! তোর সবই কি বাড়াবাড়ি ? তারা যখন খোসামোদ ! করলে, তখন গোঁ ধর্‌লি কিছুতেই বিয়ে কর্‌বিনি, এখন তারা যদি না দেয়।

হিমা। সে সব আমি জানিনি ! তুমি মা, গুরুলোক, তোমার সাম্‌নে বলছি, আর মাসীমা—তুমিও শোন,—এ বিয়ে যদি না হয়, তা হলে—এই যে দেখছো ডবল "ব্যারেল" এইটী এই নলীতে দেওয়া, আর পা দিয়ে এই—"ট্রিগারটী" টিপে ধরা—তার পরেই ব্যাস,—

একটী গুড়ুম—আর একটু ধোঁয়া—আর হিমাংশু একেবারে হিম! মাসীমার বুক চাপড়ান, তোমার বৃন্দাবন যাত্রা, আর বিষয়টী একেবারে রিসিভারের হাতে।

ভোলা। বলিহারি বাহাদুর—বলিহারি! স্বর যে সপ্তম ছাপিয়ে উঠলো, এর পর গলায় পাবে তো?

মহে। হ্যাঁরে ভোলা এ সর্ব্বনেশে ছেলে বলে কি? ক্ষেপল' নাকি?

হিমা। বলবে আর কি? Plain living and high thinking আমি আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করবো।

ভোলা। মাসীমা! একবার শেষ চেষ্টা করেই দেখ' না? আমার উপর ভার দাও দেখি, কৈ দেখি কেমন তারা না দেয়। আমি পাকা খবর জানি; এখন যেখানে নীলাম্বর চাটুর্য্যের মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে, সেখানে বিয়ে দিতে গিন্নীর মত নেই। যেখানে কর্ত্তা গিন্নীতে মতের অমিল, সেখানে গিন্নীর রায়কেই বলবান ধ'রে নিতে হ'বে। কর্ত্তা তো পাশ কাগজের নওলা, আমি তো তাকে আমলেই আনি না।

মহে। এই বলতো বাবা—ভোলানাথ বলতো, আমিও তো তাই দিদিকে এতক্ষণ ধরে বোঝাচ্ছিলুম। বংশের মধ্যে ঐ এক ছেলে—শিবরাত্তিরের সল্‌তে, সে বায়না নিয়েছে, আর দিদি একেবারে উদাসীন।

ব্রজে। হ্যাঁরে ভোলা, তুইও হতভাগা ঐ আহাম্মকটার সঙ্গে ক্ষেপলি? পরের মেয়ের উপর জোর কি বল?

ভোলা। জোর—টাকার! নীলাম্বর চাটুর্য্যে তো এক পুরুষে বড়লোক, চাকরী করে না হয় কিছু কোম্পানীর কাগজ করেছে। দেবীপুরের জমীদার ঘরে মেয়ে দেবে—এতো তার বাবার ভাগ্যি।

হিমা। তার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।

ব্রজে। চুপ কর হতভাগা, তুই চুপ কর! হ্যাঁরে ভোলা, তুই গিন্নীকে রাজি করতে পারবি?

ভোলা। ঠিক পারবো মাসীমা ঠিক পারবো! শ্যামা ঘটকীকে আমি তোমাদের না বলেই সেখানে পাঠিয়েছি। গিন্নীকে বলতে বলেছি যে, হীরের মুকুট পরিয়ে সোণার চতুর্দ্দোলায় করে তার মেয়েকে নিয়ে আসবো।

ব্রজে। তবে তো কাজ অনেক এগিয়ে রেখেছিস দেখছি?

ভোলা। এগোব' না? নইলে ভায়া যে আমার যায়! আমি তোমাদের সংসারে খেয়ে মানুষ, তুমি বড় মাসীমা, তুমি ছোট মাসীমা আমি বেঁচে থেকে কি ভায়ার এ মনস্তাপ দেখতে পারি? মাসীমা তুমি টাকার থলির মুখ আলগা কর, দেখবে—আমি নীলাম্বর চাটুর্য্যেকে কিনব', তার গিন্নীকে কিনব', তার মেয়েকে কিনব'। পাকা ঘুঁটী কি ক'রে কাঁচাতে হয়, আমার বাপ পিতামোর আশীর্ব্বাদে সেটা বেশ জানি।

মহে। দিদি, কি বল? তুমি আমার উপর আর এই ভোলানাথের উপর ভার দেও দেখি। তোমার কোন কথা কইতে হবে না, তুমি কেবল মতটী দিয়ে চুপ করে বসে থাক'।

ব্রজে। আমি কিছু জানিনি বোন, তোমরা যা ভাল বোঝ' কর।

[প্রস্থান।

মহে। হ্যাঁরে ভোলা! সত্যি সত্যি শ্যামা ঘটকীকে পাঠিয়েছিস নাকি?

ভোলা। নইলে মাসীমা, তোমার সামনে আমি মিছে কথা কইছি? নীলাম্বর মেয়ের বিয়ে দিতে কলকাতা থেকে দেশে আসছে ২২শে তার মেয়ের বিয়ের দিন স্থির হয়েছে। তুমি দেখবে ঐ ২২শেই আমি হিমাংশুর সঙ্গে ঐ মেয়ের বিয়ে দেওয়াব—দেওয়াব—দেওয়াব! তখন বলবে ভোলানাথ ছেলে বটে! তুমি কেবল মাসীমাকে ঠিক রেখ।

মহে। সে ভার আমার! তুই দেখ্, হিমাংশুকে ঠাণ্ডা কর্। আহা, ছেলে মানুষ, বাপ মারা গিয়েছে, মাথার উপর কেউ নেই, ওরই মায়াতে তো এখানে পড়ে থাকি, নইলে আমার আর কি? কাশী-বাস কর্‌লেই তো হয়।

ভোলা। এর মধ্যে কাশীবাস কর্‌বে কি? আগে নাতি পুতি দেখ।

মহে। বিশ্বেশ্বর কি সে সুখ কপালে লিখেছেন! [প্রস্থান।

হিমা। দেখ্‌লি ভোলানাথ! বন্দুক বার না করলে কি মাকে এত সহজে বাজি করা যেত?

ভোলা। ঠিক করেছ বাহাদুর, ঠিক করেছ! Strike while the iron is hot! এখন দেখি এদিকে কতদূর কি কর্‌তে পারি!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কল্যাণপুর—রায় বাটী

কালাচাঁদের বহির্বাটী

(নেপথ্যে রৌসনচৌকি বাজিতেছে ও শঙ্খধ্বনি হইতেছে)

কতিপয় গ্রাম্য ভদ্রলোকের প্রবেশ

বিশ্বম্ভর। হাঁ, গায়ে হলুদের তত্ত্ব করেছে বটে! দেখবার মতন বটে! হাজার হোক বনেদী বংশ, নজর যাবে কোথা?

বনমালি। হাঁ—হাঁ পুরোণো চালই ভাতে বাড়ে! আজকালই রায়েদের অবস্থা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে, নইলে এক সময়ে জমীদার বল্‌তেও এরা, রাজা বল্‌তেও এরা।

হারাধন। মেজখুড়ো, শুন্‌লুম ছেলের বিয়ে দিতে পঁচিশ হাজার টাকা

কর্জ্জ করেছে। নইলে সাত-খানা গাঁয়ে সামাজিক বিলানো তো কম টাকার কাজ নয়। ছেলেও তিন তিনটে পাশ।

বিশ্ব। ও পাশ ফেল এ ক্ষেত্রে একই কথা। পাশের কল্পবৃক্ষের প্রধান ফল হচ্ছে, বরপণ! কিন্তু শুনেছি কালাচাঁদ এক পয়সাও পণ নেবে না।

বন। একেই তো বলি জমীদারের বেটা জমীদার! ছাতি কি?

হারা। আর কালাচাঁদের সবই তো গেছে, থাক্‌বার মধ্যে ঐ একছেলে স্ত্রী নেই, দূর সম্পর্কের আত্মীয় কুটুম্ব সব এনে ছেলের বিয়েটা একটু জাঁকিয়ে দিতে সাধ হয়েছে; খরচ কর্‌বে না? ওর কি বল', ছেলেকে মানুষ করেছে। ছেলে এর পর জেলার একটা হাকিম হ'য়ে বস্‌বে। ধারই করুক—কর্জ্জই করুক কালাচাঁদ যে কটা দিন বাঁচবে, কারও কাছে হাত পাত্‌তে হবে না।

বিশ্ব। হাঁ হাঁ তা ঠিক বটে, তবে এই রকম চালে আর কিছুদিন চল্‌লে হাত পাততে হয় কি না কে বল্‌তে পারে বল। কালাচাঁদের তো দেখ্‌ছো বরাবরই একটু উঁচু চালে চলা অভ্যেস। রায়েদের আর আছে কি বল? কালাচাঁদ এখন ভাঙ্গা লাটায়ে পল্‌কা সুতোয় ছেঁড়া ঘুঁড়ি আটা দিয়ে জুড়ে ওড়াচ্ছেন বেশ; একটা দম্‌কা হাওয়ায় যে দিন হাতের কাছ থেকে উপড়ে যাবে, সেই দিন বাছাধনকে হাঁ-করে চেয়ে থাকতে হবে আর কি?

বন। খুড়ো, থাক্—থাক্, ওসব কথায় আমাদের কাজ কি? যাই বল বাবা, গ্রামের মধ্যে কালাচাঁদ একটা মানুষের মতন মানুষ বটে!

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালা। যাক্, নিশ্চিন্ত! ভাল'য় ভাল'য় গায়ে হলুদটা পাঠান গেল। বিশ্বম্ভর খুড়ো, জিনিষপত্র সব দেখ্‌লে তো? কুটুম বাড়ী নিন্দে হবে না?

বিশ্ব। সেই কথাই সব বলাবলি কচ্ছিলেম বাবাজী! বেঁচে থাক বাবা বেঁচে থাক। দেশে তুমি আছ, তাই আমরাও আছি, নইলে এতদিনে ত্রিবেণীতে মামার বাড়ী গিয়ে উঠ্‌তুম আর কি? জিনিষপত্র যা করেছে, বুঝলে কি না বাবাজী, একেবারে রাজা রাজড়াও হক্‌ মেরে যায়। এই বনমালীকে তাই বল্‌ছিলেম—যে ক'টাদিন তুমি আছ বাবা, তারপর এই সব সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ সবই লোপ পাবে। আজকালকার নব্যতন্ত্রে ইংরেজী ফেসিয়ানে বিয়ে, ভাত, পইতের নেমন্তন্নর চিঠি ছাপান হয়, আর নীচেয় টিপ্প্‌নিতে লেখা থাকে "মাশুল লাগিবে না"। হিন্দুর ক্রিয়া-কলাপ আচার-ব্যবহার সবই তো লোপ পেতে বসেছে বাবা!

হারা। আজই বিয়ে, আজই গায়ে হলুদ? বড় তাড়াতাড়ি হয়ে পড়্‌লো না রায় মশাই?

কালা। তা একটু তাড়াতাড়ি হ'ল বৈকি! এর ভিতরে গায়ে হলুদের ভাল দিন পাঁজীতে পাওয়া গেল না। আর নীলাম্বর এতদিন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে শেষটা একটু তাড়াতাড়ি করে ফেললে, সাতদিনের ভেতরই সব আয়োজন।

বিশ্ব। আমরা বর নিয়ে কখন্‌ রওনা হ'ব?

কালা। আজ্ঞে খাওয়া দাওয়া সেরে একটু সকাল সকাল বেরোতে হবে। মাঝের গাঁ এখান থেকে তিন ক্রোশ—মাঝে একটা নদী আছে। তা লগ্ন রাত্রি ন'টায়; একটু আগে পৌছুই, বেগমপুরের হাটে অপেক্ষা করা যাবে।

বিশ্ব। তা হলে চল, এদিক্‌কার হাঙ্গাম সব মিটিয়ে ফেলা যাক্‌। বামুনদের একটু তাগিদ দেওয়া যাক। বারটার ভেতরই খাওয়া দাওয়া চোকাতে হবে।

যেন অলক্ষ্যে করুণ সুরে গাইছে—আমার মা নেই—মা নেই! এই হার আমার মা পর্‌তেন; মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে এই হার আমায় দেখিয়ে বলেছিলেন—এই হার তোলা রইল, বড় হ'য়ে তুই যখন বিয়ে কর্‌বি তোর বৌকে দিস্। দেরী সইল' না। আজই পাঠিয়ে দিলুম, গায়ে হলুদের যৌতুক, আমার নিজের দেওয়া! চিঠিতে লিখে দিয়েছি! উত্তর দেবে কি? কি জানি!

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

মধ্যম গ্রাম—নীলাম্বর চাটুর্য্যের বাড়ী

নীলাম্বর ও মোক্ষদা

নীলা। গিন্নী, তুমি কি বল্‌ছো? গায়ে হলুদ হ'য়ে গেছে, শাস্ত্র-সম্মত এ মেয়ের তো বিয়েই হয়ে গেছে; আজ রাত্রে লগ্ন, আর খানিক পরেই তারা বর নিয়ে বেরোবে, এখন আমি এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে অন্য জায়গায় মেয়ের বিয়ে দেবো! সমাজে মুখ দেখাব কেমন করে? বিশেষ এ পল্লীগ্রাম, কলকাতায় হলেও না হয় কোন' কথা ছিল না। আমার দ্বারা তো এ কাজ হবে না।

মোক্ষ। না হয়, তুমি চুপ্ করে বসে থাক, যা কর্‌বার আমি কর্‌ছি, বলে ছাঁদনা-তলা থেকে বর ফিরে যায়, এতো শুধু গায়ে হলুদ হয়েছে।

নীলা। দেখ, স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। এ সব সামাজিক ব্যাপারে তোমার কথা না কওয়াই ভাল। তুমি মেয়ের মা, আমি তার বাপ। এতে সমাজে মাথা হেঁট তোমার হবে না, হবে আমার। এ সর্ব্বনেশে কাজ আমি কর্‌তে পার্‌বো না। বিশেষ কালাচাঁদ আমার বাল্যবন্ধু, তার ছেলে সে কলকাতায় ছেলেবেলা থেকেই আমার

তত্ত্বাবধানে রাখে। আমিও লোকনাথকে বরাবর ছেলের মতনই দেখে এসেছি। আমার নীলার সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই তার ভাব ; দু'জনে এক সঙ্গে বেড়িয়েছে, খেলা করেছে। আমার মেয়েও বয়ঃপ্রাপ্তা, তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছি ; আমি যতদূর জানি এদের পরস্পরের প্রতি একটা স্বাভাবিক অনুরাগও জন্মেছে। নিতান্ত পাগল না হ'লে এখন এ কথা কেউ উচ্চারণ কর্‌তে পারে না।

মোক্ষ। বড় বেড়ে যাচ্ছ দেখ্‌ছি যে। আমায় পাগল, যা তা নয় বল্‌ছো! পুরুষ মানুষ—বেইমানের জাত কি না? পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরী কর্‌তে, এই মোক্ষদা বাম্‌নীকে বিয়ে করেই না সমাজ চিনেছ—মাথা উঁচু হয়েছে? আমার বাপ জামিন না হলে, তুমি তো যে কেরাণী—সেই কেরাণীই থাক্‌তে, এ মুচ্ছুদ্দীগিরি চাকরী আর জুট্‌তো না। এখন তো আমি পাগল হবই। আমার মেয়ে—তার ভাল মন্দ আমি বুঝ্‌বো। আমার মেয়ে কিসে সুখী থাক্‌বে, তা আমি জানি নি, তুমি জান! লোকনাথ না হয় তিন্‌টে পাশই করেছে, তার বাপের আছে কি?

নীলা। নেই কি? এখনও কালাচাঁদ রায়ের যে নাম, আমার সাত পুরুষ—আমি যেমন রোজগার কর্‌ছি এমন রোজগার কর্‌লেও তার সমান হয় না। এক সময় তারাই তো এদেশের রাজা ছিল। তারপর ছেলে? কলিকালে অমন হীরের টুক্‌রো ছেলের জোড়া মেলে? আর তুমি যে ছেলের কথা বল্‌ছো, সেখানে তো একবার সম্বন্ধ হয়েছিল, বড় লোকের ছেলে বটে, পয়সাও যথেষ্ট আছে, কিন্তু ছেলেটা শুনেছি একটা বাঁদর, চরিত্রহীন। তুমি কি মনে করেছ' তার হাতে পড়লে মেয়ে আমার সুখে থাক্‌বে?

মোক্ষ। সে মেয়ের বরাত! অমন রাজার ঘর ফেলে আমি যেখানে সেখানে মেয়ে দিতে পার্‌বোনা। ও ঘরে কুটুম্বিতে কর্‌লে তোমার

মান বাড়্‌বে কত। আর চরিত্রহীন বল্‌ছো ? বেটাছেলে, বয়স-দোষে অমন হয়, বিয়ে দিলেই শুধ্‌রে যাবে।

নীলা। যদি না শোধ্‌রায় ?

মোক্ষ। দেখ, মিছে তর্ক ক'রে আমার রাগ বাড়িও না বল্‌ছি ! না শোধ্‌রায় সে আমার মেয়ের অদৃষ্ট। ওঃ চরিত্রহীন ! নিজে কি চরিত্রবান্ পুরুষ গো ! আমার জাট্‌তুতো বোন বিমলীকে নিয়ে তার স্বামী থাক্‌তে তুমি—

নীলা। আরে থাম থাম ; কি কথায় কি কথা এনে ফেল্‌লে !

মোক্ষ। থামব' কেন ? আমি কাউকে ভয় ক'রে কথা কই নাকি ? তোমার আচরণেই তার স্বামীটা তো পাগল হয়ে মরে গেল। এখন তো বেশ বলা হচ্ছে—চরিত্রহীন ! ও সব কোন যুক্তি তর্ক আমি শুনতে চাই নি। আমি আজই দেবীপুরের জমীদারের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ে লীলার বিয়ে দেব'। আমি কথা দেব' ব'লে তাদের লোককে বসিয়ে রেখেছি। এখনও ঢের সময় আছে, তুমি কালাচাঁদকে খবর পাঠাও ; এখানে তার ছেলের বিয়ে হবে না।

নীলা। তুমি রাগ কর্‌ছো কেন, রাগ কর্‌ছো কেন ? ঠাণ্ডা হ'য়ে আমার কথাটা শোনই না ! আমি তো বলেছি, কলকাতায় হ'লে চোখ্ কাণ বুঁজে যা হয় করে ফেল্‌তুম ; এ পল্লীগ্রামের সমাজ, এখানে পাঁচজন যাঁরা মাথা ধরা তাঁদের মত না নিয়ে হঠাৎ কি আমি—

মোক্ষ। দেখ, তুমি পয়সা রোজগার কত্তেই জান,' আর তো তোমার ঘটে কোন বুদ্ধি নেই ! এই থিতোন' বল, গুছোন' বল—তুমি তো কেবল মোট ব'য়ে আন'—এসব তো বরাবর আমিই করে এসেছি। পাঁচজনের মত ? তুমি বোস', এই দেখ, আমি পাঁচজনকে ডাকিয়ে এখনি আমার মতে মত করে নিচ্ছি। বলে—যার আছে মাটী, তাকে না আঁটী। পয়সা খরচ কর্‌লে আবার মতের ভাবনা !

নীলা। তা বটে, কিন্তু ধর্ম্ম ?

মোক্ষ। অধর্ম্মটা কি ? আমার ইচ্ছা হ'ল না, মেয়ের বিয়ে দিলুম না। তবে এই ব্যাপারে তাদের কিছু খরচ হয়েছে বটে ; তা সে টাকাটা তাদের ধ'রে দিয়ে ব'লে পাঠাও যে এ বিয়ে ভেঙ্গে গেল ; এর পর আমরাই একটা ভাল মেয়ে দেখে তার বিয়ে দিয়ে দেব। তা হ'লে তো আর অধর্ম্ম হবে না ?

নীলা। ঠিক এখনও বুঝতে পারছিনা, এ রকম বিপদে কখনও পড়িনি, কালাচাঁদ আমার বাল্যবন্ধু।

মোক্ষ। বেশ তো, তার পাঁচ হাজার খরচ হ'য়ে থাকে ; দশ হাজার ধ'রে দাও। দেবীপুরের জমিদারের ছেলে জামাই হবে ; তারা সোণার চতুর্দ্দোলায় চ'ড়ে বিয়ে করতে আসবে, মেয়েকে লাখ টাকার গয়না দিয়ে গায়ে হলুদের তত্ত্ব করবে। বৈকুণ্ঠ না হলে লক্ষ্মী কি মানায় ? মেয়ের মুখ চেয়ে না হয় দশ হাজার গেলই বা ? না হয় আমার বোন-ঝি—ঐ বিমলার মেয়ে তো আইবুড়ো রয়েছে, তার সঙ্গেই ঐ ছেলের বিয়ে দেওয়া যাবে। আজ হচ্ছিল, না হয় দু'দিন পরেই হবে। এতে আর শক্তটা কি, আমি তো বুঝতে পারি নি।

নীলা। কি জান গিন্নী, তবু মন সরছে না।

মোক্ষ। দেখ, আমি তোমার অপেক্ষা রাখিনি। আমি ও পাড়ার মেজঠাকুর দা, এ বাড়ীর ন' ভাশুর, গাঙ্গুলী বাড়ীর বড় বাবু, পুরুত মশাই—সবাইকে ডেকেছি। তাঁদেরও বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি, করেছি, তাঁরা আমার সঙ্গে কথা ক'য়ে আমার মতেই মত দিয়েছেন। তাঁরা বাইরেই আছেন, খবর পেলেই, যা কর্ত্তব্য তোমায় সৎপরামর্শ দেবেন। দেখ, আমি শেষ বলে যাচ্ছি, তুমি যদি এতে রাজি না হও আমি মেয়ে নিয়ে এখনি কলকাতায় বাপের বাড়ী চলে যাব'। তোমার চৌকাট আর মাড়াব না—এটা স্থির জেন'। (প্রস্থান)

নীলা। গিন্নি! শোন শোন! আঃ! কি বিপদেই পড়লেম! আমারই বা সংসার কাদের নিয়ে? ঐ গিন্নী আর মেয়েটা—ওদের ভালর জন্যই তো যা কিছু করা। তা গিন্নীই যখন বেঁকে বস্‌লেন, তখন কি করি! আর দু'দিন আগে এইটে ঠিক্ কর্‌লে তো কোন গোলই হ'ত না। মেয়েটার কি গিন্নীর মতেই মত। তাও তো বুঝ্‌তে পার্‌ছিনি। ও মেয়ের মন না বুঝে গিন্নী কি এতটা জোর কর্‌তে পারেন? কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি।

নেপথ্যে মেজঠাকুরদাদা। নীলাম্বর এই দিকেই আছ নাকি?

নীলা। কেও, মেজঠাকুরদাদা? আসুন আসুন।

নেপথ্যে মেজঠাকুরদাদা। আমি একা নই হে, গ্রামের সব মাথাধরাই তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

(মেজ ঠাকুরদাদা, তারিণী ও পেলারামের প্রবেশ)

মে-ঠা। এই যে ভায়া! নাত্‌বৌ ইতঃপূর্ব্বেই আমাদের সংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রমুখাৎ সব শুন্‌লেম। ভায়া, তুমি আর ইতস্ততঃ কর্‌ছ' কেন? তোমার গৃহিণী তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী। তিনি যা বলেছেন —আমরা বিহিত বিবেচনা করে দেখ্‌লেম—কি বল হে তারিণী?

তারিণী। আজ্ঞে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, এ "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ" প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, এতে কারও কোন কথা চলে না।

পেলা। (স্বগতঃ) এ একটা মন্দ হবে না, একটা রগড় তো বাধান' যাক! অনেকদিন দলাদলি নেই, গাঁ-টা যেন মরে আছে, খালি ম্যালেরিয়া আর পীলে। এ রকম গুরুতর একটা সামাজিক দলাদলি না হলে বাঁচব' কেমন করে? (প্রকাশ্যে) ঠিক্ বলেছেন ভটচায্যি মশাই, ঠিক্ বলেছেন। আমরা তো কুতো মনুষ্যাঃ; দৈবের উপর কথা কওয়া কি আমাদের চলে?

নীল। আজ্ঞে আপনাদেরও কি মত—

তারিণী। আর বাবা, আমরা পুরোহিত, তোমরা যজমান। তোমাদের মতেই আমাদের মত, আমাদের তো আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এই মেজবাবু যা বল্লেন—গ্রামের ভিতর উনিই প্রবীণ, ওঁর মতকে তো আর অগ্রাহ্য কর্‌তে পারি না।

মে-ঠা। দেখ নীলাম্বর, তুমি কিছু ভাবিত হয়োনা ভায়া, বৃহৎ কার্য্যে এ রকম হয়ে থাকে। ছাঁদলাতলা থেকে কত বর ফিরে গেল, এতো পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ দেবার সময় আছে।

তারিণী। আজ্ঞে তার আর কথা কি? এই রকম বৃষোৎসর্গ ব্যাপারেই লণ্ডভণ্ড হয়। দক্ষযজ্ঞে শিবের অজমুণ্ডই হয়ে গেল। ছিল মানুষ, শেষে ব্যা-ব্যা করে ডাকতে আরম্ভ কর্‌লে। পুরাণেই দৃষ্টান্ত রয়েছে।

পেলা। আজ্ঞে দেখুন না। দ্রোপদীর স্বয়ম্বরে কর্ণ যখন লক্ষ্যভেদ কর্‌লে—

মে ঠা। আরে পেলারাম, কর্ণ লক্ষ্যভেদ কর্‌বে কেন? সে অর্জ্জুন।

পেলা। আরে ঠাকুরদা, ও একই কথা—যাঁহা অর্জ্জুন, তাঁহা কর্ণ—চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভাই।

নীলা। আজ্ঞে হঠাৎ এ সংবাদ কালাচাঁদের পক্ষে বজ্রাঘাতের মত হবে।

পেলা। হবেই তো! বজ্রাঘাত হবে না? সাত পুরুষ তার বাড়ী পূজোর সময় ঘড়া বার্ষিক পেয়ে আস্‌ছি, এবার বেটা মধুপর্কের বাটী দিয়ে বল্‌লেন যে অবস্থায় কুলোলো না, অবস্থা ক্ষুণ্ণ তো এ ঘরে ছেলের বিয়ে দিতে আসিস্‌ কেন?

নীলা। আপনাদের সকলেরই যখন এই মত, গিন্নীরও যখন এই মত—তখন আমার অন্য কথা কওয়াই ধৃষ্টতা। আর এ দুঃসংবাদ তাকে এখন দিই কি করে? কেই বা এ কথা নিয়ে যাবে?

পেলা। সংবাদ দেবার লোকের অভাব? পাথেয় পেলে আমিই গিয়ে তার বাড়ীতে বসে এই সংবাদ দিয়ে আস্‌বো।

তারিণী। তা পেলারামের আমাদের সে সৎসাহস খুব আছে; বুঝ্‌লেন কিনা মেজবাবু। সেবারে যখন হীরু চক্রবর্ত্তীকে এক ঘরে কর্‌বার প্রস্তাব করা হয়, তখন পংক্তি ভোজনে ব'সে সাহস করে কেউ বল্‌তে পারে নি, যে হীরুর সঙ্গে খাব না। ঐ পেলারামই ত আগে উঠে পড়ে শুনিয়ে দিলে হীরুর ভাদ্রবধূ পতিতা, অতএব সমাজে তার আহার বন্ধ।

পেলা। আমরা মনে কর্‌লে না কর্‌তে পারি কি নীলাম্বর বাবু? পল্লী-গ্রামে আপনার যাতায়াত কম, নইলে জান্‌তেন এখানে আমাদের প্রতাপ অখণ্ড। এই রোগা টিং টিংএ হাড়, পেটে পীলে মাথায় জট, কিন্তু বুদ্ধিতে আমরা এক এক জন গ্লাডষ্টোন ওয়ালা এণ্ড কোম্পানী।

নীলা। আপনারা যা হয় স্থির করুন। আমি আর একবার বাড়ীর ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা করে আসি। কিছুই বুঝ্‌তে পারছি নি, বিনাদোষে কালাচাঁদকে এ রকম করে অপমান করা—

পেলা। দোষ তৈরী করে নেব নীলাম্বর বাবু—দোষ তৈরী করে নেব—আপনি ভাবছেন কেন? শুনেছি কালাচাঁদের এক পিসী বাল্যে বিধবা হয়ে কাশী বাস করেন। এই উপলক্ষে তা থেকেই একটা সূত্র করে নেব। আপনি যান যান, গিন্নীর সঙ্গে আর একবার পরামর্শ করে আসুন।

নীলা। আজ্ঞে তাই যাই—দেখি।

(প্রস্থান)

তারি। মেজবাবু, এতটা এগিয়ে আবার কাঁচ্‌বে নাকি?

মৈ-ঠা। ভট্টাচার্য্যি মশাই, শুধু ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশংই জানেন, ভেতরে যে

অখণ্ড মণ্ডলাকারং আছেন তার মহিমা তো জানেন না। গিন্নী যখন বেঁকেছেন, তখন কর্ত্তাকে সোজা হতেই হবে। একি আর কাঁচে।

পেলা। গিন্নি তো একখানা করে গিনি ঠেকালেন, তোমরা তো এক কথায় মত দিলে, একটু চেপে থাক্‌লে নগদ ১০০৲ এক শত করে টাকা দিতে পথ পেত' না।

মে ঠা। পেলারাম, ব্যস্ত হয়োনা! গিনি থেকে সুরু! দেবীপুরের জমিদারের কথাটা একবার ভেব, তাদের লোক বসে আছে। তারা পাঁচখানা করে গিনি আর এক জোড়া গরদ দেবে বলেছে।

তারি। হাঁ—হাঁ এ গুখেকোর ব্যাটারা তো উচ্ছন্ন যাবেই, আমাদের যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন অদৃষ্টে ছিল, এ ছাড়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

মে-ঠা। পেলারাম কি সংবাদ দিতে যাবে নাকি?

পেলা। হাঁ হাঁ সে পাথেয়ের বহর বুঝে।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

নীলাম্বর চাটুর্য্যের পল্লীবাটী

পুরাঙ্গনাগণ

গীত

শোনাব নতুন সুরে গান।
অনেক দিনের ব্যথার ভরা ব্যাকুল করা তান॥
বইবে হাওয়া নিছক দখিণে,
ফুটবে কুসুম ছুটবে সুবাস রঙ্গিন ফাগুনে
চাঁদনী রাতে পাপিয়ার ডাকে, উঠ্‌বে মেতে প্রাণ।
আকুল ধরা আপন হারা, রূপের লহর বইবে উজান॥

১ম। ওলো তোরা তো এখানে বেশ আমোদ করে গান কচ্ছিস, ওদিকের খবর কিছু রাখিস?

২য়। খবর তুমি রাখগে। আমরা আজ বাসরে গান গাইব, তাই একটু প্র্যাকটিস ক'রে নিচ্ছি।

১ম। তাতো নিচ্ছিস, এ দিকে শুনছি বিয়ের নাকি ভারি গোল! প্রথম বর যে বরখাস্ত হলো! শুনছি নাকি দেবীপুরের জমীদারের ছেলের সঙ্গেই বিয়ে ঠিক হচ্ছে!

৩য়। সেকি? সেকি?

১ম। আর সেকি! এই নিয়ে কর্ত্তা গিন্নীতে খুব ঝগড়া চলছে। দেখ, বিয়ে বুঝি ভেঙ্গে যায়!

৪র্থ। ভেঙ্গে যাবে কি? ওমা ভেঙ্গে যাবে কি? আমি এলাহাবাদ থেকে আসতে আসতে কাল ট্রেণে সারারাত জেগে বিয়ের কবিতা লিখলুম, তাড়াতাড়ি ক'রে ছাপিয়ে আনালুম। আমার এত মেহন্নৎ সব বরবাদ হয়ে যাবে?

১ম। মেহন্নৎ বরবাদ হবে কেন? লোকনাথের সঙ্গে বিয়ে ভাঙ্গবে, শুনেছি হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ে হবে।

২য়। তবু রক্ষে! তা হ'লে আমাদের বাসরের আসর ফাঁক যাবে না, বর বদ্‌লাবে!

৪র্থ। আমার পক্ষে সমানই কথা! আমার তো মেহন্নৎ মাটী।

৩য়। তোর মেহন্নৎ মাটী হ'তে যাবে কেন?

৪র্থ! আমার কবিতার কাগজ তা হলে তো বিলুতে পারবো না!

৩য়। কেন?

৪র্থ। "কেন" কিরে ছুঁড়ী? আমার যে নামের সঙ্গে মিলিয়ে লেখা কবিতা! "ছিলে লোকনাথ—হ'লে লীলানাথ"! এখন আমি এ হিমাংশুকে নিয়ে কি করি বল দেখি? হায় হায় আমার সব পরিশ্রম পণ্ড হলো! আমার মাথা-মুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে!

৩য়। I say সেজ্দি তুমি অত অধৈর্য্য হয়ো না! ও লাইনটা হাতে কেটে ঠিক করে দিলেই হবে।

"ছিলে হিমাংশু, হ'লে লীলাংশু"

৪র্থ। তোর মাথা! মোটে কবিতায় হাত নেই, তুই এই নিয়ে কথা ক'স কেন বল দেখি! "হিমাংশু" আর "লীলাংশু" করলে কোন কি লালিত্য থাকে? মনে করেছিলেম বিয়েটা হয়ে গেলে কোন মাসিক পত্রিকায় ছাপিয়ে দেব! এক বর বদলে সবই দেখছি উল্‌টে যাবে।

২য়। চুলোয় যাক্ তোমার কবিতা! আমি ভাবছি লালার কি হবে? তার জানি লোকনাথকেই বিয়ে করার ইচ্ছে! ছেলে বেলা থেকে ভাব, এখন যদি এ বিয়ে ভেঙ্গে অন্য যায়গায় তার বিয়ে হয়, তা হলে তার কি সর্ব্বনাশ হবে বল দেখি?

৩য়। সর্ব্বনাশ আর কি? দু'দিন একটু বাধো-বাধো ঠেকবে, তারপর সব সমান হয়ে যাবে।

৪র্থ। আর আমার কবিতা?

৩য়। ভাল এক কবিতা কবিতা ক'রে মাথা খারাপ ক'রে দিলে! তোমার ও ছাই পাঁশ না হয় ছিঁড়ে ফেল! ওতে আর কাজ নেই।

২য়। তাও কি হয়? বরং পুরুত বাদ দিয়ে বিয়ে হ'তে পারে, কিন্তু কবিতা বাদ দিয়ে বিয়ে—বিশেষতঃ আজকালকার দিনে—এ হ'তেই পারে না! সেজদি, তুমি কিছু ভেবোনা, কাগজগুলো আমার কাছে দাও, আমি হাতে কেটে ঠিক করে দিচ্ছি! মা-বাপই যদি লোকনাথের বদলে হিমাংশুর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারে, আমরা তুচ্ছ দু'টো অক্ষর কেটে মিলিয়ে দিতে পার্‌বো না?

১ম। শুনেছি লীলা-লোকনাথের বেশ প্রণয় হয়েছিল! এই বিয়েটা হলেই ভাল হতো!

৩য়। নে বাপু তুই আর জ্বালাসনি। এক ঢেউ উঠেছে প্রণয়—প্রণয়! প্রণয়-ট্রণয় যা কিছু, তাতো বিয়ের পরেই হয়ে থাকে, বিয়ের আগে হয় তাতো কখনও শুনিনি।

২য়। তুই যেমন মুক্ষু! বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রীতে যে প্রণয় হয় সে তো নিতান্ত এক-ঘেয়ে, তাতে এতটুকু রোম্যান্স নেই। বিয়ের আগে যদি প্রণয় না হতো, তা হলে এ বাংলা দেশের ছাপাখানা সব একদিনে বন্ধ হয়ে যেত! এত নাটক নভেল বেরোতো কোথা থেকে?

১ম। ঠিক বলেছিস্ Aeroplane, ঠিক বলেছিস্? তোর সে প্রণয়ের গানটা গা'না ভাই? যেখানে হ'ক বিয়েতো হবেই, আর বাসরে আমরা বাদ যাব না। তুই গানটা বাসরে গাইবি, খুব লাগতাই হবে।

সকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ গা'না ভাই!

(গীত)

প্রণয় প্রণয়—শুনতে কথা বেশ।
চোখের জলে গাঁথা মালা—সুখের নাইক লেশ॥
এ ফুল ফোটে যৌবনে,
রাত না যেতে শুখিয়ে ঝরে—স্মৃতি যায়না জীবনে,
ভোরের স্বপন, ক্ষণিক মিলন, জ্বালা মরণে হয় শেষ॥

সকলে। চমৎকার চমৎকার!

(পঞ্চম পুরাঙ্গনার প্রবেশ)

৫ম। ওলো গান বন্ধ কর! গান বন্ধ কর! সর্ব্বনাশ হয়েছে, লীলা মূর্চ্ছা গেছে।

সকলে। বল কি?

১ম। চল চল দেখিগে।

২য়। হায় হায় শেষকালে কি হরিষে বিষাদ হ'ল?

৪র্থ। আমি ভাবছি আমার কবিতা।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

মধ্যমগ্রাম—নীলাম্বরের বাটীর সম্মুখ

কালাচাঁদ, বরবেশী লোকনাথ, বরযাত্রিগণ, গ্রাম্য লোকগণ ইত্যাদি

মেজ-ঠা। আমরা তো পূর্ব্বেই সংবাদ দিয়েছিলেম, তৎসত্ত্বেও আপনাদের এখানে আসা—

কালা। আমি পূর্ব্বে সংবাদ পাই নি। খানিক আগে এখান থেকে এক ক্রোশ দূরে, আমার কাছারী বাড়ীতে যখন আমি তোমাদের লোকের অপেক্ষা কর্‌ছিলেম, সেই সময় একটা লোক গিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়েছিল বটে। আমি মনে কর্‌লেম, হয় সে পাগল, নয় মাতাল।

মেজ-ঠা। কেন? একটু আগে কেন? সে তো মধ্যাহ্নেই এখান থেকে রওনা হয়েছে। আর শুধু মুখের কথা কেন? আপনি নীলাম্বরের চিঠি পান্ নি?

কালা। হাঁ চিঠিও পেয়েছিলেম, সে চিঠি এই আমার হাতে। আমি মনে কর্‌লেম, এ নাম-সই জাল! মানুষ এ কথা লিখ্‌তে পারে তখন আমি বিশ্বাস করিনি, এখনও আমি বিশ্বাস কর্‌তে পারছিনি। আমি একবার নীলাম্বরের মুখে শুনতে চাই—এ কথা সত্য কি না? হাঁ, সে নিজের মুখে এসে বলুক যে এ কথা সে লিখতে পেরেছে। নইলে আমি এখান থেকে যাব না—আমায় খুন করলেও না।

তারিণী। তাইতো, এযে দেখছি সবই গোলমাল হয়ে গেল! আমি জানি, পেলারাম কোন কাজের নয়, কেবল মুখসর্ব্বস্ব। মধ্যাহ্নে সে এখান থেকে রওনা হ'ল, আর আপনি বল্‌ছেন—এখন সংবাদ পেলেন—এই বেগমপুরে?

কালা। হাঁ, আমি নীলাম্বর চাটুর্য্যে নই, আমি মিথ্যা বলিনি। তা যাক্,

সংবাদ আগেই দিক্ আর এখনই দিক্, তাতে কিছু যায় আসে না, আমি নীলাম্বরকে একবার দেখতে চাই!

(পেলারামের প্রবেশ)

পেলা। তারিণি দা, পেলারাম ভয় পেয়ে পালাবার ছেলে নয়, মুখ-সর্ব্বস্ব লোক নয়। আমি ঠিক সময়ে রওনা হয়েছিলেম, মাঝ গাঙ্গে ঝড় ওঠায় নদী পার হতে দেরী হয়। কল্যাণপুরে গিয়ে দেখি রায় মশাইরা বর নিয়ে বেরিয়েছেন। তাড়াতাড়ি পার হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে বেগমপুরের কাছারী-বাড়ীতে ওঁদের ধরি। সেখানে যখন ওঁকে চিঠি দিলেম, তখন উনি হেসে উড়িয়ে দিলেন, আমায় মাতাল ব'লে তাড়িয়ে দিলেন। এখন পাঁচজনে দেখুন মাতাল আমি, না মাতাল উনি।

লোক। (পাল্‌কী হইতে বাহির হইয়া) Rascal—(পেলারামের গলা টিপিয়া ধরিলেন)

পেলা। খুন কর্‌লে, খুন কর্‌লে!

সকলে। মার্ শালাকে—মার্ শালাকে।

১ম বর-যাত্রী। কোথায় নীলাম্বর চাটুর্য্যে? বাপের বেটা হয় তো বেরিয়ে আসুক।

মেজ-ঠা। আ-হা-হা স্থির হও, স্থির হও।

কালা। (লোকনাথকে ধরিয়া) লোকনাথ, স্থির হও। অপমান যা হয়েছে, তার তুলনায় ওর মাতাল বলা কিছুই নয়। আমি এখনও ঠিক্ বুঝতে পাচ্ছি নি যে, আমি বেঁচে থেকে এই সব শুনছি, না এ ভোজবাজী! এও কি সম্ভব? নীলাম্বর আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করবে? বিনা কারণে? অতি বড় শত্রুও যে এ কল্পনা কর্‌তে পারে না! নরঘাতক দস্যু, ইতরের ইতর, চণ্ডাল—সেও

বিনা কারণে, বিনা দোষে, নিষ্প্রয়োজনে, এত বড় মর্ম্মান্তিক অপমান কর্‌তে সাহস করে না ; আর এ নীলাম্বর তো মানুষ,—ব্রাহ্মণ, সমাজে পদস্থ ! আমি এখনও মনে কর্‌ছি এ কোন জটিল রহস্য ! মশাইগণ, আমাকে ভেতরে যেতে দিন, আমি একবার নীলাম্বরের সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো যে. এ কাজ সে কেন কর্‌লে?

তারিণী। রায় মশাই, আপনি বিজ্ঞ, আপনি তো জানেন, বিবাহ-আদি বিধির নির্ব্বন্ধ. এতে মানুষের কোন হাত নেই। পীঁড়ে থেকে বর উঠে যায়—এ ঘটনা আমাদের সমাজে নতুন নয়।

কালা। হাঁ তা আমি জানি ; সে উপদেশ আমি শুনতে আসিনি; আমি একবার নীলাম্বরের সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই।

মেজ-ঠা। সে এখন কন্যা-সম্প্রদানে ব্যস্ত। আপনি বিজ্ঞ, আপনি অবশ্য শুনে থাক্‌বেন, দেবীপুরের জমীদার বাবুর সঙ্গে এই লগ্নেই তার মেয়ের বিবাহ; এখন তার সঙ্গে দেখা হওয়া কি সম্ভব ? নীলাম্বর তো পত্রে, আপনার যা খরচ হয়েছে তার দ্বিগুণ দিতে চেয়েছে আর অন্যত্র আপনার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে।

কালা। উঃ—কালমাহাত্ম্যে নীলাম্বরও আজ আমায় টাকা দেখাতে চায় ! যার বাপ-পিতামহ, কল্যাণপুরের রায়দের বাড়ীর দেউড়ীতে মাথা গলাতে সাহস কর্‌তো না, আজ সেই নীলাম্বর, কালাচাঁদ রায়কে টাকা দেখায়—আর তার বাড়ীর সাম্‌নে রাস্তায়—ছেলের বিয়ে দিতে এসে—সে কথা আমি তোমাদের মত লোকের মুখে দাঁড়িয়ে শুনি !

তারিণী। কাজটা বড়ই গর্হিত হ'ল ! কাজটা বড়ই গর্হিত হ'ল ! তা বটে, তা বটে। তবে কি না নির্ব্বন্ধ !

বিশ্ব। আমি পূর্ব্বেই বলেছিলেম, কালাচাঁদের এখানে ছেলের বিবাহের প্রস্তাব না করাই উচিত ছিল। মাঝের গাঁ'র চাটুর্য্যেরা তো

চিরকালই শ্রাদ্ধের দান নিয়ে এসেছে। এরা আবার বামুন কি? তবে আজকালতো কেউ আর গোড়ার খবর রাখে না, পয়সা হলেই হ'ল। একপুরুষে বড় লোক, তার আচরণ এ রকম হবে তার আর বিচিত্র কি?

কালা। না বিশ্বম্ভর খুড়ো, আমি এখনও ঠিক্ বুঝতে পার্‌ছিনি, আমায় বিনা দোষে এরূপ অপমান করার কারণ কি?

(বাটীর ভিতর হইতে নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

নারা। যে স্ত্রৈণ, তার কার্য্যের কি কোন কারণ থাকে? যাদের কোন জাত নেই, ধর্ম্ম নেই; যাদের একদিকে উপাস্য স্ত্রী, আর একদিকে উপাস্য কাঞ্চন; যারা ঈশ্বর মানে না, সমাজ মানে না—তাদের কার্য্যের আবার কারণ কি? কালাচাঁদবাবু, আপনি আমায় চেনেন কিং না জানি না, আমি আপনাকে চিনি; কল্যাণপুরের রায়েদের কে না চেনে? আমার বাড়ী এই নিকটবর্ত্তী গ্রামে; আমি বৃত্তির লোভেই নিমন্ত্রিত হ'য়ে এই বিবাহে আসি। এখানে এসে সমস্ত ব্যাপার দেখলেম, শুনলেম; সমাজে আর ব্রাহ্মণ নেই, কায়স্থ নেই—বৈশ্যের সমাজ; এ সমাজে এখন এইরূপ হওয়াই বিধি! আপনি বৃথা আর এখানে কষ্ট পান কেন? এ নরক সত্বর ত্যাগ করাই আপনার কর্ত্তব্য। এ চণ্ডালের গৃহে বৃত্তি নেবার ইচ্ছা আমার নেই। আমি এ চণ্ডালের গৃহে পদাঘাত করে' এ স্থান ত্যাগ কর্‌লেম, আপনিও এ স্থান পরিত্যাগ করুন।

(প্রস্থান)

কালা। ঠিকই বলেছেন, এ চণ্ডালের গৃহই বটে! ভগবান যা করেন ভালোর জন্যই! এখানে যে আমার ছেলের বিয়ে হ'ল না, এ আমার পরম মঙ্গল। কিন্তু আমি যখন ছেলের বিয়ে দিতে

বেরিয়েছি, তখন নিষ্ফল বাড়ী ফিরে যাব না। বিশ্বম্ভর খুড়ো, তুমি দেখ, কোথাও কোন ব্রাহ্মণের অবিবাহিতা কন্যা আছে কিনা? তার যেমন অবস্থা হ'ক, সে মেয়ে কুরূপা-ই হ'ক আর সুরূপা-ই হ'ক্, তার যেমন বংশ হ'ক্—গলায় একটা পৈতে থাকলেই হ'ল।

জনৈক-ব্রাহ্মণ। গলায় পৈতে কেন? সদ্‌বংশের কন্যাই আছে, বন্দ্যঘাটী; আপনার কাছারীবাড়ী বেগমপুরেই বাস, আমারই ভাগ্নী। আপনি যদি দয়া করেন, আপনাকে কাঁধে ক'রে রাজ-সম্মানে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাই। তবে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—সঙ্গতিহীন!

কালা। কিছু প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মণ! তোমার ভাগ্নীকেই আমি পুত্রবধূ বলে গ্রহণ করবো, চল। পাল্কী উঠাও।

লোক। বাবা!

কালা। কোন কথা শুনতে চাইনি। আজ পৃথিবী একদিকে, আমি একদিকে। নীলাম্বর! নীলাম্বর! আক্ষেপ—তোমায় একবার দেখতে পেলেম না! তবে এ কথা নিশ্চয় জেনো—যদি সদ্‌বংশে আমার জন্ম হয়ে থাকে—যদি ধর্ম্ম থাকেন—যদি আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ হই—তা হ'লে তোমায় অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি—টাকার লোভে, বিনা কারণে আমায় যে অপমান কর্‌লে তার ফলভোগ তোমায় কর্‌তেই হবে! যে মেয়ে সুখে থাক্‌বে মনে করে' তুমি টাকা দেখে মেয়ের বিয়ে দিলে, আমি পৈতে ছিঁড়ে অভিসম্পাত কর্‌ছি—সেই মেয়ের হাত ধ'রে তোমায় রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে' বেড়াতে হবে; পৃথিবীর প্রলয় হলেও আমার এ অভিসম্পাত কখন নিষ্ফল হবে না!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কল্যাণপুর—লোকনাথের বাটী

(লোকনাথ ও গ্রাম্য ভদ্রলোকগণ)

বিশ্ব। কুণ্ডুবাবুদের কাজটা বড়ই অন্যায় হয়েছে, একটা বনেদী ঘর উচ্ছেদ করা—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ !

১ম। শুধু ব্রাহ্মণ ! এ দেশের রাজা বলতে তো এই রায়েরাই। কালাচাঁদের বাপ পদ্মলোচন রায়ের নামে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে !

২য়। বিশ্বম্ভর খুড়ো, কালের গতিকই এই ! কোথায় বা মথুরা-পুরী, কোথায় বা রামের অযোধ্যা ! নইলে কালকের কুণ্ডু ওরা, তিসি ম'সনে বেচে বড়লোক—**হ'লই** বা অসময়ে টাকা কর্জ্জ নিয়েছিল—জমীদারী বেচে তো সব উশুল নিয়েছিস্, ভদ্রাসনটা নীলেম না ক'রে ছেড়ে দিলে কি মহাপাতক হ'ত ?

লোক। কুণ্ডুবাবুদের অপরাধ কি ? তাঁরা তো অনেকদিন ফেলে রেখেছিলেন। আসল চুলোয় যাক্—বাবার স্বর্গারোহণের পর—সুদ বলেও একটা পয়সা দিতে পারিনি। তাঁরা তো এতগুলো টাকা ছেড়ে দিতে পারেন না ! আমিই অপদার্থ—পৈতৃক ঋণ শোধ কর্‌তে পাল্লুম না। যে সুপুত্র—সে পৈতৃক ভিটে বজায় করে; আমি কুলাঙ্গার—আমা হতে তা লোপ হ'ল ! কুণ্ডুবাবুরা তো ভদ্রতা করে নীলেমে খরিদ করেও ছ'মাস বাস করবার অনুমতি দিয়েছেন !

বিশ্ব। তুমি যে বাবা আমাদের কথা মোটেই শুনলে না। একটু হের-ফের ক'রে একখানা বেনাম পত্র করলে, কি করে মকদ্দমা করতে হয়—একবার দেখিয়ে দিতুম! মুনসুফী থেকে আরম্ভ ক'রে বিলেত পর্য্যন্ত আপীল চলতো! একবার ডিক্রি করা ঘুরিয়ে দিতুম!

লোক। আপনি কি বলছেন? একে পৈতৃক ঋণ শোধবার ক্ষমতা নেই, তার উপর জাল জুচ্চুরী ক'রে লোকের ন্যায্য গণ্ডা ফাঁকি দেব?

বিশ্ব। ভায়া, একে ফাঁকি বলে না, এ হ'ল পাটোয়ারী চাল, বিষয় রক্ষা করতে গেলে এ রকম একটু আধটু করতে হয়। দেখনা স্বয়ং চাণক্যই বলেছেন "শঠে শাঠ্যং"

লোক। কুণ্ডুবাবুরা তো কিছু শঠতা করেন নি। সুদে আসলে যা ন্যায্য পাওনা হয়েছে, তার জন্যই নালিশ করেছেন, হিসেবে এক পয়সারও তঞ্চকতা নেই।

বিশ্ব। আরে রেখে দাও তোমার তঞ্চকতা নেই! বেটারা টাকার কুমীর! পাঁচজনের সর্ব্বনাশ করেই তো এই পয়সা! (লোকনাথের প্রতি) তা হলে ভায়া, এখন কি করবে স্থির করেছ?

লোক। কি করব—দেশের বাস তুলতেই হবে। বাবুরা দয়া করে ছ'মাস সময় দিয়েছেন; যদি ছ'দিনে পারি, এ ভিটে ত্যাগ করব। উপস্থিত কলকেতায় যাচ্ছি অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে—দেখি সেখানে গিয়ে কি করতে পারি। আপাততঃ আমার স্ত্রী-কন্যা এইখানেই রইল। আপনারা প্রতিবেশী, আত্মীয়,—আপনারা দয়া ক'রে একটু দেখবেন। আমি যত শীঘ্র পারি এদের কলকেতায় নিয়ে যাব।

বিশ্ব। তাতো দেখবই—তাতো দেখবই। গ্রাম-সম্পর্ক বটে,—তবু কালাচাঁদ নিজের খুড়োর মতন আমায় মান্য করত।

১ম। তা বাবাজী, তোমার পেটে বিদ্যে আছে; কলকেতায় কত ভব-ঘুরে তরে গেল! জগদম্বার কৃপায় তোমার একটা উপায় হবেই।

বিশ্ব। অধিক কিছুই ভাল নয়! কালাচাঁদকে কত বলিছি। পরিণাম না বুঝে কাজ করলে এই রকমই হয়। একটা ছেলে—পথে বসিয়ে রেখে গেল!

২য়। আহা, এই দালানে কত পাশাই খেলেছি, কত বড় বড় ভোজে কাঁচা মোণ্ডার তাল নিয়ে ভাঁটা গড়িয়েছি—সেই বাড়ী কিনা শেষে—কালকের ছিদেম কুণ্ডু—তাদের কবলে গেল!

১ম। জগদম্বা আছেন—বিচার করবেন—আহা!

(লোকনাথ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

লোক। সহানুভূতি দেখাতে এসেছেন—প্রতিবেশী—আত্মীয়! এখনও অনেকেই আমারই পিতৃ-পিতামহের ব্রহ্মোত্তর ভোগী, কিন্তু উপোস ক'রে মলেও, একদিন কেউ খোঁজ নেন নি, ডেকে জিজ্ঞাসা করেন নি! আজ সকলেরই মুখে 'আহা!' এর চেয়ে তীব্র উপহাস আর কি হতে পারে?

(প্রকৃতির প্রবেশ)

প্রকৃতি। হাঁগা কি ঠিক কর্‌লে? কোথায় যাবে?

লোক। চুলোয়!

প্রকৃতি। আমি কথা কইলেই তুমি রাগ কর। কি বলব বল? আমার কি দোষ?

লোক। কে বলছে তোমার দোষ? আমি তো কখনও সে কথা বলিনি। দোষ কারও নয়, দোষ আমার। ছ'বচ্ছর তোমাকেও দগ্ধাচ্ছি, নিজেও পুড়্‌ছি! বাবা পুণ্যাত্মা, বিবাহের পর একটা বছর কাট্‌ল না, স্বর্গে গেলেন। আমি হতভাগ্য বেঁচে রইলেম, শুধু জ্বালাতে আর জ্বালা ভোগ কর্‌তে।

প্রকৃতি। তা হ'লে আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে যাও। তুমি না

থাকলে, আমি একা এ বাড়ীতে একটা কচি মেয়ে নিয়ে থাকব কি ভরসায় ? এখানে আমাদের কে দেখ্‌বে ?

লোক। বাপের বাড়ীতেই বা দেখবার কে আছে ? সেখানে তো এক বুড়ো পিসী। মেয়ে নিয়ে সেখানে গেলে তারই তো গলগ্রহ হয়ে পড়বে।

প্রকৃতি। তবু সে আমার বাপের বাড়ী। বাড়ীতে কেউ না থাকে, পাড়া পড়্‌শীরা—যাঁরা কোলে পিটে করে' আমায় মানুষ করেছেন। যাঁদের কাছে আমার কোন লজ্জা নেই—দরকার হলে—তাঁরা তো এসে দেখতে পারেন, খবর নিতে পারেন। এখানে শ্বশুরবাড়ী, আমিতো কারও সামনে বেরোতে পারিনি ; প্রতিবেশীরা তো জান ?

লোক। হাঁ জানি সব, আমাদের এই বিবাহ উপলক্ষ্য করেই একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এক রকম এক-ঘরে করে রেখেছে। বাবা সেই অপমানে দুঃখে দেহ ত্যাগ করলেন। বাবা মনে করেছিলেন কৃতী ছেলে, লেখাপড়া শিখিয়েছি, মানুষ হলে সব শুধরে যাবে। আজ যারা এক-ঘরে করতে সাহস করেছে, পয়সা হ'লে তারাই কাল আবার দু'খানা কাঁটা পাবার আশায় ন্যালনেলে কুকুরের মতন দেউড়ী ছাড়বে না। তাই তিনি আমাদের বিয়ে দিয়ে স্থিতি করিয়ে কাশীবাস করতে গেলেন—আর ফিরতে হ'ল না। তিনি তো জান্‌লেন না—তাঁর নিজের-হাতে-পোঁতা বীজে কি গাছ হয়েছে !

প্রকৃতি। সে আমার অদৃষ্ট, তুমি কি করবে ? তুমি আপনাকে অত ধিক্কার দেও কেন ? অবস্থা চিরদিন কারও কখন সমান যায় না। আর আমাদের এই দু'টো পেট, একটা মেয়ে—কতই বা খরচ ? তুমি যখন মাষ্টারী করতে, তখন তো বেশ স্বচ্ছল ছিল ; হঠাৎ ছাড়লে কেন ?

লোক। হঠাৎ ছাড়িনি, ছাড়িয়ে দিলে। নইলে তো মনে করেছিলুম,

স্কুলের বেঞ্চির নীচে এ জীবনটাকে গোর দেব। তা হ'ল কৈ? এত কষ্টে পড়েও, খোসামোদ করাটা অভ্যাস করতে পারলেম না। অদৃষ্টে তো সে চাকরী সইলো না।

প্রকৃতি। চাষ-বাস করেও তো একরকম দিন কাট্‌ছে।

লোক। আর কাটছে না! দেনার দায়ে সর্ব্বস্ব দিয়েও যা দু'দশ বিঘে ছিল, তাও আর থাকবে না। এ ভদ্রাসন আমার নয়, কুণ্ডুরা দেনার জন্যে সবই নীলেমে ডেকে নিয়েছে—এ ভদ্রাসন পর্য্যন্ত! তবে ছ'মাস এখানে বাস কর্‌তে দেবে, এইটুকু অনুগ্রহ করেছে। দশ ক্রোশের মধ্যে রায়বাড়ী বল্লে আমাদেরই বাড়ী বোঝাত। এ বাড়ীর সব গেছে। মানুষ নেই, আত্মীয় স্বজন নেই, লোক নেই, দাস দাসী আমলা কর্ম্মচারী নেই, ভয়ে লক্ষ্মী এ বাড়ী পরিত্যাগ করেছেন; কিন্তু আমার চৌদ্দ পুরুষের জন্ম-মৃত্যুর একমাত্র সাক্ষী এই ভাঙ্গা ইট ক'খানায় যে কি মমতা লুকিয়ে আছে, তা আমি বলতে পারিনি! ভেঙ্গে পড়েছে—শেয়াল-কুকুরে তার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে—কিন্তু তবু যেন সে বট-অশ্বত্থের বাহুবেষ্টনে আমায় এখানে আটকে রাখতে চায়! বাধ্য হয়েও এর মায়া পরিত্যাগ করতে হচ্ছে! অদৃষ্ট এখানে আর নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকতে দিলেনা। তুমি বাপের বাড়ী যাব বলছ, দু'দিন পরেই যেও। সেইতো যেখানে হ'ক যেতেই হবে,—তবু যে ক'দিন থাকি, বাপ-পিতোমোর ভিটেয় সাঁঝের আলো পড়ুক। আমি তোমায় নিতান্ত একলা রেখে যাব না; পুঁটিরামকে খবর দিয়েছি, আমি যতদিন না ফিরি, সে এখানে থাকবে। আজই তার আসবার কথা আছে।

প্রকৃতি। তুমি যদি রাগ না কর, তা হলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

লোক। কি?

প্রকৃতি। কোথায় যাবে?

লোক। কলকাতায়। ধরণীকে চিঠি লিখেছিলেম সমস্ত খুলে। সে সেখানেই যেতে লিখেছে। দেখি যদি কলকাতায় সুবিধা হয়।

প্রকৃতি। কত দিন হবে?

লোক। আপাততঃ বড় বেশী দেরী হবে না। কি হয় না হয় দেখে মাসখানেকের মধ্যেই ফিরব। খরচপত্র যা রেখে যাচ্ছি, তিন মাস তোমাদের কোন কষ্ট হবে না!

প্রকৃতি। মায়ার বড় কষ্ট হবে; সে তোমাকেই জানে। পাড়ায় খেলতে যায়—বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারে না, মাঝে মাঝে ছুটে এসে তোমায় দেখে যায়। তুমি না থাকলে তোমার বই কাগজপত্র ছড়িয়ে রাখে, আবদার নেয়, দুষ্টুমী করে, আবার খেলতে যায়।

লোক। আমারও ঐ ভাবনা, চার বছরের মেয়ে হ'ল, ডাগর হচ্ছে, ওর শিক্ষা চাই, ভদ্রোচিত ভরণপোষণ চাই, সৎপাত্রে বিবাহ চাই। ওরই জন্য চাকরী, ওরই জন্য অর্থ, ওরই জন্য লোকালয়ে বাস।

প্রকৃতি। (স্বগত) আর আমি কেউ নই?

লোক। তুমি কাতর হ'চ্ছ? এ লক্ষ্মীছাড়ার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আর কারও হাতে পড়তে! অদৃষ্টের কি তীব্র রহস্য কিছুই বুঝতে পারি না। কেন এমন হ'ল? কেন তুমি আমার স্ত্রী হ'লে? কেন আমি পিতৃদ্রোহী হলেম না? কেন আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলেম না—আমার অদৃষ্টে যাই হ'ক, আমি আর একজনের সর্ব্বনাশ করতে পারব না! তাতে কি পিতৃভক্তির হানি হ'ত? আমি চোর, জোচ্চোর, দস্যু, খুনে, কাপুরুষ! হৃদয়ের সমস্ত শিরা যখন চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল, "সমাজের ভয় করোনা, যা সত্য তা মুক্তকণ্ঠে বল, জোর-করে-ধরে-দেওয়া বিয়ে করব না ব'লে মানুষের মত আচরণ কর"—তখন কেতাবে-পড়া নীতি তার মুখ চেপে ধরেছিল! তার ফলে আজ আমার এই দুর্দ্দশা!

প্রকৃতি। দুর্দ্দশা? কেন? অর্থ উপার্জ্জন করতে পার না ব'লে? সকল স্ত্রী কিছু বড়মানুষের ঘরে পড়ে না! তাতে আক্ষেপ কি? তুমি নিজে যদি না সুখী হলে—

লোক। আমার কি মনে হয় জান? কি করে' তোমায় সুখী করি, তোমার মুখে হাসি দেখি, প্রত্যেক গৃহকার্য্যে তোমার প্রফুল্লতা সজীব হয়ে ওঠে! পেরে উঠিনি! যে ক'টা দিন বাঁচি, এই রকমেই কাটাতে হবে। তুমি সাবধানে থেকো; আমি শীঘ্রই ফিরে এসে এখানকার বাস তুলে দেব।

প্রকৃতি। যা ভাল বোঝ কর। তোমার নিজের মন ভাল হ'ক! চিরদিনই কি এম্‌নি যাবে?

(একটা তোরঙ্গ মাথায় পুঁটীরামের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

আমি ভুলের হাটে হাট করিছি ভুলের কি আর আছে বাকী।
নইলে দেশের মায়া কাটিয়ে দিয়ে বিদেশে কি প'ড়ে থাকি॥
বাবা আমার ভোলানাথ আছেন ভুলে সিদ্ধি খেয়ে,
মা আমার নেংটা ক্ষেপী শ্মশানে বেড়ান ধেয়ে,—
আমি ভুল ক'রেছি, ভুল ধরেছি, ভোলানাথের চরণ ভুলে,
তাই দিবা-নিশি ব'সে কাঁদি ভবনদীর অকূল কূলে;
আমার ভুল ভেঙ্গে দে ওমা শ্যামা, ভুলো ব'লে দিসনে ফাঁকী॥

পুঁটী। এই যে দাদা, বৌদিদি! সব ভাল আছ তো? নমস্কার দাদা! বৌদি, প্রণাম। (জামা খুলিয়া) ওঃ কি গরম! একখানা পাখা টাখা নেই?

প্রকৃতি। হাঁ ঠাকুরপো, ওকি হয়েছে? পাছাপেড়ে শাড়ী প'রে তুমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে এলে?

লোক। হ্যাঁরে, তুই একেবারে পাগল হয়েছিস? ওকি করিছিস?

পুঁটী। ও ঘোষালদের বাড়ীতে গায়ে-হলুদের নেমন্তন্নে পাঁচ এয়োকে পাঁচখানা শাড়ী দিয়েছিল, আমায়ও সেই সঙ্গে একখানা দেয়! আমোদ করে দিলে, নিলুম।

প্রকৃতি। ঠাকুরপো, এয়ো হলে কবে থেকে? তোমার যে এখনও ক'নে জুটল না!

পুঁটী। আমি জন্ম-এয়ো বৌদিদি! আমার আবার ক'নে জোটাজুটী কি? তা বুঝি জান না? সে দাদা জানে। কি বল দাদা? ছেলে-বেলা থেকেই তো এই হাল!

লোক। দূর গাধা! চিরটা কাল তোর এক রকমে গেল! দিন দিন বয়েস বাড়ছে না কমছে, বুদ্ধি হবে কবে?

পুঁটী। শুন্‌ছ বৌদিদি, দাদার কথা শুনছ? আমি যে এয়োর মধ্যে কুন্তী! আমার বয়েস কখনও কি বাড়ে? খাই দাই কাঁশী বাঁজাই, বয়েস ভাবতে যাব কেন বলতো? বিয়ে করেই না লোকের বয়েস বাড়ে? আমার সে বালাই নেই, তবে বয়েস কিসের?

প্রকৃতি। সত্যি ঠাকুরপো, তুমি শাড়ী পরে এলে কি করে?

পুঁটী। কি করব বল? যে কাপড়ের দর! সাতসিকের কাপড়খানা— সাত টাকা! শুনেছ তো—আমাদের গাঁয়ে একজন তাঁতির মেয়ে গো—কাপড় ছিল না—জামায়ের সামনে বেরোতে পারেনি—সেই লজ্জায় রাত্রে গলায় দড়ি দিয়ে ম'ল! সকালে দড়ি কেটে নামালে, দেখ্‌লে—কোমরে কলাপাতা জড়ান।

প্রকৃতি। উঃ কি ভয়ানক!

পুঁটী। গাঁয়ের সব চেয়ে গরীব কে, তাতো আমার জানতে বাকী নেই। ঐ না দেখে, যা দু'চারখানা কাপড় ছিল—জানা-শোনা বড্ড গরীব যারা, তাদের দিয়ে দিলুম। কি জানি, আবার কে গলায় দড়ী দেবে! একটা বড় মশারি ছিল, সেটাকে ছিঁড়ে পাঁচ টুক্‌রো

ক'রে পাঁচু সেথকে দিলুম! বেচারীর অনেকগুলি কাচ্ছাবাচ্ছা, বুড়ো বুড়ো ছেলে সব ন্যাংটো হ'য়ে বেড়ায়! দিয়ে থুয়ে শেষ দেখলুম পুঁজীর ভেতর এই একখানা শাড়ী আছে। এখানা দিইনি। মঙ্গল কাজে দিয়েছে, কে কোথায় আগুন-টাগুন ধরাবে! নিজেই পরে এলুম।

লোক। বেশ করেছিস! তবে ও তোরঙ্গের ভেতর কি বোঝাই করে' এনেছিস?

পুঁটী। তোরঙ্গটা ফেলে আসব? এই দেখ বৌদিদি, দাদা বলে আমার বুদ্ধি নেই।

প্রকৃতি। খালি তোরঙ্গটা মাথায় ক'রে এই ক' ক্রোশ হেঁটে এলে ঠাকুরপো?

পুঁটী। খালি আনব কেন? তুমি বড় চাল্‌তা ভালবাস ব'লে বাগান থেকে ভাল ভাল চাল্‌তা পেড়ে ওর ভেতর পূরে এনেছি। আর নিমাইপুরের চড়কে গিয়েছিলুম, মায়ার জন্যে দু'চারটে পুতুল আছে। আর আমার ইষ্টাট পত্র আছে, হুঁকো-কল্‌কে,—এখানে তো সে সব পাট নেই!

লোক। যাক্, পুঁটীরামও এসে পড়েছে, আমি নির্ভাবনায় যেতে পারব। তোমরা সাবধানে থাকবে। চল, মায়াকে নিয়ে এস, তার জন্য পুতুল এনেছে, দেখ্‌লে খুব খুসী হবে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডি, রায়ের কক্ষ

ডি, রায়

রায়। লোকনাথ চিঠি লিখেছে, সে আমার এখানে আসছে। ছোকরা আমারই মত হতভাগ্য! বাপ জোর করে একটা বিয়ে দিয়ে lifeটা কি miserable ক'রে দিয়েই গেল! (মদ্যপান) আমিও কিছু করতে পারলুম না, সেও কিছু করতে পারলে না। না হয়েছিল লীলার সঙ্গে বিয়ে—বিয়ে—জোর করে' আর একটা burden ঘাড়ে না চাপালেই হ'ত! কতবার চিঠি লিখেছি এখানে আসবার জন্য, আসি-আসি করে আসেনি। আসুক, দেখি দুই unfortunate মিলে ভাগ্যের গতি ফিরিয়ে দিতে পারি কিনা।

(বিয়েট্রিসের প্রবেশ)

বিয়ে। দেখ, আমি কেমন বাংলা শিখেছি। আমি মেঘনাদবধ-পড়িতে পারি। (পাঠ) "নমি আমি কবি-গুরু হে বাল্মীকি! তব পদাম্বুজে"

রায়। চমৎকার! তবু এখনও জিভ পরিস্কার হয়নি!

বিয়ে। ও ক্রমশঃ হবে। রোম নগরী একদিনে তৈয়ারী হয় নাই।

রায়। তা বটে!

বিয়ে। দেখ, আমি অনেকদিন থেকে তোমায় বলব মনে করিয়াছি, —আমার মনে হয়—

রায়। আমারও মনে হয়—

বিয়ে। এই দেখ, তুমি তামাসা আরম্ভ করলে! But truly I am in earnest. আমার মনে হয়—আমি যখন বাঙ্গালীর পত্নী তখন এ Gown পরিত্যাগ ক'রে আমার বাঙ্গালী লেডির মতন শাড়ী পরা উচিত। কি বল?

রায়। আর মাথায় সিঁদুর, হাতে an iron bangle—নোয়া—খাড়ু।

বিয়ে। Oh! It is simply grand! পূরা বাঙ্গলার পল্লীবধূ!

রায়। তোমার লজ্জা করবে না?

বিয়ে। কেন, লজ্জা কিসের? national dress পরিত্যাগ করছি ব'লে? সে লজ্জা তো English Channelএ ভাসিয়ে দিয়েছি সেই দিন, যেদিন তোমার স্ত্রী হইয়াছি। আর, তাই যদি বল, তোমাদের এখানে অনেককে তো দেখি ইংরেজের মতন পোষাক পরে; এই তুমিই তো পর—তোমাদের লজ্জা হয় না জাতীয় পোষাক পরিত্যাগ করতে?

রায়। আমাদের কি জাত আছে যে লজ্জা হবে? আমরা যে জাত হারিয়ে ঢোঁড়া—Conquered Nation.

বিয়ে। এই যদি তোমার argument হয়, আমিও তো conquered by a foreigner—আমিও তো বিজিত। আমার ন্যাশানাল ড্রেস পরিত্যাগে লজ্জা কি? না no joke—তুমি আর আমার জন্য গাউন কিনিও না; আমায় এবার হইতে বাঙ্গালীর মেয়েদের মতন কাপড় আনিয়া দিও; আমি এ পোষাক আর পরিব না।

রায়। হঠাৎ এত বৈরাগ্য হ'ল কেন বল তো? ব্যাপারখানা কি?

বিয়ে। হঠাৎ নয়, অনেকদিন থেকে আমি এ ভেবেছি; আমাদের শীতপ্রধান দেশে আমাদের পোষাক দরকার, এ গরম দেশে এ দেশের কাপড়ই ভাল; আর খুব cheap—সস্তা।

রায়। ওঃ এতক্ষণে বুঝিছি—সস্তা, তা বটে! (মদ্যপান) আজ ক'বছর প্রতি মুহূর্ত্তে কি মনে হয় জান? কেন তুমি আমায় বিবাহ করেছিলে? কেন স্বজাতি, স্বদেশ, স্বধর্ম্মের মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে এক বিদেশী, বিধর্ম্মী, রাস্তার কুকুর অপেক্ষা হীন, একটা vagabond,

একটা moral wreck, একটা অপদার্থকে স্বামী ব'লে গ্রহণ করে-ছিলে? পৃথিবীতে কি আর মানুষ ছিল না?

বিয়ে। ছিল, এখনও আছে, কিন্তু তোমার মতন কেউ ছিল না, এখনও নাই। তবে সে কথা তোল কেন?

রায়। স্ত্রীর একটা গাউন কেনবার ক্ষমতা নেই, তাকে এক মুঠো খেতে দিতে পারিনি, মাথা গুঁজে থাক্‌বার একটা ভাল স্থান নেই, নর্দ্দামার চেয়েও অপরিষ্কার এই জঘন্য বাড়ী, মাসে মাসে তারও ভাড়া দিতে পারিনা, দু'বেলা তাড়িয়ে দেয়! ওঃ! সরলা বালিকা, কেন তোমার সর্ব্বনাশ করেছিলেম! কেন তোমাকে বিবাহ করে-ছিলেম! ওঃ মূর্খ আমি, a sentimental fool, a devil incar-nate—উপার্জ্জন করতে শিখিনি—ভালবাসতে শিখেছিলেম! বদমায়েস—কাপুরুষ—জোচ্চোর!

বিয়ে। (বোতল কাড়িয়া লইয়া) অতিরিক্ত খাইয়াছ, আর খাইওনা, তোমার মস্তিষ্ক গরম হইয়াছে, তুমি ভুল বকিতেছ।

রায়। তোমার ঘৃণা হয় না? আমার নিজের ঘৃণা হয়, তোমার হয় না? ঘৃণায় আমায় পরিত্যাগ কর্‌তে পার না? একটা মাতাল! একটা brute! এখনও স'রে পড়, এখনও তোমার উপায় আছে—

বিয়ে। এত অল্পে তুমি উত্তেজিত হও কেন? স্বামী গরীব হইলে স্ত্রী কি তাহাকে পরিত্যাগ করে? আমি কি তোমার পত্নী নই? আমাদের দেশেও অধিকাংশ লোক গরীব; কিন্তু তারা স্বামী-স্ত্রীতে উপার্জ্জন ক'রে কষ্টের দিন সুখে অতিবাহিত করে। তোমার যে মত হয় না, নইলে আমিও সৎপরিশ্রমের দ্বারা তোমার সাহায্য করিতে পারি।

রায়। তুমি হয় তো পার—কিন্তু আমি পারি না; না—ঐটে পারি না। বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর আচার, বাঙ্গালীর নীতি, বাঙ্গালীর হাব-ভাব পোষাক সব ত্যাগ করতে পারি—সব ত্যাগ করিছি—

কেবল একটা পারি না! স্ত্রী উপার্জ্জন ক'রে স্বামীকে সাহায্য করবে —এটা সহ্য করতে পারি না! এখনও না! না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মলেও বাঙ্গালী—স্বামীর গর্ব্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই—স্ত্রীর উপার্জ্জনের রুটী খেয়ে একদিনও বাঁচতে চাই না!

বিয়ে। বেশ, তাই হ'ক! তোমার যাতে অমত, এমন কার্য্য তো আমি করিতে চাই না। তবে আমার একটা কথা শোন। আমরা যদি এ European style ছাড়িয়া ভদ্র বাঙ্গালী গৃহস্থ পরিবারের মত থাকি, তাহা হইলে আমাদের এত অভাব হয় না। ছ'বছর বাঙ্গলায় আসিয়া, বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিয়া, আমি দেখিতেছি—এখানকার ভদ্র গৃহস্থেরা অত্যন্ত গরীব। আমাদের দেশে labourer class যারা—তাদের অপেক্ষাও গরীব। স্বামী পঁচিশ ত্রিশ টাকা বেতনের ক্লার্ক, অথচ পাঁচ ছ'জনকে খাইতে দিতে হয়। কিন্তু দেখিলে মনে হয়, আমাদের দেশের বড় লোক অপেক্ষা ইহারা অধিক আনন্দে সংসার করে। এত কম উপার্জ্জনে যদি তারা সংসার করিতে পারে, আমরা দু'জনে পারিব না কেন? এই একটা জিনিষ, মদ— এটা যদি ছাড়িয়া দাও তাহা হইলে মাসে কত খরচ কমে। তা তুমি তো কিছুতেই নিজেকে Check করিতে পার না।

রায়। তুমি বোঝ, রাম বোঝে, শ্যাম বোঝে, একটা বার বছরের ছেলে বোঝে, কিন্তু আমি বুঝি না! বুঝি—কিন্তু পারি না! যা করলে পারা যায়, ছেলেবেলা থেকে কেউ আমায় তা শেখায় নি। ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত হয়েছি, আদরে আদরে সমাজের মাথায় পা দিয়ে বুক ফুলিয়ে চলেছি, স্কুলে কলেজে বাহবার হাততালিতে ফুলে উঠেছি—তারপর বিলেত গেছি। কি ambition নিয়ে গেছি জান? গুইডো, র‍্যাফেলের পাশে আমার স্থান হবে। আমার— একজন বাঙ্গালীর! পৃথিবীর লোক অবাক হয়ে খুঁজবে, আমার

antecedent কি? আমার নাম নিয়ে বাঙ্গালা গর্ব্ব করবে—বাঙ্গালী ঘাড় উঁচু করে বলবে—"আমাদের মিষ্টার রায়!" তার পর সেখানে প্রতিযোগী পরীক্ষায় সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিছি—আমি—a genius no doubt! আজ পয়সা রোজগার করতে পারিনি বলে' একদিনে বদ্‌লে যাব? হাঃ হাঃ হাঃ! কেন? কিসের জন্য? কার খাতির?

বিয়ে। আমি কি তোমার কেউ নই?

রায়। তুমি? তুমি? আমার সমস্ত কল্পনার সচল প্রতিমা তুমি! যদি আমারই জন্য মদ খাই ধর, সেও কি তোমার জন্য নয়? সেই Veniceএ যেদিন তোমায় প্রথম দেখেছিলেম—সেই সমুদ্র-সৈকতে—সূর্য্য তখনও একেবারে অস্ত যায় নি—পশ্চিমের মেঘ অশরীরী কাকে দেখে বুঝি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল—সম্মুখে শরীরী তুমি—আমার হৃদয়ের লালসাও দেখতে দেখতে রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল—যেন লাল মেঘের কোলে লাল মেঘের ঢেউ! কি অপূর্ব্ব সে বর্ণবিন্যাস! স্ফুরিত-যৌবনা শ্বেতাঙ্গীর রক্তাভ মুখে আমার উদ্দাম অন্তরের প্রতিবিম্ব! পৃথিবী যেন সৌন্দর্য্য সাগরে ডুব দিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল! তুমি—তুমি? তুমি আমার কেউ নও?

বিয়ে। এ যদি তোমার flattory না হয়, তাহা হইলে বল মদ ছাড়িবে?

রায়। ছাড়ব—যেদিন তোমায় ছাড়তে পারব সেইদিন ছাড়ব! নইলে হে হৃদয়েশ্বরী! এ বিষ ত্যাগ করতে আমায় অনুরোধ করো না। হে সুরা! হে ব্যথিতের বন্ধু, পরিত্যক্তের অবলম্বন, অভিশপ্তের আশ্রয়,—শোকার্ত্তের সান্ত্বনা—আমি যদি কখনও নেমকহারামী ক'রে তোমায় পরিত্যাগ করব মনে করি, তুমি আমায় পরিত্যাগ করো না—মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে থেকো। (মদ্যপান) জ্বালার সাগর উথলে উঠেছে! যাঃ ফুরিয়ে গেল! কেন? চোখ ছল ছল

করছে কেন ? কিসের দুঃখ ? আমি মানুষ হলুম না ? ক্ষতি কি ? শয়তান তো হয়েছি—ব্যস্—তা হলেই হল। শয়তানের বাচ্ছা মানুষ—এক ধাপ উপরে আছি ! তবে দুঃখ কেন ? দুঃখ এই—মদ ফুরোয়—নেশা ছাড়ে, স্মৃতি ফিরে আসে—দূর হ'ক্ !

(প্রস্থান)

বিয়ে। কত বড়—আবার কত দুর্ব্বল ! (নতজানু হইয়া) হে ঈশ্বর, হে বাঙ্গালীর ঠাকুর ! যে পতিত, তুমি ভিন্ন তাকে কে তুলতে পারে ? আমার স্বামীর কোন দোষ নাই, বালকের স্তায় তাঁর হৃদয় নির্ম্মল, তাঁর প্রতি কি তোমার দয়া হবে না ?

(রায়ের পুনঃ প্রবেশ)

রায়। বিয়েট্রিস, বিয়েট্রিস ! সর্ব্বনাশ হয়েছে ! লোকনাথ আমার এখানে আসছিল, পথে সে মোটর চাপা পড়েছে।

বিয়ে। সেকি ? এখন তিনি কোথায় ?

রায়। এইমাত্র খবর পেলেম, এখন সে হাঁসপাতালে। আমার কার্ড তার পকেটে ছিল। তাইতেই আমার ঠিকানা পেয়েছে, আমায় খবর দিয়েছে। সব নেশা ছুটে গেল ! আমি এখনি চল্লুম।

বিয়ে। চল আমিও যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতার উপকণ্ঠ—হিমাংশুর বাড়ী

নীলাম্বর ও উড়ে খানসামা

নীলা। তুই এই বাড়ীর চাকর ? তোর বাবু কখন উঠবে রে ? আর কতক্ষণ বসে থাক্‌ব ?

উ-খান। টং টং করি পাঁচগুটা বাজিব সে বেলারে বাবু উঠিব।

নিধিরাম ভইকু বাবু পাখেরে পঠি দেইছি ; বাবুঙ্ক গোড় দেবিছি, সে আওয়াজ তুমে শুনি পাউছুনা ?

নীলা। বাবুর পা টিপছে ? আমি বলি আস্তাবলে ঘোড়া ডলাই-মলাই করছে।

উ খান। (স্বগতঃ) ঠিক কউছি, এ বাবু বড় রসিক অছি। গাড়ী ছোড়ি কিরি যেবে ঘোড়াকু ছুট্টি হেলে তাকু ডলি দিয়ন্তি—আমার বাবু তিমিত্তি ঘরকু নেউটী আসিলে তাঙ্কে ডলি দেউছি।

নীলা। রোজ এই পাঁচটার সময় ওঠে! কখন শুয়েছে ?

উ-খান। যেবে রাতি চারিটা বাজিব, তেত বেলি বাবু খায়া পিয়া সরিব।

নীলা। চমৎকার! সমস্ত রাত্রি কি করে ?

উ-খান। এবে উঠি কিরি খেউরি হব। দ্বিজন পালোয়ান তঙ্কা পাউছি, ঘণ্টা দ্বিঘণ্টা তেল মাখি দিব। তা হেলে বাবু খবর-কাগজ নেইকিরি পাইখানা যিব।

নীলা। খবরের কাগজ নিয়ে পাইখানা যাবে।

উ-খান। বাবু, দেশ ছোড়ি কিরি কলকত্তা আসি কেতে রকম মু দেখিলি। বাবু গোসল-খানেরে গলে, সেঠি তাকিয়া আসিব, ফুরসী পড়িব, বাবু সে নরক কুণ্ডেরে বসিকিরি গুড়াকু টানিব, কাগজ পড়িব ; রাত্রি আটগুটা বাজিলে চান সারিকিরি বাহির হব।

নীলা। তারপর ?

উ-খান। কেত্তে তরে বাবু মানে আসিঁব, নটি নাচ করিব, মু-সাহেব মদ খাইব, খানসমা মুরগী রাঁধি আনিদিব, বাবু মানে সব হাসিব—নাচিব,—যেবে রাতি সরিব, সব বেহুঁস হইকিরি পড়িব ; খানা পাখে জনে দ্বিজনে নিদ মারিব ; বাবু জনে নক্কার করিব, আউ জনে তাকু গরম খেচুরী বিচারি খাই সারিব।

নীলা। রাম! রাম!

উ-থান। গাড়ীবান সহিস আসি আপন বাবু নেইকিরি ঘরকু নেউটী যিব। যে মানে হাঁটী কিরি আসিলে, সে মানে—ঘর মুড়ারে পাপোশ আছি না?—সেঠি যাইকিরি শুই পড়িব। আমার বাবু যদি বেহুঁস না হন্তা, তেবে দিটা খাইব, নেবে মুরদ হই নিদ মারিব।

নীলা। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! তা'হলে দেখছি একটু পরেই প্রেতের নৃত্য আরম্ভ হবে। এই সময় একবার দেখা ক'রে স'রে পড়তে পারলেই বাঁচি। ক'দিন থেকে চেষ্টা করছি কাগজখানা সই করিয়ে নেব, তা আর বাবুর ফুরসৎ পাচ্ছি না। কোম্পানীর কাগজ একচেটে করতে গিয়ে সর্ব্বস্ব যায় দেখে, মেয়ের মুখ চেয়ে জামিন হয়েছিলেম, সঙ্গে সঙ্গে দেখছি আমারও সর্ব্বস্ব যায়! (প্রকাশ্যে) উপরে আর কে আছে? তুই আমার সঙ্গে চল্, বাবুতো এখনি উঠে তেল মাখবে, আমি উপরেই তার সঙ্গে দেখা করব।

উ-থান। সে আপনি মতে মাফ করিব। উপরে মু কেইকি লইব না। বাবু মতে গোসা করিব, তাঙ্ক হুকুম নাই।

নীলা। কেন? উপরে আর কে আছে?

উ-থান। বাবু অছি, বোমা অছি।

নীলা। (স্বগতঃ) বোমা! তবে কি লীলা উপরে আছে নাকি? নইলে বোমা আর কে? তা হ'লে ভালই হয়েছে। মেয়েটার সামনে বাবাজীকে পেলে একবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখি; লোকে খারাপ হয় আবার ভালও তো হয়! (প্রকাশ্যে) তোর বাবু রাগ করবে না; তুই চল্, উপরে খবর দে যে আমি এসেছি। তোকে এখানে নতুন দেখছি, তুই আমাকে চিনিস নি? আমি কে জানিস্? যে বোমা আছে বল্লি, তার বাপ।

উ-থান। মুই কঁড় সর্ব্বনাশ করিল! আপনক্ক মু চিহ্নি না হন্তি। বাবু

আপনি মতে গোসা না হউ, মু আপনঙ্ক গোড় ধরুছি, ই নাক মলুচি, ই কাণ মলুচি, মু নিজ মুণ্ডরে কাটি দিউচি।

নীলা। না, না, তুই ওঠ, তুই চিনিস্ নি, তোর অপরাধ কি?

উ-খান। বৌমা যেবে শুনিব তাঙ্ক জন্মদাতা বাপর মু পাখে অপমান হেইচি, মতে নৌকরি ছড়ি দিব।

নীলা। না, না, তোর নোকরি ছাড়াবে না, তুই চল্।

উ-খান। বাবু—আপনি ভাগ্যবন্ত বাপ আছ। কেত্তে মাইকিনিয়া এঠি আস্থছি—যাউছি, আপন মাইয়া সবারু সেরা অছি; তাঙ্ক নাচনারে গাহনারে সব বাবু মানে তারিফ করুচি। রম্ভা অছি না? তাকু খাই পকাইছি। বাবু তাকু কেত্তে পেয়ার করুছি কেত্তে টঙ্কা দেউচি! আপনি মহাপুরুষ পিতা আছ, মতে বকসিস্ হুকুম হউ, অবধাড়।

নীলা। এ বেটা বলে কি! কাকে কি ঠাউরেছে? যে আছে সে তবে কি লীলা নয়?

উ-খান। বাবু, আপনি টিকা ঠারন্ত, মু আপন কন্যারে খবর দেই আস্থছি। আপনি সত্যেরে তাঁর বাপ, না দলালটা? কেই মাগীরে আপন কন্যা কইকিরি এঠি পাঠাই দেউছু?

নীলা। পাজী হারামজাদ! কাকে কি বলিস তা জানিস নি? তোর যেমন বাবু, তার তেমনি চাকর। (প্রহার)

উ-খান। ই শড়া মতাল অছি, না পাগল অছি? এ মিশির ভাই—মিশির ভাই—মতে মারি পকাইল। হেই বাবু, মতে রক্ষা কর, মু কঁড় অপরাধ করুছি, মু তো কিচ্ছি জানি পারিল না।

নীলা। এই যে রক্ষা করছি। (প্রহার)

উ-খান। বাবু মু গলে—মু গলে। এ বৌমা বিবি, আপনার বাপ আসি মতে মারি পকাইল। ধাঁই আস—ধাঁই আস।

নেপথ্যে হিমাংশু। কিসের গোলমাল—কিসের গোলমাল? বাড়ীতে ডাকাত পড়লো নাকি?

উ-খান। বৌমার বাপ নেশা খাইকিরি আসি মতে খুন করিলা!

(হিমাংশু ও বিরাজমোহিনীর প্রবেশ)

হিমাংশু। কে! কে!

বিরাজ। আ মর, এ বুড়ো মড়া কে এখানে এসেছে মরতে!

উ-খান। হেই বাবু, মতে রক্ষা কর, হেই বৌমা, মতে রক্ষা কর; আপনঙ্ক বাপ মতে মারি পকাইলা!

হিমাংশু। তুই যা—যা, এখান থেকে যা। তুমি উপরে যাও।

বিরাজ। কে আবার আমার মায়ের বাবু সেজে ঢং কর্‌তে এল? একে তো কখনও দেখিনি, একটু আড়ালে গিয়ে দেখিগে।

[প্রস্থান।

হিমাংশু। আপনি—আপনি—এমন অসময়ে—খবর না দিয়ে—

নীলা। বেশ হয়েছে, উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। বড় ঘর দেখে, বড়লোক দেখে, গুণবান্ জামাই করেছিলেম—অধর্ম্মকে ভয় করিনি—সমাজ মানিনি—অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিনি—তার উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছি। কালাচাঁদ—কালাচাঁদ! তুমি স্বর্গে—ব্যস্ত হয়োনা, ব্যস্ত হয়োনা; তোমার অভিসম্পাত ফল্‌বে—তুমি সদ্‌-ব্রাহ্মণ—তোমার কথা কখনও মিথ্যা হবে না—নৈলে এতদিনে লীলা বিধবা হ'ল না কেন?

হিমাংশু। আপনি কোন খবর না দিয়ে এসে তো এই কাণ্ড ঘটালেন।

নীলা। যথেষ্ট হয়েছে! নির্ল্লজ্জ—বেয়াদব - তুই এখনও আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিস? লোকে মদ খায়, বেশ্যা রাখে, উচ্ছন্ন যায়, কিন্তু নিজের ভদ্রাসন—যে ভদ্রাসনের চারি পার্শ্বে তোর বাপ পিতামহের আত্মা বংশধরের নিকট এক গণ্ডূষ জল পাবে ব'লে তৃষিত

চাতকের মত চেয়ে আছে, যে ভদ্রাসন তোর সতীলক্ষ্মী মা, খুড়ী, জেঠাই, ঠাকুরমার পায়ের ধূলোয় তীর্থের ন্যায় পবিত্র, যে ভদ্রাসন তোর কুলদেবতার নিত্য পূজার মন্দির—বাঙ্গালীর সেই ভদ্রাসন—তুই বেশ্যা এনে কলঙ্কিত করেছিস্! আমি বুঝতে পারছিনি তোর মাথায় এতদিন বজ্রাঘাত হয়নি কেন? আমার লীলা এতদিন মরেনি কেন? আমি এখনও পাগল হইনি কেন?

হিমাংশু। (স্বগতঃ) হন নি, ক্রমশঃ পাগল হবেন।

নীলা। উঃ! এ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা—এ মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ রাখবার স্থান কোথা? বড়মানুষ দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেম, মেয়ে সুখে থাকবে ব'লে বড়লোক জামাই করেছিলেম, স্ত্রীর পরামর্শে কর্ত্তব্য ভুলেছিলেম, তার ফলে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে বসেছি। বসেছি কি—হয়েছি। শোন্ নরাধম, তোর জামিন হ'য়ে, আজ আমি দেনদার। তুই যদি তোর বিষয় বেচে আমার জামিনের টাকা না দিস্ তা হ'লে আমায় পথে বসতে হবে। কন্যার প্রতি মমতায়, গিন্নীর জেদে, তোর সর্ব্বনাশ হয় দেখে আমি জামিন হ'য়ে ছিলেম; এখনও যদি তুই তোর বিষয়ের বারোআনা বেচে বাজার দেনা শোধ করতিস, তা হ'লে আমিও রক্ষা পেতেম, তোকেও খাবার ভাবনা ভাবতে হ'ত না! উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সেই উদ্দেশ্যেই আমি একখানা পাওয়ার অফ্ এটর্নি লিখিয়ে এনেছিলেম, যাতে তোর বিষয় বেচতে পারি। আমি চল্লেম্, যদি ভবিষ্যতে তোর মঙ্গল চাস্, তা হ'লে কালই দুপুরবেলা তোর এটর্নির বাড়ী গিয়ে দেখা করিস্। আমার এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকবার প্রবৃত্তি নেই।

[প্রস্থান।

হিমা। ওঃ! ভারি লেকচার দিয়ে গেলেন! জমীদারের ছেলে, কি ক'রে বিষয় রক্ষা করতে হয় তাকি আমি জানিনি? ওঁর পরামর্শ

নিয়ে কাজ করতে হবে ? জামিন হ'য়েছিলি কেন ? কাগজের দর নেবে গেল, নইলে লাভ হ'লে বখরা মারতে না ? বাড়ীতে মেয়েমানুষ রেখেছি তা হয়েছে কি ? স্ত্রীও মেয়েমানুষ, বেশ্যাও মেয়েমানুষ— তফাৎটা কি ? এক ছানা নানা আকারে—কেউ সন্দেশ, কেউ পান্তুয়া। তর্ক করবে ? এস না। Logicএর fallacy কি আমরা জানিনি বাবা ? এই দেখো ! বেটা দাঁড়িয়ে আছে দেখ, উপরে তামাক নিয়ে আয়।

[প্রস্থান।

উ-খান। মতে অপরাধ কঁড় ? মু কিমিতি চিনিমি ? কেত্তে বাবু আস্থছি, কাকু সোনার ঘড়ী চেইন, দশ আঙ্গুলে দশটা আঙ্গুঠী, গাড়ী চড়ি যিবা আসা করুছি, সেমানে সব মাগী দলালী করুছি—কিমিতি চিনিমি ? হেই প্রভু পুরুত্তম, আপনি বিচার করুন্তু !

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ

ডি, রায় ও লোকনাথ

রায়। আজ তোমায় অনেকটা ভাল দেখছি। তোমার নিজের কি রকম মনে হয় ?

লোক। ভালই মনে হচ্ছে। তবে এখনও মাথাটা বড় দুর্ব্বল ; একটা বিষয় বেশীক্ষণ ভাবতে পারিনি, খানিক পরে কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকে। তোমার স্ত্রী কোথায় ?

রায়। Market থেকে তোমার জন্য ফুল আনতে গেছেন।

লোক। এমন স্ত্রী নাটক নভেলেই পড়া যায়, আমি কখনও দেখিনি।

যেন মূর্ত্তিমতী সেবা ! ক'দিন ক'রাত্রি কি যত্নই করেছেন। পনেরো দিন তো হাঁসপাতালে একরকম অজ্ঞান হয়েই ছিলুম ; তারপর জ্ঞান হয়েও এই দেড় মাস তোমার এখানে—Oh such tedious weeks ! ভাই ধরণী, তোমরা যদি না থাকতে এ যাত্রা আমি কিছুতেই বাঁচতুম না।

রায়। প্রথম তোমার যে অবস্থা দেখি, তাতে আমাদেরও বড় আশা ছিল না যে, তুমি আবার সেরে উঠবে ! বাইরের আঘাত অপেক্ষা মাথায় খুবই আঘাত লেগেছিল। ডাক্তার তো বল্লে, compression of the brain হবারই সম্ভাবনা। যাই হোক, ভালয় ভালয় যে সেরে উঠেছ এই যথেষ্ট।

লোক। না সারলেই ছিল ভাল। Compression of the brain হয়ে বেঁচে থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না। স্মৃতির অত্যাচার আর সহ্য করতে হ'ত না ! বেঁচে উঠলেম—আবার দুর্ভোগ ভোগ করতে, আবার স্মৃতির তাড়না সহ্য করতে !

রায়। আর একটু খাড়া হয়ে একবার বাড়ী থেকে দেখা শোনা করে ঘুরে এস। তারপর—চাকরী বাকরীর যা হয় একটা চেষ্টা দেখা যাবে। হিঁদুদের বলে না ?—যাত্রা বদলে আসা—তাই বদলে এস !

লোক। হিঁদুদের বলে ! তুমি কি ?

রায়। না-হিঁদু, না-মুসলমান, না-ক্রিশ্চান ; একটা কিম্ভুত কিমাকার, একটা মাতাল !

লোক। না, তুমি একটা মস্ত লোক—একটা genius ! যারা তোমায় চেনে না, তারা যা তা বলতে পারে ; আমি জানি তুমি কি ! সেই স্কুল থেকেই তো দেখেছি কত প্রশস্ত তোমার হৃদয় ! আর বরাবরই তুমি straight forward ; লুকিয়ে চোরের মত কোন কাজ করতে তোমায় কখনও দেখিনি—তা কি অখাদ্য খাওয়ায়—আর কি রাস্তা

থেকে একটা কলেরা রোগী মুসলমান ভিখিরীকে কুড়িয়ে বাড়ী নে যাওয়ায়! দেশের দুর্ভাগ্য যে তোমায় চিনলে না।

রায়। আমিও এদিকে শেষ করে আনছি, আর আক্ষেপ নেই। মদ, মদ, মদ! বলে মদ খাও কেন? জিজ্ঞাসা করা সোজা, উত্তর দেওয়া বড় কঠিন।

লোক। এ একটা মস্ত problem সন্দেহ কি!

রায়। লাইফটা কি ফেলিওর বল দেখি? কি না করিছি—দেশের জন্যে কি না করিছি? জাত দিয়েছি, ধর্ম্ম দিয়েছি—আত্মীয় স্বজন সব পরিত্যাগ করেছি—বাঙ্গালীর গৌরব পৃথিবীর ইতিহাসে অঙ্কিত করে যাব বলে! এখানে থেকে কি একটা উকীল হতে পারতেম না? একজন মুন্‌সেফ, ডেপুটী? পৈতৃক যা সম্পত্তি ছিল তার আয়েও তো জমীদারের মত গাড়ী ঘোড়া হাঁকিয়ে, মোটর চ'ড়ে, দুর্ব্বল প্রজার রক্ত শুষে চাঁদা দিয়ে একটা খেতাবী বড়লোক হতেই বা কি প্রতিবন্ধক ছিল? সব খুইয়েছি একটা নেশায়; বড় হব এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে! ছেলে বেলা থেকে আর্ট ভাল বাসতেম, পেন্‌টার হ'য়ে ফিরে এলেম—বাঙ্গলায় একটা নতুন কীর্ত্তি—যা কেউ কখনও করেনি! কাগজে খুব হৈ চৈ করলে; কিন্তু কাজের বেলা অষ্ট রম্ভা! Hypocrites! A nation of hypocrites!

লোক। কাকে বলছ? আমার জীবনটাই দেখ দেখি, কি ব্যর্থতা নিয়ে জন্মেছিলুম। তোমার অজানা তো কিছুই নেই। ভাই ধরণী, ঐ দু'খানা ছবি আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পার? তোমায় কতবার বলব বলব মনে করেছি। দেখি, আর সব পুরোণো কথা মনে পড়ে।

রায়। আমিই জোর কো'রে তোমাদের photo নিয়েছিলুম তোমার

বিবাহে উপহার দেব ব'লে। সে বিয়ে ভেঙ্গে গেল, উপহার আর পাঠান হ'লনা ; ছবি দু'খানা সেই থেকেই এখানে পড়ে আছে ; আমিও আর ওতে হাত দিইনি।

লোক। ভেঙ্গে ফেল, ভেঙ্গে ফেল, আর ওতে প্রয়োজন নেই! ছেলেবেলা থেকে বসন্তের বাতাসে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, রঙ্গিন আকাশের বুকে ভেসে বেড়াব ব'লে ; একদিনের ঝড়ে কোথা থেকে কোথায় পড়লেম! নিজে জ্বলছি—একটা নিরীহ জীবনকে পুড়িয়ে খাক করছি। মুখের দিকে চেয়ে একটা সত্যি "আহা" বলবার কেউ নেই। নিজের কাছে নিজেই চোর! অথচ মৃত্যুও তো হয় না!

রায়। সেরে ওঠ, উঠে মদ খাও—আকণ্ঠ মদ খাও—ভুলে থাকবে। পশ্চিমের কাছে সব চেয়ে সেরা জিনিষ পেয়েছি আমরা—এই মদ! বিলাতী শিক্ষার, বিলাতী সভ্যতার, বিলাতী বিলাসিতার যমজ বোন্! ত্যাগ করবার যো নেই, একটার সঙ্গে একটা জড়িয়ে আছে! যে লোক দেখিয়ে মদ খায় না—সেও এই বিলাতী ভাবের অলক্ষ্য শক্তির মাদকতায় বেহুঁস হয়ে থাকে—আর সমাজে দেখায় বড় চরিত্রবান্! সোজা রাস্তায় চলি ব'লে আমরাই শুধু ধরা পড়িছি। লোকে ঘৃণা করে, বলে মাতাল! পয়সা নেই ব'লে,—যারা বিলেত ফেরত বড়লোক তারা দলে নেয় না, দূর থেকে দেখে নাক সিঁটকোয় —কাছে গেলে বলে—"বাঙ্গালীর আদর্শ"! আর আমার হিন্দু সমাজ—দূরেও যেমন, কাছেও তেমন ; খেতে না পাও, এক মুঠো ভিক্ষে দেবে ; কিন্তু ভদ্রলোক হ'য়ে সমাজে থাকতে দেবে না! ন্যায্য পাওনা দেবার সময় বলবে বিলেত ফেরত—এক ঘ'রে! বা! কি চমৎকার বিচার!

লোক। যদি এ দেশে না জন্মে তুমি বিলাতে জন্মাতে তা হলে আজ তোমার কি প্রতিষ্ঠা হ'ত বল দেখি ?

রায়। প্রতিষ্ঠা চুলোয় যাক্, পেটের ভাত হলেই এখন বাঁচি। মানুষ তৈরির জন্য দলে দলে সব বিদেশে লোক পাঠান হচ্ছে! জাপানে, ইংলণ্ডে, আমেরিকায়। কেউ কাপড় তৈরি শিখে আসছেন, কেউ সাবান তৈরি শিখে আসছেন, কেউ ছুঁচ্ তৈরি শিখে আসছেন। কেউ বড় Agriculturist হ'য়ে আসছেন, কিন্তু ফিরে এসে হচ্ছে কি? বাঙ্গালীর একটা বড় কারখানা নেই, একটা কল নেই, একটা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী নেই, যিনি যাই শিখে আসুন ফিরে এসে সেই চাকরী —চাকরী—চাকরী! আমার আলাদা লাইন, আমার কথা তো স্বতন্ত্র! এ appreciate করবার লোক কই?

(বিয়েটিসের প্রবেশ)

বিয়ে। এই যে তুই বাক্যবাগীশ কথার ফোয়ারার মুখ খুলে দিয়েছ দেখ্‌ছি! রুগী মানুষকে অত বকাচ্ছ কেন বল দেখি?

রায়। এই এতক্ষণ তোমারই নিন্দা কচ্ছিলুম, বুঝলে?

বিয়ে। আমার আর নিন্দের কি আছে বল? কি বলেন লোকনাথ বাবু? এই দেখুন দেখি, কেমন ফুল এনেছি আপনার জন্য। আপনার মুখ অত শুক্‌নো কেন? কি ভাবছিলেন? আপনাকে কতবার না বারণ করেছি, যতদিন না সম্পূর্ণ সুস্থ হ'ন, কোন গুরুতর বিষয় ভাবিবেন না। আর তুমি এমন idiot, দু'টো হাল্‌কা কথা ক'য়ে বুঝি বন্ধুর মনোরঞ্জন করিতে পার নাই?

লোক। আপনি ঠিক বাঙ্গালীর মেয়েদের মত কথা কইছেন, আপনি যে ইংরাজ মহিলা এ কিছুতেই ধরবার যো নেই।

রায়। সাধনায় সিদ্ধি। আমি বাঙ্গালী, পুরা বাঙ্গালীর পত্নী হবে ব'লে এমন বাঙ্গালা শিখেছে যে ওর সামনে বাঙ্গালা কথা কইতে আমারই সময় সময় লজ্জা হয়!

বিয়ে। আমি তো শুধু তোমার Wife বা Better-half নই—আমি যে তোমার সহধর্ম্মিণী! ভাষা এক না হইলে স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে যে একটা পাহাড়ের আড়াল পড়ে, তা জাননা, অথচ লোকনাথ বাবু, উনি গুমোর করেন উনি একজন বড় পেণ্টার! আমার মাথা!

লোক। (স্বগতঃ) কি সুখেই এরা আছে! লীলা যদি আমার স্ত্রী হ'ত তা হলে—তা হলে—এ সংসারের চেয়ে স্বর্গ আর কোথায় তাতো কল্পনায়ও আসে না! ঐ চিত্র যেন হাসছে, কথা কচ্ছে! কতদিন দেখিনি।

রায়। লোকনাথ, বিয়েট্রিস শুধু বাঙ্গালা পড়তে কি কইতে শেখেনি, গানও শিখেছে চমৎকার! রবিবাবুর গান এমন সুন্দর গায়।

লোক। বটে?

বিয়ে। লোকনাথবাবু তা বুঝি জানেন না? আচ্ছা আমি গাই আপনি শুনুন; কিন্তু একটা কথা ব'লে রাখি, আপনাদের দেশের তাল আমি ঠিক রাখতে পারি না।

রায়। কিছু দরকার নেই, তুমি অমনি গাও।

বিয়েট্রিস একখানি রবিবাবুর গান গাহিলেন।

লোক। Beautiful!

রায়। কথায় কথায় অনেক সময় গেছে, তোমার খাবার দেরী হ'ল। চল বিয়েট্রিস্, লোকনাথের খাবার ব্যবস্থা করবে।

বিয়ে। লোকনাথ বাবু, আপনি একটু একলা থাকুন, আমি এখনি আসছি।　　[উভয়ের প্রস্থান।

লোক। কি এক স্বপ্নে বিভোর করে দিয়ে গেল! সমাজ! ওঃ মুখ চাইবার কেউ নেই! (ছবি দেখিয়া) এ সেই লীলা! আর আমি? আর পাশাপাশি কেন? তোমার স্থান এখানে নয়, দূরে—

দূরে। আর কেন? সব ভুলব। লীলা? সে আমার কে? ছ'বছর হ'য়ে গেল, কৈ তার অভাবে এখনও তো বেঁচে আছি! তবে—তবে—স্ত্রীর উপর এ অত্যাচার করি কেন? না, বাল্যের স্বপ্ন ভুলব; মায়া, প্রকৃতি, কতদিন তাদের দেখিনি। তিন মাসের খরচ দিয়ে এসেছিলুম—ছ'মাস তো এমনিই কেটে গেল। চাকরীর চেষ্টায় এলেম, মোটরের ধাক্কায় হাঁসপাতালে অজ্ঞান হয়ে কাটালেম। কিন্তু সে মোটরে দেখলেম ঠিক যেন লীলা ব'সে আছে। এখনও লীলা—লীলা—লীলা! দূর হোক ছাই, আর ও ভাবব না। কালই বাড়ী যাব। আর ভিক্ষার ঋণ বাড়াব না। এই যে—সে ছবিখানিও এই সঙ্গে আছে—যে ফটোখানি লীলা আমায় উপহার দিয়েছিল। (ছবিখানি হস্তে লইয়া) ঘুম ভাঙ্গে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নও মুছে যায় না কেন? কে জানে কেন? একি রহস্য!

পঞ্চম দৃশ্য

হিমাংশুর বৈঠকখানা

হিমাংশু, বিরাজ, ভোলানাথ ও ইয়ারগণ।

ভোলা। বলিহারী বাইজী, বলিহারী! তোমার বালাই নিয়ে মরি! আর একখানা গাও বাবা, আর একখানা গাও। বেড়ে রচেছে কিন্তু—(সুর করিয়া) "এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি।"

বিরাজ। ভোলানাথ বাবু, ভালবাসার সাধ কি কখনও পোরে? একজন জহুরী, আপনি আর এটা বোঝেন না?

ভোলা। জানিনি বাইজান্, জহুরীই তো! নইলে এ বয়সে তোমার গর্ভধারিণীর বাড়ীর ঠিকানা খুঁজি?

বিরাজ। দূর মড়া মাতাল!

হিমাংশু। ভোলানাথ, কি মাতলাম কর! তোমাদের প্রাণে poetry নেই বাবা। হচ্ছিল গান—আরম্ভ করলে বাজে বকতে! গাও—গাও বিরাজ। এমন গান গাও—

ভোলা। যার ভাবে whisky, ভাষায় Peliti, ঝঙ্কারে বিলেত, আর মূর্চ্ছনায়—

২য় ই। থেমো, থেমো! আমরা সব খাঁটী বাঙ্গালী, বিলিতীতে নেই বাবা। বিলিতী লিভারের জন্মদাতা, ধান্যেশ্বরী—নেহাত নিরীহ, সাতেও নেই পাঁচেও নেই—অথচ মজায় আছে!

৩য় ই। কিন্তু বাবা, চাটটা বিলিতী চাই। আমরা moderate, দেশী বিলিতী মিশিয়ে মাঝ রাস্তায় চলব, এতে চটো আর যাই বল।

ভোলা। তবে নিয়ে এস বাবা গরম গরম ফাউল কাটলেট্ আর ধান্যেশ্বরী! আজ হিমাংশু বাবুর বৈঠকখানায় নতুন হিঁদুয়ানীর আদ্যশ্রাদ্ধ ক'রে যাই।

১ম ই। নতুন কেন ভোলানাথ বাবু? Reformationএর যুগ! আজকাল তো দেশে এ রকম চ'লছে? বিশেষতঃ Patel Bill পাশ হ'লে আর কোন কথাই থাকবে না, একেবারে হিঁদুয়ানীর গোবেড়েন—

হিমাংশু। বিরাজ, তুমি না গান ধরলে এরা কেউ চুপ করবে না। তুমি একখানি গাও। ভোলা সুর দে, সুর দে।

১ম ই। ভোলা সুরের কি জানে? ও বেটা একটা গর্ভস্রাব, অসুর অবতার, চিরকাল কুস্তীর আখড়ায় মাটী মেখে এসেছে। দাও তো হে নিতাই হারমনিয়ামটা, একবার বাজিয়ে দেখিয়ে দিই। সা নি ধা পা রে রে রে (শয়ন)

২য় ই। তোমার মুণ্ডু, শালা পেঁচি মাতাল! ভোলানাথ বাবু, একবার হারমোনিয়ামটা ধর, একখানা গানই হ'ক্।

ভোলা। (স্বগতঃ) আর কদ্দিন চলবে? এ শালার তো শুনতে পাচ্ছি দেউলে হবার আর দেরী নেই—পূর্ব্বদিক ক্রমশঃ ফরসা হয়ে আসছে। আবার একটা আড্ডা খুঁজে নিয়ে উড়ে বসতে হবে তো! (হারমোনিয়াম লইয়া) তবে চলুক বাইজান্, চলুক।

বিরাজ। B flatএ দিও, গলাটা একটু দেবে আছে।

ভোলা। হায়—হায়!

বিরাজ। (জনান্তিকে ভোলার প্রতি) কাল দুপুরবেলা আমি একবার বাড়ী যাব, কদিন যাইনি, তুই একবার দেখা করিস্, মাথা খাস্।

ভোলা। (হারমোনিয়াম বাজাইয়া গাহিল) "আমার মরমেরি কথা সখি কে বলিল তারে, লুকাইয়ে রেখেছি যাহা হৃদয় মাঝারে।"

হিমাংশু। ভোলাও দেখছি মাতাল হয়ে পড়ল?

ভোলা। না—ঠিক আছি বাহাদুর, বাইজান নেশা ছুটিয়ে দিয়েছে। গাও বাইজান গাও, আমি বাজাই।

বিরাজ। গীত

নিদয় বিধাতা কেন ভালবাসিতে শেখালে।
কমল কোরক হিয়া অনলে কেন দহিলে॥
দিবা নিশি হাহাকার, আঁখি ঝরে অনিবার
অবলা বুঝিয়ে বুঝি আমারে মজালে॥

[খানসামার প্রবেশ]

খান। বাবু, খাবার হ'য়েছে।

ভোলা। তথাস্তু—চল হে চল।

হিমাংশু। আজকে এখনও নেশা জমছে না, আচ্ছা চল।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

হিমাংশুর বাটী

(লীলার শয়নকক্ষে লোকনাথের প্রবেশ)

শয্যায় লীলা নিদ্রিতা

লোক। ভুল হ'ল নাকি ? না—ঠিক লক্ষ্য করেছি—এই ঘর—দক্ষিণের বারান্দার পাশে—একবার দেখে যাব—ছ বছর দেখিনি—অন্ধকার —দেশালাই সঙ্গে আছে—আলো জ্বাললে যদি জাগে ? বাড়ীর লোক যদি জানতে পারে ? ঘরে আর কেউ নেই তো ? যা হবার হবে ; পরিণাম ভেবে আসিনি—ফিরে যাব না ; এক মুহূর্ত্ত মাত্র ; একটা দেশালায়ের কাটী যতক্ষণ জ্বলে—একবার দেখে যাব ; নিদ্রা যাচ্ছে—স্নিগ্ধ সুরভি নিশ্বাসে গৃহ আমোদিত। সেই লীলা—যুবতী—পরস্ত্রী ! মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে চোরের মত এসেছি। কে কোথায় প্রেত পিশাচ শয়তান আছ, আমার বিবেককে সংহার কর ! একবার দেখে যাই ! (দেশলাই জ্বালিয়া) আহা ! যদি এ বিশ্বের কেউ নিয়ন্তা থাক আমার চৈতন্য লুপ্ত কর ! যাঃ, নিভে গেল।

লীলা। (নিদ্রাভঙ্গে) কেও ? ঝি ! ঝি !

লোক। চুপ ! চেঁচিও না।

লীলা। কে তুই ?

লোক। আস্তে কথা কও—আমি লোকনাথ।

লীলা। লোকনাথ ? (আলো জ্বালিলেন) না—না—কে তুমি ?

লোক। ভয় নেই, ভাল ক'রে দেখ। দেখছ ? চিনতে পারছ না ?

লীলা। তুমি ?

লোক। হাঁ, আমি, লোকনাথ ; সেই নাম—সেই দেহ—শিরায় সেই রক্ত—বক্ষে সেই স্পন্দন !

লীলা। কি আশ্চর্য্য ! তুমি এ অবস্থায় এখানে এলে কি করে ? আর কেনই বা এলে ? তুমি কি জান না আমি পরস্ত্রী। তুমি এখনি—,

লোক। চলে যাব? হাঁ চলে যাব। পরস্ত্রী—আসা উচিত হয় নি—না? ছ বছরের বাঁধ এক লহমায় ভেঙ্গে গেল! দুর্দ্দমনীয় হৃদয়—তোমায় দেখবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পাল্লুম না। তোমায় দেখিছি; সেই তুমি! একদিন জানতুম তুমি আমার—আজ পরস্ত্রী! যাচ্ছি—একটা কথা—এক মুহূর্ত্ত!

লীলা। একটু স'রে এস—দরজা বন্ধ করে দাও—কি জানি যদি কেউ আসে। তোমার এমন অবস্থা? তোমার তো চেনবার আকার নেই।

লোক। হবে! ছ'বছর এ মুখ দেখিনি—ছ বছর আগে একদিন মনে করেছিলুম এ মুখ আর দেখাব না। সেইদিনই এ জীবনের শেষ করতুম—পারি নি। ইচ্ছা ছিল, যদি কখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়, একবার জিজ্ঞাসা করব, একটা কথা—আমার জীবন—আমার মৃত্যু!

লীলা। একটু আস্তে কথা কও। তুমি যে কাঁপছ!

লোক। কাঁপছি? অপরাধ কি? ছ বছরের আগুনে শুকিয়ে আছি—তারপর হাঁসপাতালে—ব্যাধির যন্ত্রণা! বাড়ী যাচ্ছিলুম; কতদিন তাদের সংবাদ পাইনি; আমার স্ত্রীর—আমার মেয়ের। পথে যেতে যেতে হঠাৎ তোমায় এইখানে দেখলুম। হাঁ—তোমায়—ঐ দূর রাস্তা থেকে। এই জানলার ধারে—দাঁড়িয়েছিলে—সন্ধ্যার আগে। কে যেন পায়ে শেকল বেঁধে দিলে! মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল! সব ভুললুম! মনে হ'ল আর একটা পৃথিবী যেন জানলার গরাদে আবদ্ধ হয়ে আছে। এক মুহূর্ত্তে পুরোণো সংসারের সব বদলে গেল। যত শক্তি ছিল প্রাণপণে গাছ ব'য়ে বাগানে পড়িছি। সন্ধ্যা থেকে এ পর্য্যন্ত একটা ঝোপে লুকিয়েছিলুম। অন্দরে তুমি একা—বাইরে তোমার স্বামী বেশ্যা ও সুরায় উন্মত্ত! বুঝলেম, এই অবসর, একবার দেখে যাই।

লীলা। না দেখাই তো সকলের চেয়ে ভাল ছিল! কি দেখবে? কি দেখতে এসেছ? যদিই এসেছিলে—তবে দীনতার সঙ্গে এ হীনতাকে বহন করে এনেছিলে কেন?

লোক। কি আর আনব? আর তো কিছু নেই! তাই তোমারি দান তোমায় ফিরিয়ে দিতে এসেছি। তোমারি নিজের হাতে তৈয়ারি ঘর তুমিই আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিয়েছ—এখন এ ভস্মস্তূপ দেখে শিউরে ওঠ কেন? কে আমায় এ হীন করেছে? এতদূর হীন—কুলাঙ্গনার পবিত্র শয্যা-গৃহে চোরের মত প্রবেশ করতেও এতটুকু বাধে না!

লীলা। (স্বগতঃ) ভগবান্! ভগবান্! বর্ত্তমান যেন এ দুর্ব্বল হৃদয় থেকে স'রে না যায়। অতীতের স্মৃতি যেন আর না ফিরে আসে। (প্রকাশ্যে) তুমি কিছু মনে কোরো না। তুমি যদি আমার সম্মান না রাখ, আমি কি বলব? তুমি এখনি এখান থেকে যাও। কেউ যদি এ অবস্থায় আমাদের দেখে—বিশেষতঃ তুমি! তোমায় অধিক কি বলবো? বলবার কিছুই নেই। অদৃষ্ট যখন তোমার আমার মাঝখানে পাহাড় তুলে দিয়েছে—তুমিও বিয়ে করেছ—সংসারী হয়েছ—তখন আর গত জীবনের অনুশোচনায় ফল কি? মনে কর, আমি মরেছি—মনে কর আমায় কখনও চিনতে না—মনে কর—যে লীলাকে তুমি চিনতে—তার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কথা কইছ না; তুমি দাঁড়িয়ে আছ একজন ভদ্রলোকের পরিণীতা পত্নীর সম্মুখে—এক হিন্দু কুলস্ত্রীর পবিত্র শয্যা মন্দিরে। তোমার কোন কথা আর আমি শুনতে চাই না। এখনি এখান থেকে যাও। কেন তুমি আমার সর্ব্বনাশ করতে এখানে এসেছ? আমি তোমায় চিনি না। চেনা আমার উচিত নয়।

লোক। আমায় চেন না, চেনা উচিত নয়, তোমার সর্ব্বনাশের আশঙ্কা আছে। সম্মান—মর্য্যাদা! কিন্তু আমার যে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল.

তার জন্য দায়ী কে? তুমি নও? তুমি, তোমার বাপ, এই জঘন্য পঙ্গু সমাজ? আমার সর্ব্বনাশের জন্য তো কেউ একটা আহাও করেনি। একটা জীবন যে শুধু শুধু পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল, কৈ সমাজ, সংসার, আত্মীয়, বন্ধু, ধর্ম্ম, কেউ তো তা দেখলে না? আমায় চেন না, চেনা উচিত নয়! কিন্তু দেখ দেখি, একে চেন কি না?

লীলা। হ্যাঁ, এযে আমারই ফটো!

লোক। এই চিত্র একদিন সজীব ছিল! এর সঙ্গে কতদিন—কতদিন খেলা করেছি, বেড়িয়েছি, গান গেইছি; এর নিশ্বাস বায়ু স্পর্শে এ দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠেছে; ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস নয়, মুহূর্ত্তের প্রলাপ নয়, পলকের মোহ নয়, দিনে দিনে সঞ্চিত অনুরাগ, তিলে তিলে বর্দ্ধিত আশার নভস্পর্শী বিরাট অট্টালিকা, ক্রীড়ায়, ব্রীড়ায়, কৌতুকে কলহে, বালিকার বিমল হাস্যে, যৌবনোন্মুখী কিশোরীর সরল রহস্যে, মাধুর্য্যের শত আকর্ষণ, এ পৃথিবীকে আমার চোখে একদিন স্বর্গ-করে তুলে ছিল! কার ব্যবহারে, কার উপেক্ষায়—কার হীনতায় আমার সে স্বর্গ আজ নরকে পরিণত হয়েছে?

লীলা। তবু তুমি পুরুষ।

লোক। পুরুষ—ছিলেম, ছবছর আগে, এখন নই। তুমি আমার কথা জান না। তুমি আমার কথা বুঝবে না। বিফল ভালবাসায় মানুষের কতদূর অধঃপতন হয় বিলাসীর এ স্বর্ণ পালঙ্কে শুয়ে—তা ধারণা করবার ক্ষমতা তোমার নেই। তুমি যে লোকনাথকে চিনতে সে না খেতে পেয়ে—শুকিয়ে মরে গিয়েছে। এ আর একটা লোকনাথ—তার প্রেত! অভাবের তাড়নায়, স্ত্রী কন্যা ফেলে কলকাতায় এসেছিলেম চাকরীর চেষ্টায়। একদিন পথে মোটরের ধাক্কা লেগে প'ড়ে গিয়ে অজ্ঞান হই।

লীলা। সে তুমি? তুমি?

লোক। হাঁ আমি; চমকে উঠলে যে? তোমারি মত একজনকে সে গাড়ীতে দেখি, অন্যমনস্কে নিজেকে সামলাতে পারিনি, প'ড়ে অজ্ঞান হই। যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখলেম আমি হাঁসপাতালে!

লীলা। আমি গাড়ী থামাতে বলিছিলেম, তারা শুনলে না; তারপর?

লোক। প্রায় দু'সপ্তাহ হাঁসপাতালে ছিলেম। তারপর দেখতেইত পাচ্ছ? একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো বরাবর সাধ ছিল। তোমায় দেখে সেই ছাই চাপা আগুন দপ্ করে' জ্বলে উঠলো—শত শিখা বিস্তার ক'রে জ্বলে উঠলো। তোমার বাপ তোমার বাড়ীর দরজা থেকে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিল, সাধ ছিল তোমায় একবার জিজ্ঞাসা করব—তুমি—তুমি আমায় ভালবাস কিনা—এখনও।

(নেপথ্যে গীত)

"এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি।"

(লোকনাথ ও লীলা পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন)

লোক। না পুরুক! মলেই তো এ জ্বালা ফুরিয়ে যাবে। এই নাও, তোমার ফটো ফিরিয়ে নাও। আর এতে আমার প্রয়োজন নেই। আমি চল্লুম।

লীলা। (স্বগতঃ) মৃত্যু যদি মানুষের ইচ্ছাধীন হ'ত। (প্রকাশ্যে) দাঁড়াও।

লোক। কি বলবে?

লীলা। ও ফটো তুমি রাখ, যা একবার দিইছি তা আর ফিরে নেব না। শুধু এ ফটো নয়, এর সঙ্গে তোমায় আর একটা জিনিষ দেব। কিন্তু আমার অনুরোধ এখানে সে কি তা দেখবার চেষ্টা করোনা। আমায় জিজ্ঞাসাও করোনা, মনে কর তুমি আমায় যা জিজ্ঞাসা করবে বলে এসেছিলে এ তারই উত্তর। তুমি বাড়ী গিয়ে দেখো; তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি আসছি। [প্রস্থান।

লোক। মানুষকে ভালবাসতে কে শিখিয়েছিল ? ভগবান না শয়তান ? কি এ মোহ। নিমিষে পাহাড় ভেঙ্গে সাগর হয়, আবার সাগর শুকিয়ে হিমালয়ের সৃষ্টি করে! কি ছিলেম, কি হইছি—ঘৃণাহীন, লজ্জাহীন, মর্য্যাদাহীন—সমস্ত হীনতার একটা আবরণ মাত্র! হায়, যদি পূর্ব্বজীবন ফিরে আসতো!

(লীলার পুনঃ প্রবেশ)

লীলা। এই নাও ; এর ভেতর যা আছে তুমি বাড়ী নিয়ে গিয়ে দে'খ ; আমার ভিক্ষা, তুমি যেমন ছিলে তেমনি হ'য়ো ; আর আমার সঙ্গে কখনও দেখা কর' না।

লোক। বেশ তাই হবে। [প্রস্থান।

লীলা। উঃ! এতদূর দুর্দ্দশা মানুষের হয়! আর আমিই তার দায়ী! আমি, না অদৃষ্ট ? কে জানে কি প্রহেলিকা! এতদিন পরে নিশ্চিন্ত হলেম। বিয়ের সময় গায়ে হলুদের দিন লোকনাথ আমায় যে হার পাঠিয়েছিল, আজ তাকে ফিরিয়ে দেবার অবসর পেলেম। ভালই হ'ল ; নিয়তির কঠিন হস্তের ছিন্ন ও হার রাখবার আমার অধিকার কি ? তার জিনিষ সে পেলে, তার স্ত্রীকে দিতে পারবে, তার মেয়েকে দিতে পারবে। সেও একটা তৃপ্তি। এখন জানে না ওর ভিতর কি আছে, বাড়ী গিয়ে যখন দেখবে তখন কি মনে করবে ? যাক্, সে ভাবনায় আর আমার প্রয়োজন নেই।

নেপথ্যে ১ম ভৃত্য। চোর! চোর! পাকড়াও! পাকড়াও!

নেপথ্যে ২য়। ঐ—ঐ—পালাল পালাল।

নেপথ্যে ৩য়। না—না পড়ে গিয়েছে।

লীলা। তাই তো! কি হ'ল! কে ধরা পড়ল ? (দেখিয়া) কি সর্ব্বনাশ! এ যে দেখছি লোকনাথ! পালাতে পারেনি—পালাতে পারেনি, ধরা পড়েছে! কি হবে ? কি হবে ?

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

থানা

চিরঞ্জীব

চির। এই যে enter করা হয়েছে দেখছি—burglary. জমাদার!

(নেপথ্যে) জমা। হুজুর!

(জমাদারের প্রবেশ)

Beatএ কে ছিল? রামসিং? তিন্‌টেয়? আমাকে তোলনি কেন?

জমা। ছোটবাবু এণ্টার কিয়া, হুজুরকো তকলিফ্ নেহি দিয়া, জ্যেণ্টেলম্যান চোর হ্যায়। মালুম হোতা ভিতর কুছ্ গল্‌তি হোগা। বামাল সাথ পাকাড় গিয়া।

চির। নিয়ে এস।

(জমাদারের প্রস্থান)

বাবু চোর, বাবু ডাঁকাত—এও একটা ফ্যাসান হ'য়ে উঠল দেখছি।

(লোকনাথকে লইয়া জমাদারের প্রবেশ)

ভদ্রলোকই বটে! (প্রকাশ্যে) কিগো বাবু, নামটী কি? লক্ষণ রায়? বাড়ী কোথায়? কতদিন ঐ পেশা ধরেছ? নেহাৎ ছেলে ছোকরাও তো নও! আর দু' একবার হয়ে গেছে বুঝি? জমাদার, বামাল কি পেয়েছ নিয়ে এস।

(জমাদারের প্রস্থান)

চুপ ক'রে থাকলে হবে না, আমার কথায় জবাব দাও। বাড়ী কোথায়? বাপের নাম কি?

লোক। (স্বগতঃ) বাবা! বাবা! স্বর্গে আছেন—যদি এখানকার কথা সেখানে পৌছোয়, কর্ণ বধির করুন! কালাচাঁদ রায়ের পুত্র আজ চোর! পিতৃ-পরিচয় দেবার পূর্ব্বে আমার বাক্‌রোধ হচ্ছেনা কেন ?

চির। বল বাপের নাম কি ?

লোক। চুরি করেছি, ধরা পড়েছি, আমায় সাজা দেবেন, আর কোন কথা আমায় জিজ্ঞাসা করবেন না; জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর পাবেন না।

চির। কাজটা অত সোজা নয়। জানতো চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা, কিন্তু ধরা পড়লে পাথরও ভাঙ্গতে হয়, উত্তরও দিতে হয়।

(জমাদারের পুনঃ প্রবেশ)

(casket খুলিয়া) বাঃ দিব্যি হারছড়াটী তো! শুধু এইটীই হাতিয়েছ, আর কিছু পারনি বুঝি ? না সঙ্গে লোক ছিল, তাদের দিয়ে চালান দিয়েছ ? একি ? এর ভিতর যে একখানা ফটো! এ যে স্ত্রীলোকের দেখছি। হুঁ বিদ্যের ঘরে সুন্দরের সিঁদ নাকি ? ব্যাপারখানা কি হে ? কি নাম ? লক্ষণ রায় ? ব্রাহ্মণ ?

লোক। লক্ষণ নয়, লোকনাথ।

চির। বাড়ী কোথায় ? বাপের নাম ?

লোক। মহাশয়, কেন আমায় মিছে লজ্জা দেন; পিতৃ-পরিচয় বা বাড়ী জেনে আপনার কোন লাভই নেই; চোর ব'লে ধরা পড়েছি, যা করবার আপনি করুন, অনুগ্রহ ক'রে আমায় আর বিরক্ত করবেন না।

চির। (জমাদারের প্রতি) আচ্ছা তোম্ যাও।

(জমাদারের প্রস্থান)

(লোকনাথের প্রতি) ব্যাপারখানা কি খুলে বলুন দেখি, এ ফটো কার ? ফরিয়াদী দেখছি হিমাংশু চৌধুরী, দেবীপুরের জমিদার। ফটো তাঁরই বাড়ীর কোন স্ত্রীলোকের। আপনি এঁকে চেনেন ? ঠিক কথা বলুন দেখি ; আমার সন্দেহ হচ্ছে, আপনি চোর নন্ ; এর ভিতর কিছু অন্য রহস্য আছে। আপনি ভদ্রলোক, আমার বিশ্বাস আপনি মিথ্যা বলবেন না। বসুন—বসুন। দেখেছেন কি ? চোরকে বসতে বলেছি বলে আশ্চর্য্য হচ্ছেন ? পুলিশে কাজ কল্লেও আমরা ভদ্রলোকের কাছে ভদ্রলোক ; তবে চোর ডাকাত বদমায়েসের কাছে অনেক সময় ভদ্রতা ত্যাগ না কল্লে কাজ হয় না। বসুন। (লোকনাথ বসিলেন) দেখুন, কিছু লুকোবেন না ; চুরীর দাবী, বড় শক্ত Case। কিন্তু গোড়ায় সত্য বল্‌লে অনেকটা সুবিধা হতে পারে। Charge frame হ'য়ে চালান হ'লে "ন হরি শঙ্করো ব্রহ্মা !"

লোক। মহাশয়, কি আর বলবো ? আপনি দেখছি বহুদর্শী। আপনার কাছে লুকোন বৃথা, আর তাতে প্রয়োজনও কিছু দেখছিনে। আমি চোর নই, কিন্তু চোর ব'লে ধরা পড়েছি।

চির। মহাশয়ের নিবাস ?

লোক। কল্যাণপুর।

চির। কল্যাণপুরের রায়েদের কেউ নাকি ? আপনি—

লোক। যে অবস্থায় আজ এখানে এঁসেছি, তাতে ও পরিচয়ের আর উল্লেখ না করাই ভাল। আপনি কল্যাণপুব চিন্‌লেন কি ক'রে ?

চির। আমি সেখানকার হাবিপুরের থানায় অনেক দিন কাটিয়েছি। কল্যাণপুরের কালাচাঁদ রায় মহাশয়কে চেনেন ?

লোক। চিন্‌তেম—

চির। চিন্‌তেম ? তবে কি তিনি গত হয়েছেন ?

লোক। আজ্ঞে হাঁ, আজ পাঁচ বছর।

চির। ওঃ কালাচাঁদ বাবু তা হলে নেই! তিনি অতি মহাশয় লোক ছিলেন। একবার একটা ডাকাতি case আস্কারা করতে গিয়ে এমন বিপদে পড়ি যে সে সময় রায় মহাশয় সাহায্য না করলে প্রাণ নিয়ে আসা সঙ্কট হ'ত। সেই থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি আমায় বিশেষ স্নেহ করতেন। তাঁর একটী পুত্র ছিল—কি নাম ঠিক স্মরণ নেই—ছেলেটী বেশীর ভাগ কলকাতায় থাকত কিনা—আপনি তাকে চেনেন?

লোক। চিনি।

চির। তার বিয়ে নিয়ে কি একটা গোলযোগ হয়। আমার একটু একটু মনে পড়ছে বটে। হাঁ হাঁ এক যায়গায় বিয়ে ভেঙ্গে গিয়ে, সেই রাত্রেই আবার কোথায় বিয়ে হ'ল। সে ভদ্রলোক এখন কি করেন?

লোক। সে এখন আর ভদ্রলোক নেই, সে এখন হীনের হীন! সংসার করে—অথচ স্ত্রী কন্যাকে খেতে দিতে পারে না; অসুখ হলে, হাঁস-পাতালে যায়, সুযোগ পেলে ভদ্রলোকের অন্দরে ঢুকে পরস্ত্রীর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করতে এতটুকুও --

চির। সেকি?

লোক। সে এখন ভদ্রলোকের অন্দরে ঢুকে চুরি ক'রে, ধরা প'ড়ে পুলিশে আসে।

চির। আপনিই তা হলে কালাচাঁদ বাবুর পুত্র!

লোক। কাজে কাজেই।

চির। আপনি যে অবাক কল্লেন! আপনার এতদূর অধঃপতন হয়েছে? আপনি না বেশ লেখাপড়া শিখেছিলেন? বি এ, না এম, এ পাশ করেছিলেন শুনেছিলেম।

লোক। সে সব মুছে গিয়েছে।

চির। এ হে হে হে! আপনি একি করেছেন? ভদ্রলোকের অন্দরে এ হার—এ ফটো—কি সর্ব্বনাশ! করেছেন কি? এযে ডায়েরী হয়ে গিয়েছে! এখন উপায়? প্রাতঃস্মরণীয় কালাচাঁদ বাবুর পুত্র হয়ে এই গর্হিত কাজ আপনি কেন কল্লেন? এ ফটো কার?

লোক। হিমাংশু বাবুর স্ত্রীর।

চির। এঁর সঙ্গে আপনারা—দাঁড়ান দাঁড়ান I think I smell the story. এঁর সঙ্গে বোধ হয় পূর্ব্বে থেকে আপনার পরিচয় ছিল। তা হলে এ হার আপনি চুরি করেন নি? এই হার যাঁর তিনি এই হার আর ফটো আপনাকে দিয়েছেন? এ তা হলে Penal Code এর section নয়—এ দেখছি Romantic section of Platonic love! ছি ছি আপনি এ কল্লেন কেন?

লোক। মহাশয় কি আর বলবো। লজ্জা নেই, তাই এখনও বেচে আছি। আপনি যা বল্‌ছেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য। কেন কল্লেম তা বল্‌তে পারিনি। বুঝি না ক'রে উপায় ছিল না। মনের উপর সংযম হারালে মানুষের দ্বারা সবই সম্ভব হয়! এই মানুষই আজ ভদ্রলোক থাকে কাল চোর হয়, জোচ্চোর হয়, বিশ্বাসঘাতক হয়, খুনে হয়। আমরও সেই অবস্থা! কি যে নেশা! উগ্র মদও এর কাছে শাদা জল! মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়ে দিলে! চাকরীর চেষ্টায় কলকাতায় এসেছিলেম, গৃহে অসহায়া স্ত্রী, একটা ছোট্ট মেয়ে, তাদের দেখবার আর কেউ নেই। ফিরে যাব? পাল্লুম কৈ! তাকে দেখলেম—চৈতন্য হারালেম! যা চোরে করতে ভয় পায়, অনায়াসে তাই কল্লেম! তার পর—তার পর—জেলে যাই কোন আক্ষেপ নেই! জেল কেন? বিষ পাই তো খাই। আমার সংসারের উপর ধিক্কার হয়েছে। তবে একবার ইচ্ছা হয়, যদি দু'এক দিনের জন্য

ছাড়া পাই, একবার ছুটে বাড়ীতে যাই। তারা হয়তো না খেতে পেয়ে শুকোচ্ছে—আমার জন্য—আমার জন্য! তাদের সে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে আসি। চোর হয়ে যাই, খুনে হয়ে ফিরে আসি। —বাস্—আর কিছু চাই না।

চির। যা করেছেন তা অতি ভয়ানক, অতি গর্হিত। এর উপর আর পাপের মাত্রা বাড়াবেন না। এসব একটা ব্যাধি। Temporary Insanityর classএ এ ব্যায়রাম ফেলা যেতে পারে। যৌবনের প্রারম্ভে মানুষকে ধরে; খুব কড়া জান না হ'লে, চল্লিশের এ দিকে সহজে কেউ নিষ্কৃতি পায় না, বিশেষতঃ যদি আবার একটু দুর্ব্বল চিত্তের লোক কিংবা dyspeptic হয়! তার উপর ওস্কানো আছে যত আমার নাটক-নভেলের জন্মদাতা মহাপুরুষদের! একটা ভাল কথা, কি কাজের কথা বল্‌তে জানেন না, কেবল কাগজে কলমে বিষ ছড়াচ্ছেন;—ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি! আর সে সোণার জলে বাধান ivory finish কাগজে মোড়ক্ করা বিষ, সময়ে অসময়ে খাচ্ছে—বাঙ্গালীর বংশের দুলাল সোণার চাঁদ ছেলের দল, আর তার ঘরের লক্ষ্মী এক ফোঁটা এক ফোঁটা মেয়ে! বল্লেই বলে Art দেখাচ্ছি। আমার গুষ্টির পিণ্ডি দেখাচ্ছিস, দেশ মজিয়ে Art! নিন্—এখন্ ঠেলা সামলান্।

লোক। আর সামলাব কি! জেলে দিন, আমার কৃত কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত হ'ক্।

চির। আর পরিবার মেয়ে সেখানে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরুক, নয় ভিক্ষে করুক!

লোক। নইলে উপায় কি?

চির। দেখি, উপায় বোধ হয় এখনও হ'লে হ'তে পারে—অনেক দিন পুলিশে কাজ করছি। বড় ঘরের ব্যাপার—caseটাকে বোধ

হয় হালকা করা যেতে পারে। একটা কেলেঙ্কারীর ভয় আছে। আমার মতে এ সব ঘরের কুৎসা আদালতে না গড়ানই ভাল। দেখি, যদি এখান থেকেই এটাকে hush up ক'রে দিতে পারি।

লোক। কি ক'রে ?

চির। কি ক'রে আর কি ? আপনি তো সত্যি চুরী করেন নি ?

লোক। না।

চির। যাঁর ফটো ইনিই হবেন এ মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী। তিনি দিয়েছেন, আপনি পেয়েছেন। অবশ্য তিনি বোধ হয় নাবালিকা নন্, তাঁর দেবার সে অধিকার আছে। তবে tres pass! আচ্ছা দেখা যাক্! দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক যদি অন্দরে পর-পুরুষকে—আপনার সঙ্গে কোন আত্মীয়তার সূত্র নেই ? তা হ'লে tres passও উড়িয়ে দেওয়া যায়!

লোক। ইন্স্পেক্টার বাবু, আপনি কি বল্‌ছেন ? আমার অবস্থা দেখে মনে করেছেন যে, আমি হীন হয়েছি ব'লে এত দূর হীন হয়েছি যে, কুলস্ত্রীকে দিয়ে সাক্ষী দেওয়াব, আমার নিজের নিষ্কৃতির জন্য ? আমি হীন হয়েছি—আমি চোরের কাজ করেছি—কিন্তু তার অপরাধ কি ? আপনি মনে করেছেন আমি এমন কথা বলব যে, তারা কলঙ্কের ভয়ে আমায় ছেড়ে দেবে ? আমি নিজেকে নিজে লাঞ্ছিত করেছি ব'লে কি সত্য সত্যই এত অপদার্থ হয়েছি যে একজন নিরপরাধিনী স্বাধ্বীর পবিত্র নামে কলঙ্কের ছাপ দিয়ে নিজে মুক্তি লাভ করব ? না ইন্স্পেক্টার বাবু, আমি যাই হই, যে অবস্থায় আপনার কাছে ধরা পড়ি, তবু আমি কালাচাঁদ রায়ের ছেলে! আপনি আমার এজাহার লিখে নিন্—না খেতে পেয়ে, অভাবে, চুরী করবার জন্য, আমি রাত্রে হিমাংশু বাবুর বাড়ীতে ঢুকি, তাঁর ঘরের ভিতর থেকে এই casket নিই।

চির। আর এই ফটো ?

লোক। ও এই casketএর ভিতরেই ছিল, তখন তাড়াতাড়ি দেখিনি; আর না হয় আপনি ব'ল্‌ছেন আমার পিতার পরিচিত, আপনার কাছে আমার এই মিনতি, আপনি ও ফটো ছিঁড়ে ফেলুন। দেখুন, কুলস্ত্রীকে ঘুণাক্ষরেও আর এ হীনতার সঙ্গে জড়াবেন না। দোহাই আপনার!

চির। আপনার স্ত্রী-কন্যার কি হবে ?

লোক। কি আর হবে ? আমি এতদিন কাছে থেকেই বা তাদের কি সুখে রেখেছি। কোন দিন জোটে, কোন দিন জোটে না! ইন্‌স্পেক্টার বাবু, দেখছেন কি ? আমি একটা মানুষের চামড়া ঢাকা পশু! (বুকে হাত দিয়া) এর ভিতর সব ছিল—মনুষ্যত্ব, দয়া, ধর্ম্ম, প্রাণ, উচ্চ আশা, গর্ব্ব, অভিমান, দেশের প্রতি অনুরাগ—সব ছিল, ব্যর্থতার আগুনে সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে! স্ত্রী-কন্যা রইল—যদি ভগবান্ থাকেন—তাঁর উপরেই তাদের ভার দিয়ে গেলেম; নইলে শয়তানের সংসার—শয়তান তাদের নিজের খেলার পুতুল করবে! নইলে আর কি ? দিন্ ফটো দিন্—আমি ছিঁড়ে ফেল্‌ছি।

চির। আপনার মাথা খারাপ হয়েছে! আমার ওরূপ অবস্থা হ'লে কি পুলিশে কাজ করতে পারতেম! থাক্, ফটো আমার কাছেই থাক্, বামাল কি সহজে হাতছাড়া করা যায় ? নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ যে ? পুলিশে কাজ করতে এসে, একটা নূতন রকম চুরীর আস্কারা হ'ল দেখছি। চোর হলেও আমি আপনার পিতৃ-পরিচিত। চলুন আপনার স্নানাহারের ব্যবস্থা ক'রে এদিকের কত দূর কি করতে পারি দেখি—। আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

হিমাংশু ও লীলা

হিমাংশু। পাঁচ দিন চোরের একদিন সাধের! এইবার ধরা প'ড়েছিস্! ও চোর নয়—ও লোকনাথ!

লীলা। আমি তো 'না' বলিনি?

হিমাংশু। না বলবার যো কি! আবার তাকে ফটো দেওয়া হয়েছে। লুকিয়ে জল খেলে শিবের বাবাও টের পায় না—না? এর ভেতর এত জানলে কি এই কেলেঙ্কারী বাড়াবার জন্য তাকে পুলিশে দিতুম! এখান থেকেই কাণ ছ'টো কেটে ছিড়ে দিতুম। শালা জানে না বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! শোন্, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন তোকে যা বলি, তাই কর্।

লীলা। কি বল।

হিমাংশু। ইন্‌স্পেক্টার ভয় দেখিয়ে গেল; ব'ল্লে, চুরী প্রমাণ হবে না। আপনার স্ত্রী তাকে হার ও ফটো দিয়েছে। চুরী charge তো হয়ই না, tres pass হয় কি না, তাও আপনার স্ত্রীর সাক্ষীর উপর নির্ভর করছে। আমি মুখে বল্লুম, "চুরী" নিশ্চয়ই "চুরী"; কিন্তু মনে বুঝলুম সে তোর সঙ্গে লুকিয়ে দেখা ক'রত। তোর সঙ্গে তার—

লীলা। মিথ্যা কথা।

হিমাংশু। কি মিথ্যা কথা! ঐ লোকনাথের সঙ্গেই তো তোর বিয়ের ঠিক্ হয়। আমি প্রথমে তোকে দেওঘরে দেখি, তার পর ধরণী ব'লে এক বেটা পাগলা পেণ্টারের দোকানে তোর ফটো দেখে,

মনে করি, এমন আম দাঁড়কাকে খাবে! তাই তো মাঝ রাস্তায় ছোঁ মেরে নিই। শালা এতদিন পরে তার শোধ নিয়েছে! তুই নিশ্চয়ই তাকে চিঠি লিখে আনিয়েছিস্।

লীলা। কে বল্লে?

হিমাংশু। ইন্‌স্পেক্টার বলে গেল। সেই লোকা শালা তার কাছে বলেছে, তার এ রকম যাতায়াত ছিল।

লীলা। এ হয় তোমার মিথ্যা কথা, নয় ইন্‌স্পেক্টারের মিথ্যা কথা। সে গরীব! সে চোর ব'লে ধরা পড়েছে, তার জেল হতে পারে—সে না খেতে পেয়ে মরতে পারে—কিন্তু তা বলে সে এত হীন হতে পারে না যে, এমন মিথ্যা কথা বল্‌বে! আমি তোমার এ কথা বিশ্বাস করি না।

হিমাংশু। ওঃ টান দেখ! সে মিথ্যা বলতে পারে না—আমি পারি? ওঃ কি বল্‌ব? এর ওষুধ হচ্ছে—

লীলা। আক্ষেপ রাখছ কেন? তুমি বড় লোক, তোমার পয়সা আছে, তুমি যা করবে সমাজ তার বিরুদ্ধে একটী কথাও বলবে না! তুমি যা করবে তাই শোভা পাবে। কি ওষুধ? দাও,—তুমি যা দেবে আমি ঘাড় পেতে নেব; যা করবে—নীরবে সহ্য করব—যা এই ছ-বচ্ছর কচ্ছি।

হিমাংশু। আমি শালাকে পুলিশে দিয়ে প্যাঁচে পড়িছি—সাপে ছুঁচো ধরা হয়েছে! সে চোর ব'লে প্রমাণ না হলে আমার কলঙ্ক রাখবার যায়গা থাকবে না, আমার বড় মাথা হেঁট হবে, সমাজে মুখ দেখাতে পারব না। ইন্‌স্পেক্টার ভয় দেখিয়ে গেল—তার কি মতলব বুঝতে পারছিনি—কিন্তু যাই হ'ক আমি ভয় পেয়ে পেছোবার ছেলে নই। তাকে জেলে দেবই তবে আমার নাম্! শোন্, তোকে সাক্ষী দিতেই হবে—আদালতে নয় কমিশানে। তোকে বল্‌তে হবে,

শালা তোর ঘরে ঢুকে দেরাজ ভেঙ্গে caskctশুদ্ধ হার চুরী করেছে, ফটো তার ভেতরেই ছিল।

লীলা। তাতো নয়! সে তো চুরী করেনি, আমি নিজের হাতে তাকে দিয়েছি। যে হার দিয়েছি সে হার তোমাদেরও নয়—সে আমার নিজের; তবে, ফটো আমি তখন তাকে দিইনি, তার কাছে ছিল। আমি মিথ্যা ব'লে একজন নিরপরাধীকে জেলে দিতে পারব না—এতে আমার যাই হ'ক্!

হিমাংশু। তা পারবে না! তবে লোকে বলবে সে আমার স্ত্রীর জার—সেটা আমাকে সহ্য করতে হবে, তা বেশ দেখতে পারবে? কেমন? ওঃ আমি দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুষিছি! আমি বুঝতে পারছি ইন্‌স্পেক্টার যা বলেছে, তা ঠিক। তোর আস্কারা না পেলে সে কি সাহসে রাত্রে আমার অন্দরে ঢোকে! বেশ, হার সে চুরী নাই করুক, কিন্তু সে চোরের মতন আমার ঘরে ঢুকেছিল, কেন সে সময় তুই তাকে চোর বলে ধরিয়ে দিসনি? কেন চেঁচিয়ে উঠিসনি? জানিস্, এ হিঁদুর ঘর, হিঁদুর সমাজ, এখানে ও সব বিলিতী প্রেম চলে না?

লীলা। না, এ হিঁদুর সমাজ কি প্রেতের সমাজ—এ বয়স পর্য্যন্ত তা বুঝতে পারলেম না! কোন সমাজে তো দেখিনি মা শত্রু হয়ে ছেলে জবাই করে, বাপ টাকার লোভে বড় লোকের জুতো সাফ্ করবার জন্য মেয়ে বেচে, স্বামী দিন রাত মদ খায় আর খেয়ালের বশে স্ত্রীকে মারে, পীড়ন করে, বাড়ীতে বেশ্যা রাখে, কুলস্ত্রীর পবিত্র শয্যাকে বারাঙ্গনার অভিসার বাসরে পরিণত করে—আর তার আত্মীয়-স্বজন হাসি মুখে তা দেখে, বন্ধুরা সেই বাড়ীতে তৃপ্তি ক'রে আহার করে যায়, সমাজ তার বিরুদ্ধে একটা কথাও কয় না—পয়সার খাতিরে নীরবে শুধু তা সহ্য করে না—উচ্ছিষ্ট-ভোজী কুকুরের মত

তার বাড়ীর মাটী ছাড়ে না ! তুমি আমায় মারো, কাটো, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও, নিশ্চয়ই জেনো—আমি কথনও মিথ্যা ব'লে একজনকে জেলে দিতে পারব না।

হিমাংশু। ভোলা ঠিক বলেছিল—তুই কুলটা—বেশ্যা !

লীলা। সংযত হ'য়ে কথা কও। হীন সঙ্গে তোমার মতি হীন হয়েছে ! এত দূর হীন হয়েছে যে, স্ত্রীকে কুলটা বল্‌তেও তোমার বাধে না ! তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী, তোমার যা ইচ্ছা আমায় বলতে পার, তোমার যেমন ইচ্ছা আমার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করতে পার, আমার কর্ত্তব্য আমি কেবল সহ্য করব ; ছ'বচ্ছর সহ্য করছি — কোন দিন একটী কথাও কইনি ! আমার চোখের সামনে আমার বুকের উপর পরস্ত্রী নিয়ে আমোদ কর—আমার অলঙ্কার, আমার কাপড় তাকে পরাও, একদিন একটা নিশ্বাসের শব্দও তোমায় শুনতে দিইনি, এখানথেকে একদিনের জন্যও বাপের বাড়ী যেতে চাইনি ! মনে ভেবেছি—আমার কর্ম্মফল আমি ভোগ করছি, হয় তো একদিন এ ভোগ ফুরুবে, তুমি শোধরাবে, স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করবে ; —কিন্তু আর সহ্য করতে পারছিনি—সহ্য করা উচিতও নয়। তোমার যদি বিশ্বাস আমি কুলটা, আমায় পরিত্যাগ কর—আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও—আমি আর এখানে থাকতে চাই না।

হিমাংশু। ও নাকে কাঁদুনীতে ভুল্‌ছিনি, ও সব যা হয় এর পরে হবে। এখন কাজের কথা যা হচ্ছিল, তার কি ? তুই সাক্ষী দিবি কি না ?

লীলা। কতবার বলব ? আমি তো বলেছি আমি মিথ্যা কথা ব'লে একজনকে জেলে দিতে পারব না ! আমায় যদি সাক্ষী দিতে হয়, আমি সত্য কথা বলব, আমি তাকে দিয়েছি সে চুরী করেনি ! তুমিও যদি পার, দেখ, যদি তাকে কোন রকমে ছাড়িয়ে আনতে

পার। সে গরীব, বড় গরীব, তার অনাথা স্ত্রী কন্যা হয় তো না খেতে পেয়ে শুকোচ্ছে! জীবনে অনেক পাপ করেছ—একটা পুণ্য কর—তাকে খালাস করে আন। তার স্ত্রী কন্যার আশীর্ব্বাদে তোমার ভালই হবে! মিথ্যা কলঙ্ক—শরতের মেঘ—কতক্ষণ! তাতে তোমার কিছুই হবে না—বিশেষ, তুমি বড়লোক!

হিমাংশু। হাঁ, খালাস ক'রে এনে তোমায় একটা ঘর ভাড়া ক'রে দিই! খুব মজা হোক্! আমি বেটা দালাল, না?

লীলা। ভগবান্! [প্রস্থান।

হিমাংশু। এর শোধ নেবই! এ তো স্পষ্ট বোঝা গেল—ইনস্‌পেক্টার যা বলেছে তা তো মিথ্যা নয়! শালা তো লুকিয়ে যাতায়াত করত! তাকে জেলে না দিয়ে জলগ্রহণ করব না। ভোলা, ভোলা!

(ভোলানাথের প্রবেশ)

ভোলা। কি খবর ভাইজী?

হিমাংশু। এ তো কিছুতেই রাজী হয় না।

ভোলা। আঁতের ঘর কি না! বিরাজী শালীতো ঠিক বল্‌ত! কেমন? কেমন? নইলে বাবা, চোখের সামনে মেয়েমানুষ নিয়ে আমোদ কর, একটুও রিশ্ হয় না? গায়ের জ্বালা হয় না? এমন সহ্য বেশ্যাতেও করে না—ও তো বিয়ে-করা স্ত্রী! বুঝেছ ভাইজী, এদিকে বাইরে তুমি মজা লোটো, ভিতরে কর্ত্রী রগড়ে থাকেন! নইলে—

হিমাংশু। এখন উপায়? যা করে, ঘরের ভিতর করে—কোন শালাতো দেখতে আসে না। কিন্তু এ যে চুরী প্রমাণ না হ'লে ঘরের কুৎসা দশখানা ক'রে খবরের কাগজে লিখবে—সমাজে যে মুখ দেখাতে পারব না! শালাকে যে জেলে দেওয়া চাই!

ভোলা। তার ভাবনা কি? বলতো ভাইজী ফাঁসী পর্য্যন্ত দেওয়াতে পারি!

হিমাংশু। কি ক'রে ?

ভোলা। বৌমা না হয় সাক্ষী নাই দিলে! কমিশানে তো সাক্ষীর এজাহার নেবে ?

হিমাংশু। হাঁ, সে ব্যবস্থা আমি করব—ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত ক'রে।

ভোলা। তবে আর কি ? ঐ শালী বিরাজীকেই পর্দ্দার আড়ালে রেখে সাক্ষী দেওয়ালেই হবে। বড়লোকের বাড়ী—কে আর জানবে ? কেই বা সন্দেহ করবে ? তুমি এস, বাইরের বৈঠকখানায় বসে মতলব আঁটছি।

হিমাংশু। আর বাইরে নয়, তুই ডাক্, বিরাজীকে এখানেই ডাক্ ; পরিবার তো বুঝে নিলুম, আর কিসের খাতির ? আগে এ দিকটা চুকুক, দু'দিন কিছু বলছিনি, তার পর শ্রাদ্ধের চাল ভাল করে চড়াচ্ছি! বাড়ীর ভিতর অনুগ্রহ করে—দু' এক দিন খেতে যেতুম—না হয় আর নাই যাব—তুই বিরাজীকে এইখানে ডাক্!

[ভোলানাথের প্রস্থান।

উঃ শালা এত বড় পাজী—এত বড় বদ্‌মায়েস! আর বাবা শুধু তারই দোষ দিই কেন ? আমার স্ত্রীরও বুকের পাটা কম কি! আমার বাড়ীতে আমারই ঘরে—গুলি কল্লেও রাগ যায় না। আচ্ছা, এর শোধ নেবই নেব, তবে আমি বাপের বেটা!

(বিরাজ ও ভোলানাথের প্রবেশ)

বিরাজ। কি গো, এখানে আবার ডাক্ কেন ? তোমার মাগের কি চুল বেঁধে দিতে হবে, না আলতা পরাতে হবে ?

হিমাংশু। না, তোকে আমার স্ত্রী হ'তে হবে।

বিরাজ। তা তো হয়েই আছি ; পর-পুরুষের মুখ দেখিনি, বন্ধু বান্ধবের

সঙ্গে আলাপ তুলে দিয়েছি, সাবেক বাবুদের চিঠি এলে আগে তোমার হাতে দিই, এই দেখ না—হাতে নোয়া পরেছি, সিঁথেয় সিঁদুর দিয়েছি—বাকী কি রেখেছ বল ? আবার কি করতে হবে ?

হিমাংশু। কেন ভোলা তোকে বলেনি, সাক্ষী দিতে হবে ?

বিরাজ। ভোলা বলবে না কেন ? শেষটা কি আমায় জেলে দেবে মতলব করেছ নাকি ! কলিকাল কিনা, এতদিন যে পরিবারের মতন রইলুম, ভালবাসলুম, তার সাজা বুঝি এই ?

হিমাংশু। না না পাগল নাকি ! জেল অমনি পড়ে রয়েছে, হ'লেই হল ! আর তোর জেল হলে আমিই কি বাদ পড়ব নাকি ? আমাকেই তো বলতে হবে তুই আমার পরিবার।

বিরাজ। দাঁড়াও, মাকে খবর দিই, তার মত নিই। মাথার উপর যতক্ষণ মা আছে তাকে না জানিয়ে তো কিছু করতে পারিনি।

হিমাংশু। দেখ্, দু' হাজার টাকা—নগদ ! মাইরি ! মাকে জিজ্ঞাসা করবার আর সময় নেই।

ভোলা। (জনান্তিকে বিরাজের প্রতি) দেখ, সিকি আমার, শেষ যেন কথার ঠিক থাকে।

বিরাজ। বলে, "পড়েছি সেই কার হাতে, খানা খেতে হবে সাথে !" যা বলেছ, কখনতো না করিনি।

হিমাংশু। হুররে হুররে ! ভোলা আয়, এদিকের ব্যবস্থা করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

লোকনাথের বাটী

প্রকৃতি ও পুঁটীরাম

প্রকৃতি। তাই তো ঠাকুরপো! এরকম করে আর কদ্দিন চলবে? মেয়েটার জ্বর আর কিছুতেই যাচ্ছে না—তিনি ও তো দু'মাস হয়ে গেল বাড়ীও ফিরলেন না। আমার তো কিছুই ভাল বোধ হচ্ছে না।

পুঁটী। তিনি না আসতে পারেন—পরের চাকরী, ছুটী না পেলে আসবেন কি ক'রে? চিঠি লেখেন না কেন? কিছুতেই তো বুঝতে পাচ্ছিনি।

প্রকৃতি। খরচপত্র যা ছিল তাও তো ফুরিয়েছে; তার উপর রোগা মেয়ে—ডাক্তার বাবু দয়া ক'রে যেন টাকা নেন না, ওষুধের দাম আছে, পথ্যি আছে। এ বাড়ীতেও তো শুনেছি বেশী দিন আর থাকা চলবে না। তাঁর কাছেই শুনেছিলুম; তাঁর যাবার সময় থেকে ছ'মাস কড়ার ছিল। কি হবে, আমি তো কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিনি। মেয়েটাকে কি বে-ঘোরে হারাব? তাঁর কাছে মুখ দেখাব কি করে? কি বলব? আর তিনি—তিনি কি এতই নিঠুর হবেন! আমাকে না খুঁজুন—আমার না খবর নেন্—মেয়েটাকে পর্য্যন্ত ভুললেন!

পুঁটী। দাদার মায়া-অন্ত প্রাণ! তিনি মায়াকে ভুলে থাকবেন এ কখনও হতে পারে না বৌদিদি! আমার মনে হয়, হয় তাঁর অসুখ হয়েছে—নয় কোন বিপদে পড়েছেন। নইলে একখানা চিঠি লিখে মায়া কেমন আছে খোঁজ নিলেন না—এ কি সম্ভব হতে পারে বৌদিদি?

প্রকৃতি। সবই সম্ভব হতে পারে। কেন সম্ভব হবে না? মায়াতে

আমারই পেটে জন্মেছে। আমিই তাঁর কাল—আমিই তাঁর বিপদ—আমিই তাঁর যত অনিষ্টের মূল! ঠাকুরপো, মার অনুগ্রহে গ্রামের এত লোক ম'ল, আমার কেন মরণ হ'ল না!

পুঁটী। বৌদিদি, চোখের জল ফেলো না। আমি একটা মুখ্যু সুখ্যু গাড়োল, আমি সব সহ্য করতে পারি—কিন্তু কারও চোখের জল ফেলা সহ্য করতে পারিনি। কাউকে কাঁদতে দেখলে আমার মার কথা মনে পড়ে। মার যখন নিদেন ব্যামো—একদিন দুপুর বেলা, কাছে আর কেউ ছিল না—আমার কোঁচার খুঁটে আড়াইটা টাকা বেঁধে দিয়ে বল্লেন, "পুঁটু, এই পয়সা রইল, তোর যখন ক্ষিদে পাবে খাবার কিনে খাস"। মা আমার গরীব—আর তো কিছু ছিল না—বলতে বলতে মার আমার কালি-পড়া চোখের কোল জলে ভেসে গেল! আমি মার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেম। তার দু'দিন পরেই মা মারা গেলেন। সেই থেকে, কাউকে কাঁদতে দেখলে আমার মায়ের সেই মুখ মনে পড়ে। বৌদিদি, তুমি কেঁদনা। দাদা যদি এতই নিষ্ঠুর হন, কোন খোঁজ না নেন—এ বাড়ীতে যদি আমাদের থাকা না হয়—তোমাকে আর মায়াকে সঙ্গে করে নিয়ে তোমার বাপের বাড়ী উঠব – আমার এও কুটুম বাড়ী, সেও কুটুম বাড়ী।

প্রকৃতি। আমি তো সেখানে যেতে চেয়েছিলুম, তিনিই তো বারণ করে গেলেন। বল্লেন যে কদিন থাকতে দেয়, শ্বশুরের ভিটেয় আলো পড়বে। যদ্দিন তিনি না ফিরে আসেন—তদ্দিন আমি এখান থেকে এক পাও নড়ছিনি—এতে অদৃষ্টে যাই থাক্।

পুঁটী। তবে আর কি! তুমি এখানে গ্যাঁট হয়ে বস, আমি কলকাতায় গিয়ে দাদার খবর নিয়ে আসি। তিনি যদি অসুখে, কি কোন বিপদে পড়ে খবর নাই দিতে পারেন—আমরাও তো তাঁর আপনার, আমাদেরও তো তাঁর খবর নেওয়া উচিত।

প্রকৃতি। কি বলছ ঠাকুরপো? যদি পাখা থাকত, উড়ে গিয়ে দেখে আসতুম তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন! শুধু কেমন আছেন এই খবরটা যদি কেউ দেয়, আমি আর কিছুই চাইনি; কিন্তু ঠাকুরপো, তুমি কি কলকাতার মতন সহর থেকে তাঁকে খুঁজে বার করতে পারবে? আর যাবেই বা কি করে? খরচ তো চাই? সেদিন তিনটে ঘড়া বেচে পাঁচটা টাকা পাই, তাইতে মায়ার ডাক্তার দেখান হ'ল, ওষুধ হ'ল।

পুঁটী। খরচের ব্যবস্থা? সে তোমায় ভাবতে হবে না—সে ব্যবস্থা আমি করেছি।—

প্রকৃতি। কি ক'রেছ?

পুঁটী। যেদিন বৌদিদি, তুমি ঘড়া তিনটে বারুইদের বেচলে সেইদিনই তো তোমার হাল বুঝে নিলুম। মনে কল্লুম, এ রকম ক'রে ব'সে ব'সে তোমাদের অন্ন ধ্বংস করা আর চলবে না। দাদার যখন কোন খোঁজই নেই, মায়ার এই ম্যালেরিয়ার জ্বর, কদ্দিনে সারবে, এর উপায় তো করা চাই। আর আমি পুরুষ মানুষ থাকতে তুমিই বা বাড়ীর জিনিষপত্র বেচবে কেন? তাইতো দু'দিনের কড়ার ক'রে তোমাদের এখান থেকে গেলুম।

প্রকৃতি। হাঁ, সে তো তুমি বলে গেলে কোন কুটুমবাড়ী যাচ্ছ?

পুঁটী। হাঁ, কে আবার আমার তেরো জন মাসীর মায়ের কুটুম আছে, তাদের দেখতে গেলুম! তোমার যেমন কথা! গেলুম আর কোথায়? একবার বাড়ী গেলুম—দেশে গো দেশে। পৈতৃক একটা বড় বাগান ছিল না? খালি আম কাঁটালের বন। ভিটে তো নেই, সে সব অনেক দিন উইঢিবি হয়েছে। তাই মনে কল্লুম, বাগানটা অমন বন ক'রে রেখে আর কি হবে, অমন ভাল ভাল আম কাঁটালের গাছ—

প্রকৃতি। কি কল্লে?

পুঁটী। একেবারে সাফ্ করে দিয়ে এলুম।

প্রকৃতি। গাছগুলো কাটিয়ে এলে?

পুঁটী। কাটানো কি মুখের কথা! আর, দু'দিনে কি তা হয়? সাত পুরুষে ফলের বাগান—এই মোটা মোটা গুঁড়ি—অমনি কাটালেই হ'ল?

প্রকৃতি। তবে?

পুঁটী। বেচলুম!

প্রকৃতি। বেচলে কি?

পুঁটী। হ্যাঁ, সাতকড়ি গাঙ্গুলীকে কওলা ক'রে দিয়ে এলুম। শালার বাগানটার উপর অনেক দিনের টাঁক ছিল কিনা জানতুন, তার খিড়কির লাগোয়া হয়। দর দাম আর কল্লুম না—নগদ ৮০৲ টাকা গুণে নিয়ে—বস্—দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে চলে এলুম। এই নাও, টাকাগুলো তুলে রাখ! এখন তো মায়াকে ডাক্তার দেখান হ'ক পেটে দু'মুঠো পড়ুক—তারপর আস্‌ছে জষ্টি মাসে যখন আম পাকবে, তখন দুঃখু করা যাবে।

প্রকৃতি। ছি ছি ঠাকুরপো, তুমি আমায় না জিজ্ঞাসা ক'রে একি কল্লে?

পুঁটী। সে যা করেছি, তার জন্য দাদাবাবুর কাছে কৈফিয়ৎ দেব; তুমি মেয়েমানুষ, তোমার কাছে আবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি?

প্রকৃতি। (ঈষৎ হাসিয়া) ঠাকুরপো, তুমি আবার পুরুষ হ'লে ক'বে, যে আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে চাও না?

পুঁটী। এই সংসারের পাঁচ শালা আপনারি লোকের আচার ব্যাভার সব দেখে শুনে একটু একটু করে পুরুষ হচ্ছি, বুঝলে কিনা বৌদিদি!

প্রকৃতি। একটু একটু করে হবে কেন ভাই, তুমিই পুরুষ—পুরুষের মতন পুরুষ! দেখ, যাদের এক গ্রামে বাস—সরিক—জ্ঞাতি—এক রক্ত—প্রতিবেশী—তারা ডেকেও একবার খোঁজ নেয় না—বরং মুখ দেখে বুঝতে পারি আমাদের এ দুঃখ কষ্টে তারা মনে মনে খুসী! আর

তুমি,—ভিন্ন গ্রামে বাড়ী, দূর সম্পর্কে আত্মীয়—কুটুমের কুটুম, তুমি বুক দিয়ে আমাদের আগলে নিয়ে আছ! শুধু আজ নয়—বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত, এ শ্বশুরের ভিটেয় এসে অবধি, তোমার মত আত্মীয়—তোমার মত বন্ধু—তোমার মত আদর যত্ন করবার আর কারোকে ত দেখিনি! তুমি সম্পর্কে দেবর—কিন্তু তুমি জা'র মত, ননদের মত, শাশুড়ীর মত, বাপের মত, ছেলের মত, আমার দুঃখে কেঁদেছ, সুখে হেসেছ, অনাদরে আদর করেছ, স্নেহ করেছ, ভক্তি করেছ! আজ নিজের সর্ব্বস্ব বেচে হাসিমুখে দিচ্ছ, মায়াকে বাঁচাবার জন্য! ঠাকুরপো! তুমি শুধু পুরুষ নও, তুমি মহাপুরুষ! আমি এ টাকা নিলুম। মায়া যদি বাঁচে সে আমার নয়—সে তোমার।

পুঁটী। আর দাদা বুঝি ভেসে যাবে? ও তোমারও নয় আমারও নয়, মায়া দাদার। মায়া যদি বাঁচে, তবেই সব। তুমি এক কাজ কর বৌদিদি, কোন রকমে কষ্টে সৃষ্টে ৭।৮ দিন একলাটী থাক। ডাক্তার ওষুধের ব্যবস্থা আমি করে রেখে যাব। আমি একবার কলকাতায় গিয়ে দাদার খোঁজ নিয়ে আসি। সত্যি বৌদিদি, আমার বড় ভাল বোধ হচ্ছে না—নিশ্চয়ই দাদার কোন বিপদ হয়েছে!

নেপথ্যে পিওন। চিঠি আছে।

প্রকৃতি। দেখ দেখ, বুঝি তাঁর চিঠি এল।

[পুঁটীরামের প্রস্থান।

হে মা মঙ্গলচণ্ডী, যেন তাঁর ভাল খবর আসে। মেয়েটার তিনি বাড়ী ছাড়া অবধি আর ভালয় যাচ্ছে না! সে মুখে বলে না কিন্তু আমি বুঝতে পারি তাঁকে না দেখেই তার অসুখ।

(পুঁটীরামের পুনঃ প্রবেশ)

পুঁটী। এই দেখ বৌদিদি, একখানা খামে চিঠি বটে! কিন্তু আমার যে এ অখাদ্য, দাঁত ফোটাবার যো নেই; দেখ, কি লেখা আছে।

প্রকৃতি। (পত্র পড়িয়া) কি সর্ব্বনাশ! কি হ'ল! একি সত্য? একি সম্ভব?

পুঁটী। কি চিঠি বৌদিদি? দাদার খবর ভাল তো? দাদা বেঁচে আছে তো? এ দাদার চিঠি তো? উঃ! দিই আচ্ছা করে শালার কাণ-ছ'টো মলে! (নিজের কর্ণমর্দ্দন) হায়, হায়, কেন লেখাপড়া শিখিনি? তা হ'লে তোতোমায় চিঠি পড়তে দিতে হ'তনা! বৌদিদি! বৌদিদি!

প্রকৃতি। (নিরুত্তর ও সংজ্ঞাহীন)

পুঁটী। এ আবার কি হ'ল? বৌদিদি! বৌদিদি! দাদা বেঁচে আছে তো?

প্রকৃতি। ঠাকুরপো, এ চিঠিতে লেখা তাঁর জেল হবে।

পুঁটী। দূর! এ কোন শালা বদ্‌মায়েসী করে লিখেছে! দাদার জেল হবে কি? তুমি হাতের লেখা ঠিক পড়তে পার তো?

প্রকৃতি। এই শোন ঠাকুরপো। এ চিঠি তোমার নামে। লিখেছেন ইনসপেক্টার বাবু।

পুঁটী। কি পড় দেখি?

প্রকৃতি। (পত্র পাঠ) "মহাশয়। আপনার আত্মীয়·· ······বাবু চুরীর দাবীতে হাজতে আছেন। আপনি পত্র পাঠ জেলায় আসিয়া তাঁহার মকদ্দমার তদ্‌বির করিবেন। যেরূপ গুরুতর অভিযোগ, তাহাতে তাঁহার জেল হওয়াই সম্ভব। তদ্‌বির্ করিলে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। ইতি—

পুঁটী। তাইতো! কোথা থেকে কি হ'ল কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনি; দেখ, আবার কি বিপদ হ'ল! এখন কি করব?

প্রকৃতি। ঠাকুরপো, জেলা এখান থেকে কতদূর? ক'দিনে যাওয়া যায়?

পুঁটী। আলিপুর। নৌকায় একদিন, তারপর ঘোড়ার গাড়ী। ছ'দিনের দিন পৌঁছে যাব।

প্রকৃতি। তুমি নিয়ে যেতে পারবে ?

পুঁটী। তুমি যাবে নাকি ? তুমি বৌমানুষ ?

প্রকৃতি। আমি যাব, তুমি নৌকা ঠিক কর। আমি চারটী ভাতে ভাত রেঁধে মায়াকে খাইয়ে নিই। সে রোগা, না খাইয়ে তাকে নে যেতে পারব না। তুমি নাইতে যাও, আর চুপি চুপি নৌকো ঠিক করে এস। এ গ্রামের কাউকে কিছু বোলো না আমরা কোথায় যাচ্ছি।

পুঁটী। তুমি কোথায় যাবে ? তুমি মায়াকে নিয়ে বাড়ীতে থাক, আমি গিয়ে দেখি ব্যাপারটী কি। এ চিঠি সত্যি কি মিছে কিছুতো বুঝতে পাচ্ছিনি।

প্রকৃতি। আমার মন বলছে, এ সত্যি। তিনি নিশ্চয় কোন ষড়যন্ত্রে এই বিপদে পড়েছেন। আমি যাব—কিছুতেই এখানে থাকব না। আর যদি মিথ্যেই হয়, তাহ'লেও অমনি কলকেতায় গিয়ে তাঁর খোঁজ করতে পারব, তিনি কোথায় আছেন কেমন আছেন। তুমি অমত করো না, আমার মাথা খাও।

পুঁটী। গ্রামের কারো সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কাউকে না ব'লে—

প্রকৃতি। না—কাউকে কিছু বলো না। লোকে শুনলে কেবল গাল কাত ক'রে হাসবে, আর "আহা" করবে! ভগবান্ যাবার উপায় একটু আগেই ক'রে দিয়েছেন! তুমি বাগান বেচে টাকা এনে দিয়েছ—ভয় কি ? ভগবানকে ডেকে বাড়ী থেকে বেরুই, দেখি বিপদভঞ্জন এ বিপদে মুখ রাখেন কি না! তুমি যাও আর দেরী করো না।

পুঁটী। বেশ, তবে তাই হ'ক্। তুমি মায়াকে খাইয়ে নাও, আমি নৌকো ঠিক করে আসি। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

নীলাম্বরের বাটী

নীলাম্বর ও গিন্নী

গিন্নী। হ্যাঁগা কি হ'ল ?

নীলা। ছাই হ'ল ! এক জামাইয়ের জন্যে পথের ভিখারী হলুম ! গিন্নী, ছিপ গুটোও, তুমি বাপের বাড়ী যাও, আমি দেখি কাশীতে কোন অন্নসত্রে গিয়ে নাম লেখাতে পারি কি না ?

গিন্নী। ওমা বলকি ? কি সর্ব্বনাশ !

নীলা। জামাই বড়লোক—সব বেচে কিনে দেবোত্তরও যা থাকবে, তার আয় থেকেও এক মুঠো শাক ভাত খাওয়া বরং চলবে, আমার কিন্তু গাছতলা সার ! চাকরীর পয়সা দেখতে বেশ, কিন্তু কৈফিয়ৎ কেটে দেখি ডাইনে বাঁয়ে সমান। পুঁজীর মধ্যে বাড়ীখানা, দেশের ভিটে, আর কিছু জমী : চাকরী তো আগেই গেছে—এরও কিছু থাকবে না।

গিন্নী। তা তুমি না বুজে সুজে জামাইয়ের সঙ্গে ও ছায়ের ব্যবসা করতে গেলে কেন ? চিরকাল চাকরী করে এসেছ, চাকরীই বোঝ ; ও ঝঞ্ঝাটে না গেলে তো আজ এমন দশা হ'ত না।

নীলা। ভুল বলছ গিন্নী—ভুল বলছ ! ব্যবসা ক'রে নয়, এমন দশা হ'ত না—যদি কালাচাঁদ রায়ের সঙ্গে জুচ্চুরী না করতুম—যদি তোমার কথা শুনে—বড়লোক জামাই করবার জন্য না নাচতুম। গরীবের ছেলে বড়লোক কুটুম ক'রে দশজনের একজন হব বলে, ধর্ম্ম দেখিনি—সমাজ মানিনি—হিতাহিত বিচার করিনি—তার ফলভোগ করতেই হবে। এই তো সুরু—দেখ, এর শেষ কোথায় দাঁড়ায় ! কালাচাঁদ ! তুমি যথার্থই সদ্ ব্রাহ্মণ—আমি চণ্ডাল—স্ত্রৈণ—বড়লোক শ্বশুরের ভেড়া ! তোমার অভিসম্পাত ফলবে—ফলবে—ফলবে।

গিন্নী। ভারি হাত মুখ নেড়ে যে আস্ফালন করছ দেখছি। স্ত্রৈণ—ভেড়ো—আবার বড়লোক বলে আমার বাপের খোঁটা দেওয়া! এত যদি ঝাল, বড়লোকের বাড়ী বে করেছিলে কেন? স্কুলে মাইনে দিয়ে পড়িয়েছে, চাকরী ক'রে স্থিতু করে দিয়েছে—তাদের বড় অপরাধ! নেমকহারাম আর কাকে বলে!

নীলা। ঠিক ঠিক! সে কথা ভুলে গিয়েছিলুম, ভুলে গিয়েছিলুম যে আমি স্ত্রী তুমি স্বামী। তোমার সামনে বলা উচিত হয় নি বটে? বড় জেদ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলে, গায়ে হলুদ হ'ল একজনের সঙ্গে টাকার লোভে ঘুষ খেয়ে এক বাঁদর জামাই করলে! পাজী, হারামজাদা বদ্‌মায়েস্! বাড়ীতে বেশ্যা রাখে, বৈঠকখানা একটা মাতালের আড্ডা মেয়েটাকে মারে, নির্য্যাতন করে! সতী লক্ষ্মী মা আমার তবু শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে একদিনের জন্যও আমার এখানে আসতে চায় না! কি করেছি বল দেখি? ঝোঁকের মাথায় তোমার পরামর্শে, অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে মেয়েটাকে ভাসিয়ে দিলুম, বাপ হয়ে কসাইয়ের মত কাজ কল্লুম্!

গিন্নী। বেশ করেছ, তা আমায় অত শোনান কেন? মা বাপ তো বড়-লোক দেখেই মেয়ের বে দেয়, তারপর মেয়ের বরাত। আমার দোষ? আমি মেয়েমানুষ, না হয় বলেই ছিলুম; তুমি আমার কথা তো না শুনলেই পারতে? ওঃ গর্জ্জন দেখ! আমি অত কারোর কথার ধার ধারি নি। গাছতলায় বসতে হয় তুমি বোসো আমায় শোনাচ্ছ কি? আমার ভাই বেঁচে থাক, এক মুঠো কি খেতে দিতে পারবে না? একে মরি অম্বলের ব্যামোয় তার উপর আবার বাক্যির জ্বালা! আর সয়না বাপু, সয়না। (ক্রন্দন)

নীলা। আদর্শ স্ত্রী! বাঙ্গালীর সংসারের আদর্শ! কি স্বামী ভক্তি—কি পতিব্রতা! তোমার মত আর কত আছে?' ঘরে ঘরে জন্মাতে

পারনি? তাহ'লে যে এতদিনে বাংলা দেশটা ছারেখারে দিতে পারতে! দেশ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশান করতে পারতে! বাপের বাড়ী যেতে হয় যেও—শ্বশুরের অন্ন আর আমার সইবে না। আমি দেখি, বেচে কিনে যদি দেনার দায় থেকে রেহাই পাই। বুড়ো বয়সে আর জেল যেতে পারব না। [প্রস্থান।

গিন্নী। ঝাল দেখ! যত দোষ নন্দঘোষ! অত আস্ফালন আমার কাছে কেন? মেয়েটাকে একবার আনাই। কখনও কষ্ট কাকে বলে জানে না। হিমাংশুর যদিই সব যায় বাছা আমার দাঁড়াবে কোথায়? মা মেয়ের কি একই অদৃষ্টের হয়েছিল! সত্যি সত্যি শেষটা পথে বসতে হবে? লোককে মুখে দেখাব কি ক'রে? বাবা সত্য নারায়ণ! তোমার মনে কি এই ছিল।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

নীলাম্বরের বাটী

লীলা ও প্রকৃতি

প্রকৃতি। চিঠি পেলুম, মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল; দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে চলে এলেম। থানায় ইনেসপেক্টার বাবুর সঙ্গে দেখা করলেম। অতি ভদ্রলোক। চেতলায় এক গৃহস্থ বাড়ীতে আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। তাঁরই কথামত তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলেম!

লীলা। এ ঠিকানা চিন্‌লে কি করে?

প্রকৃতি। প্রথমে তোমার শ্বশুর বাড়ীতেই যাই; সেখানে শুনলেম তুমি এইখানে এসেছ। ঝির কাছে ঠিকানা জেনে নিলেম। ছেলে-

বেলায় অনেক দিন এই ভবানীপুরে ছিলেম। খুঁজে নিতে বিশেষ কষ্ট হ'ল না।

লীলা। মেয়েকে নিয়ে এলে না কেন ?

প্রকৃতি। ইচ্ছা ছিল আনব ; কিন্তু ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তার পালা-জ্বর হয়েছে। সকাল থেকে জ্বরে ধুঁকছে। ঠাকুরপোকে তার কাছে রেখে একাই আসতে হ'ল। একা মেয়ে মানুষ, পাছে পথে কোন গোল যোগ হয় এই জন্য ইনেসপেক্টর বাবু তাঁর এক বন্ধুর ঘরের গাড়ী ঠিক ক'রে দিলেন। তোমার শ্বশুর বাড়ীর ঠিকানা তিনিই কোচম্যানকে বুঝিয়ে ব'লে দিলেন ; আমাদের অবস্থা সবই তো শুনলে, এখন যা ভাল হয় কর। জেল হলে তিনি বাঁচবেন না। ইনেস্‌পেক্টার বাবু বল্লেন তোমার স্বামী কিম্বা তুমি যদি মনে কর তা হ'লে তিনি অব্যাহতি পেতে পারেন, নইলে নিষ্কৃতি পাবার আর কোন আশা নাই।

লীলা। (স্বগতঃ) সবই বুঝছি ; কিন্তু কি যে ক'রব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনি। (প্রকাশ্যে) যে অবস্থায় তিনি ধরা পড়েছেন সমস্ত ঘটনা মিলিয়ে দেখলে সে অবস্থায় মরা মানুষের ও রাগ হয়। আমার স্বামীর ক্রোধের বিশেষ কারণই হয়েছে। আমার পক্ষে তাঁকে এ সম্বন্ধে অনুরোধ করতে যাওয়াও বিড়ম্বনা ! কি বলে আমি তাঁকে অনুরোধ করব, তিনিই বা কি মনে করবেন ! সবই তো জান ?

প্রকৃতি। জানি। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় ; উলুখড়েরই প্রাণ যায়—আমারও সেই দশা। ঘুমিয়ে আছি, বল্লে—ওঠ্ তোর বিয়ে। যখন চার চোখে এক হ'ল তখনি বুঝলুম এ শুভদৃষ্টি নয়—বিষদৃষ্টি ! স্বামীর মুখ মেঘাচ্ছন্ন। তার পর এই কবছর—সংসারের উপর দিয়ে একটা ওলট পালট হ'য়ে গেল, শ্বশুর মারা গেলেন, দেনার দায়ে স্বামীর

সর্ব্বস্ব বিক্রয় হ'য়ে গেল। কিন্তু দেখলেম কি, বুঝলেম কি? স্বামীর কোন কাজে উৎসাহ নেই, সুখে দুঃখে সমান অবস্থা; বেড়ান, কাজ করেন, যেন কলের পুতুল! সদাই বিষণ্ণ, আমায় যে অযত্ন করেন, তা নয়; বরং বুঝতে পারি, তাঁর যা কিছু ভাবনা, যা কিছু ন'ড়ে বসবার আগ্রহ সে আমারই জন্য। একটা ভার কে যেন জোর ক'রে ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে; যতক্ষণ শক্তি বইতেই হবে। কি যে তাঁর কষ্ট তা বুঝি—জানি। কিন্তু আমিই বা মেয়ে মানুষ—কি করব? এ অবস্থায় কলকেতায় চাকরী করতে এসে তাঁর যে কতদূর মতিচ্ছন্ন হবে এতটা আমি ধারণা করতে পারি নি। আজ তোমার এখানে এসে সব শুনে বুঝলুম, এর আগেই আমার মরা উচিত ছিল। কি করব? একটা মেয়ে—পেটের কাঁটা—মরতেও পারিনি; বাঁচতেও চাইনি; আমার উভয় সঙ্কট।

লীলা। বোন্ কার কি পোড়া বাইরে থেকে তা জানবার কোন উপায় নেই। তুমি যা ব'ল্লে স্ত্রীলোকের এর চেয়ে সত্য মর্ম্মান্তিক আর কি তা জানি না। তোমার ভগবান্ বলবার পথ রেখেছেন, তুমি মুখ ফুটে বলতে পার তোমার অন্তরে কি জ্বালা; অনেকের আবার তা বলবারও পথ নেই। তোমায় কি বোঝাব? অল্পক্ষণের আলাপেই বুঝেছি তুমি অতি বুদ্ধিমতী, তুমি আদর্শ হিন্দু স্ত্রী। তোমার মত গুণবতী স্ত্রী পেয়েও যে তোমার স্বামী সুখী হলেন না, এ শুধু তোমার মন্দ অদৃষ্ট নয় তোমার স্বামীরও দুর্ভাগ্য!

প্রকৃতি। প্রদীপের আলোয় ঘরের অন্ধকার দূর হয় কিন্তু মনের অন্ধকার যায় না। আমি প্রদীপের আলো, তাঁর ঘরে এসেছি এই পর্য্যন্ত! তাঁর মনের ভিতর তো আমার ঠাঁই নেই। যতদিন তোমায় দেখিনি ততদিন এক রকম মনে করতুম, কেননা তোমাদের কথা সবই তো ক্রমশঃ শুনিছি; কিন্তু আজ তোমায় দেখে মনে হচ্ছে এ-

পূর্ণচন্দ্রের বিভব দেখে যে একবার তৃপ্তি পেয়েছে তার প্রদীপের আলো মনে ধরবে কেন?

লীলা। বেশ, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে দেখব যদি আমার স্বামীকে ব'লে কোন উপায় করতে পারি। চেষ্টা করব—বলব কিন্তু কি হবে তা জানিনি। একদিকে স্বামীর মর্য্যাদা অন্যদিকে নিরপাধিনী তুমি—তোমার এই অবস্থা! আমায় বড় বিপদে ফেলেই গেলে।

প্রকৃতি। আমি আজ তবে উঠি। যদি শুভ কিছু হয়, তবে বাড়ী ফেরবার আগে আর একবার তোমার সঙ্গে দেখা করব; নচেৎ এই শেষ! তোমায় দেখবার ইচ্ছা বরাবরই ছিল। অনেক সময় আপনা আপনি মনে হ'ত যদি কখনো তোমার সঙ্গে দেখা হয়! কিন্তু এ অবস্থায় যে দেখা হবে তা কখন মনে হয়নি।

লীলা। তোমার গাড়ী আছে?

প্রকৃতি। হ্যাঁ। তবে আসি?

লীলা। এস।

[প্রকৃতির প্রস্থান।

লীলা। আমার জন্য দুঃখ করব, না এর জন্য দুঃখ করব? দু'জনের মধ্যে কে বেশী অভাগ্য; আমি—না এ? বলে গেল আমার স্বামীকে অনুরোধ করতে। ওতো জানে না স্বামীর সঙ্গে আমার কেমন সদ্ভাব! এমন স্ত্রী পেয়েও লোকনাথ আমায়—যাক! মানুষের মন কি এতই দুর্ব্বল? আমি যদি সে রাত্রে হার ফিরিয়ে না দিতেম, তা হ'লে বোধ হয় এতটা হোত না। যে দিক দিয়েই দেখি, তার দুরদৃষ্টের কারণ আমি—আমি—আমি—! সে জ্বলছে—তার স্ত্রী জ্বলছে আর আমি পাষাণ হ'য়ে বসে আছি শুধু দেখতে। যাই, দেখি, যদি তাঁর হাতে পায়ে ধ'রে বুঝিয়ে কিছু করতে পারি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

হিমাংশুর বাটী

হিমাংশু ও ঝি

হিমাংশু। গাড়ী করে কে মেয়েমানুষ এসেছিল ?

ঝি। বৌমার কাছে একটী মেয়েমানুষ দেখা করতে আসছিল। তা বৌমা আজ বাপের ঘর যাইছে, পিঁড়া দিনু, বন্নু "বস"—তা মেয়েটী নাজুক, বড় একটা রাকাড়লিনি।

হিমাংশু। আর কখনও এখানে আসতে দেখেছিস্ ?

ঝি। তা দেখলে তো চেনা মানুষ হ'ত বড় বাবু; তা হলে কি নজ্জা করত, না রাকাড়তনি ?

হিমা। কি বল্লে ?

ঝি। আগে আপনকার নাম লিয়ে জিজ্ঞসলে—অমুক বাবুর দালান ? আমি বন্নু—হিঁগো; তার পর শুধুলে বাবুর ইস্ত্রির সঙ্গে দেখা করব বলে আসছি, তিনি কুথা ? আমি বন্নু না, বাবুর ইস্তিরি তো বাপের ঘর যাইছে, এখন আমিই বাবুর বাড়ীর মধ্যে একা ইস্ত্রি, কি দরকার আমাকে বল। তা ব'ল্লে, তোমায় বলবার লয়, আমার খুব গরজ, বাপের বাড়ীর ঠিকানা কুথা ? তা আমি বন্নু,—ভবানীপুর। বাড়ীর লম্বর বন্নু, রাস্তার নাম বন্নু।

হিমাংশু। তুই নম্বর জানলি কি করে' ?

ঝি। লম্বর ছেলে বেলা হোথ্‌কে শুনে আসছি, আমি আর লম্বর জানিনে ? আমাদের দেশকে যখন দাঙ্গা ফ্যাসাদ করে, পিটাপিটি করে, তখন ফজ্‌দুরীর ১ লম্বর ২ লম্বর ৪ লম্বর ঠেলে দেয়। কল-কেতায় দালানকে বলে লম্বর। কতবার বৌমার বাবা ঘরকে তত্ত্ব লিয়ে যেছি, সরকার মশাই লম্বর লিখে দিছে।

হিমাংশু। কোথা থেকে এসেছে জিজ্ঞাসা কল্লি নি?

ঝি। তা আর কি না জিজ্ঞুসছি? জিজ্ঞুসছি বৈকি; বল্লে কল্যাণপুর হোথ্‌কে আসছি।

হিমাংশু। কল্যাণপুর? তুই ঠিক শুনেছিস্ কল্যাণপুর?

ঝি। হিঁগো—ঐ তো শুনুনু—কল্যাণপুর।

হিমাংশু। আচ্ছা তুই এখন যা, তোর বৌমা এলে আমায় খবর দিস্।

ঝি। যে এজ্ঞে।

হিমাংশু। কল্যাণপুর থেকে কে এল? স্ত্রীলোক! আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চায়? মকর্দ্দমাঘটিত কোন খবর জানতে নাকি? ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছিনি। কালকে মকর্দ্দমা। ভালয় ভালয় জেলটা হয়ে গেলে বাঁচি। এখন দেখছি পুলিষে না দিলেই ভাল হ'ত। থাক, বিরাজীকে দিয়ে সাক্ষীটাতো দেওয়ানো গেছে। ওঃ কি বদ্‌মায়েস্ স্ত্রী! এ সব মেয়েমানুষকে লেখা পড়া শেখানোর ফল! কালকের দিনটা কাটুক, তার পর দূর করে দেব। আর কখনও ওর মুখ দর্শন করব না।

(ঝিয়ের পুনঃ প্রবেশ)

ঝি। বাবু! বাবু!

হিমাংশু। কি? কি?

ঝি। এজ্ঞে, এস্‌ছে।

হিমাংশু। কি এসছেরে? তোর বৌমা ফিরে এল?

ঝি। এজ্ঞে না বাবু, বৌমার বদলী এসেছে।

হিমাংশু। বদলী এসছে কি?

ঝি। এজ্ঞে, বৌমার গাড়ী করে' এসছে, তবে বৌমা লয়

হিমাংশু। তবে কে?

ঝি। সেই কল্যাণপুর গো! সেই ইস্ত্রিরি নোকটা।

হিমাংশু। সে এখানে এল কি ক'রে? তবে দেখ্, তোর বৌমার সঙ্গে এসেছে বুঝি?

ঝি। না বাবু, বৌমা তো আসেন নাই? বল্লু যে, তার বদ্লী এস্ছে। মোদের গাড়ী ক'রে।

হিমাংশু। আমাদের বাড়ীতে?

ঝি। হিঁগো বাবু।

হিমাংশু। এর মানে কি? সে এল না তার বদলে আমারই গাড়ীতে আর একজন স্ত্রীলোক কে এল? আচ্ছা, তুই আমার বৈঠকখানা বাড়ীতে নামাগে যা, আমি যাচ্ছি। দেখতে হবে কে।

[ঝিয়ের প্রস্থান।

হিমাংশু। কল্যাণপুর থেকে কে স্ত্রীলোক এল? পুলিস কোন মেয়ে ডিটেক্টিভ পাঠিয়েছে নাকি আসল খবর কি জানতে? ইন্স্পেক্টরটা বরাবরই কেমন কেমন কথা কয়, ভয় দেখায়! তার এই কারসাজী নাকি? কিন্তু বাবা আমিও জমীদার বাচ্চা; দেখি তোমার কেমন ডিটেকটিভ্!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

হিমাংশুর বৈঠকখানা।

(প্রকৃতি ও ঝি)

ঝি। আপুনি এইখানে বোস করুন। বাবু এসছেন আপনকার সঙ্গে দেখা করতে।

প্রকৃতি। বাবু আসবেন কি! আমাকে একখানা গাড়ী ডেকে দাও, আমি চেতলায় যাব।

ঝি। তা যাবেন, আপুনি একটু বোস্ করুন। বাবুর মিনি হুকুমে তো আমি গাড়ী ডাকতে পারবি না। আমি বাবুকে শুধুয়ে এসি। ঐ যে বাবু এসছেন।

[প্রস্থান।

(হিমাংশুর প্রবেশ)

হিমাংশু। (স্বগতঃ) বাঃ বাঃ! এ কোন আকাশ থেকে ছট্‌কে পড়্‌ল আমার এখানে? হুঁ—মন্দ কি! চলন সইয়ের উপর!

প্রকৃতি। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ! এ কোথায় এসে পড়লুম!

হিমাংশু। আপনি কে? আমার গাড়ী করে' এখানে এলেন, অথচ এ গাড়ীতে তো আর একজনের আসবার কথা।

প্রকৃতি। (স্বগতঃ) কথা না কইলেই বা উপায় কি? একা একটা পরপুরুষের সঙ্গে কথাই বা কই কি করে'? এ কি বিপদে পড়লুম!

হিমাংশু। উত্তর দিন। আপনি কে? আমার গাড়ী করে' আপনি এখানে এলেন কি করে'? চুপ করে' থাকলে হবে না—বলুন আপনি কে?

প্রকৃতি। ঝি! ঝি!

হিমাংশু। ঝিকে কোন প্রয়োজন নেই। আমি বাঘও নই, ভাল্লুকও নই যে তোমায় খেয়ে ফেল্‌ব। কে তুমি?

প্রকৃতি। আমি হিমাংশু বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম।

হিমাংশু। তার পর?

প্রকৃতি। এখানে তাঁর দেখা না পেয়ে, এখান থেকে তাঁর বাপের বাড়ী ভবানীপুর যাই। ফেরবার সময় তাড়াতাড়িতে ভুলে আমি যে গাড়ীতে গিয়েছিলুম, সে গাড়ীতে না উঠে, এই গাড়ীতে

উঠি। তার পর বরাবর এইখানে এসেছি। আপনি অনুগ্রহ করে' একখানা গাড়ী আনিয়ে দিন, আমি চেতলায় যাব।

হিমাংশু। তোমার বাড়ী কোথায়?

প্রকৃতি। কল্যাণপুর।

হিমাংশু। কল্যাণপুর? আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে কেন?

প্রকৃতি। আপনার স্ত্রী! আপনিই হিমাংশু বাবু?

হিমাংশু। হাঁ।

প্রকৃতি। আপনার সঙ্গে দেখা হবে, এ মনে ক'রে আমি এখানে আসি নি। কি অপরাধে আপনি আমার স্বামীকে চোর ব'লে ধরিয়ে দিয়েছেন?

হিমাংশু। তোমার স্বামী! তুমি কি লোকনাথের স্ত্রী?

প্রকৃতি। হাঁ। আমি অনন্যোপায় হ'য়ে আপনার স্ত্রীর কাছে এসে ছিলুম যদি কোন রকমে আমার স্বামীকে রক্ষা করতে পারি, এই উদ্দেশ্যে। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে; দৈবক্রমে আপনার সঙ্গেও দেখা হ'ল। ভালই হয়েছে। আপনার স্ত্রী বলেছেন—তিনি আমার স্বামীর বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী দেবেন না। আমিও আপনার পায়ে ধ'রে ভিক্ষা চাচ্ছি, আপনি কোন রকমে তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে নিন। আমাদের তিনজনের প্রাণ রক্ষা করুন।

হিমাংশু (স্বগতঃ) যা বাবা। এ সেই লোকা শালার স্ত্রী! কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ! এ সেই ইনেস্‌পেক্টারের কারসাজী। লোকনাথের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একে পাঠিয়েছে সন্ধান নিতে আমার স্ত্রী সাক্ষী দেয় কি না। ওঃ Blood for blood! ঠিক revenge নেওয়া হয় যদি—না—একে ছেড়ে দেওয়া হবে না। (প্রকাশ্যে) তোমার স্বামী কি করেছে জান?

প্রকৃতি। শুনেছি।

হিমাংশু। তোমার স্বামী আমার স্ত্রীর জার! তার এত বড় সাহস যে, সে আমার বাড়ীতে ঢুকে—চোর—লম্পট—বদমায়েস্! তাকে খুন করলেও আমার রাগ যায় না।

প্রকৃতি। আমি স্বামী নিন্দা শুন্‌তে আসিনি—আমি এসেছি ভিক্ষা করতে—যাতে তাঁর জেল না হয়! কি একটা ভুলে তিনি এই গর্হিত কাজ করেছেন—তাঁকে বাঁচান—নইলে আমাদের আর দাঁড়াবার স্থান নেই।

হিমাংশু। তা তে আমার কি? তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? যে আমার স্ত্রীর শয্যা কলঙ্কিত করেছে—জেল তার উপযুক্ত শাস্তি নয়। বরং—তুমি বোস, আমি আসছি।

[প্রস্থান।

প্রকৃতি। কি করতে কি হ'ল! কোথায় এসে পড়লুম? এখান থেকে বেরোবার উপায় কি? লীলার কাছে সব শুনে মাথা ঘুরে গেল! বেহুঁসের মত এসে এই গাড়ীতে উঠে কি সর্ব্বনাশ কল্লুম! এটাতো একটা মাতাল—কথাবার্ত্তার—রকম তো অতি ইতরের মত। বাড়ীতে আর স্ত্রীলোক কেউ আছে বলে তো মনে হ'ল না। চেঁচালে কি কেউ সাড়া দেবে? ঝি মাগীটাই বা গেল কোথায়? মেয়েটার অসুখ, তাকে একা ফেলে আসতে পারিনি বলে' পুঁটীরামকে সঙ্গে আনতে পাল্লুম না। কি করি?

(হিমাংশুর পুনঃ প্রবেশ)

হিমাংশু। (স্বগতঃ) শিকারীর চোখের সামনে শীকার! মুঠোর মধ্যে! ওঃ চমৎকার প্রতিশোধ! কিসের লজ্জা? কিসের বাধা? ধর্ম্ম? সে শালার ধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না—যখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভি-

চার করত ? (মদ্য পান) যে টুকু মনুষ্যত্ব আছে, হে সুরা, তোমার উত্তপ্ত শ্বাসে তা শুকিয়ে ঝরে পড়ুক ! (প্রকাশ্যে) সুন্দরী !

প্রকৃতি। সাবধান ! আপনি কার সঙ্গে কথা কচ্ছেন তা ভুলে যাবেন না ; ভুলে যাবেন না যে আমি কুল-স্ত্রী !

হিমাংশু। আমার স্ত্রীও কুল স্ত্রী ব'লে পরিচিত। গোড়ায় কুল স্ত্রী সবাই ! কিন্তু সময় - সুযোগ যদি পাওয়া যায়—আর অপবাদের ভয় না থাকে—বেঁচে থাক্ আমার modern Psychology ! মহা মহা সতীও তোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান্ না ! এখন এই নিভৃত কক্ষে, এই অসহায় অবস্থায়—যদি তোমায় আমার খেয়ালের পুতুলের মত ব্যবহার করি—আর সে কথা কাল তোমার স্বামী জেলে যাবার সময় আমার মুখে শুনে যায়—তা হ'লে—হাঃ হাঃ—ভয় পাচ্ছ ? সরে যাচ্ছ কেন ? কিসের লজ্জা ? এক গেলাস খাও—দুনিয়ার লজ্জা দেখবে ডুবে মরেছে ! (মদ্য পান) ইয়া ! স্ফূর্ত্তি কর। যে ক'দিন পার, স্ফূর্ত্তি কর—ভোগ কর, তার পর—একদিন মরতেই তো হবে—বাস্—তখন সকলেরই সমান দশা ! আমার স্ত্রী আমায় লুকিয়ে স্ফূর্ত্তি করতো—আমিও ছেড়ে কথা কইনি। তুমিই বা একলা বাদ পড় কেন ? এস, আমোদ কর ; তার পর রাত্রে তোমায় বাড়ীতে পৌঁছে দেব।

প্রকৃতি। আপনি কাকে কি বলছেন ? আপনি মানুষ না পশু ?

হিমাংশু। তারও অধম। নইলে মদ খাই ? বাড়ীতে বেশ্যা এনে রাখি ? তোমায় এ কথা বলতে সাহস করি ? স্ত্রীকে এখনও না কেটে ফেলে তাকে এ বাড়ীতে থাকতে দিই ? (মদ্যপান)

প্রকৃতি। আমি আপনার পায়ে পড়ি আমায় যেতে দিন। আমি অসহায় রমণী। আমার উপর এ অত্যাচার ধর্ম্ম কখনও সইবে না ! মনে করুন—এই রমণীই আপনাকে প্রসব করেছে, মনে করুন—

আপনার কন্যা আপনার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আপনার করুণা ভিক্ষা করছে! মনে করুন—আমি আর কেউ নই—আমি আপনার অনাথিনী জননী—কন্যা—ভগ্নী!

হিমাংশু। পৃথিবীর যদি সবাই তা মনে ক'রত, আমিও তা হ'লে সেই কথা ভাবতুম! কোন ক্ষতি ছিল না। আমি খামকা মনে করতে যাব কেন? আমার লাভ? তুমি শোন—কেন ভয় পাচ্ছ? লজ্জা করছ কাকে? পাপ ততক্ষণ, যতক্ষণ কেউ দেখে—তা নিয়ে আলোচনা করে—কাণাকাণি করে; নইলে, পাপ ব'লে কোন বস্তু নেই। তবে, মানুষ পাপ পুণ্য তৈয়ার করেছে কেবল নিজের সুবিধার জন্য।

প্রকৃতি। হে ভগবান! কি মহা পাপ করেছিলুম, আমায় এই শাস্তি দিলে? এখানে কি কেউ নেই যে, আমার ধর্ম্ম রক্ষা করে?

হিমাংশু। ভগবান্? খুব চেঁচিয়ে ডাক—যদি তার কাণ থাকে তা হলে শুন্‌বে—আসবে—তোমায় রক্ষা করবে। যদি না আসে—আমার দোষ কি? ডাক—ডাক—সময় দিচ্ছি—ডাক।

প্রকৃতি। মহাশয়, আপনি মানুষ, সংসারী, স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘর করেন, সমাজে বাস করেন। আপনি বড় লোক, আশ্রিত রক্ষণই আপনার ধর্ম্ম, আশ্রিত পীড়ন নয়! আমার স্বামীর জেল হোক্,—যদি আরও কিছু গুরুতর শাস্তি থাকে তা তাঁকে দিন—মেয়েটা না খেতে পেয়ে মরুক—আমি ভিক্ষে করে' বেড়াই, কোন ক্ষতি নেই, কোন আক্ষেপ নেই আপনি আমায় ছেড়ে দিন—আপনার মহা পুণ্য হবে।

হিমাংশু। উপস্থিত অন্ন মৎ ছোড়না—শাস্ত্রের কথা! কুছ্‌পরোয়া নেই! সহজে না সম্মত হও, আমার কাছে এমন তীব্র আরক আছে যা তোমার গায়ে ছড়িয়ে দিলে তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়বে। তখন—তখন তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করবে কে? কেন মিছে সময় নষ্ট

ক'রছ। তার চেয়ে এস, মদ খাও, আমোদ কর—তার পর যা হয় দেখা যাবে। এস।

প্রকৃতি। ছেড়ে দাও—হাত ছেড়ে দাও—কাপুরুষ!

হিমাংশু। কাপুরুষ নই, পুরুষ বাচ্ছা পুরুষ! বদ্‌মায়েসী করে' কোন লাভ নেই। যা জ্ঞানে হবে না—অজ্ঞানেই হোক্। (আলমারি হইতে শিশি লইয়া) দেখ, তোমার গায়ে ছড়িয়ে দিলেই আর তোমার হুঁস থাকবে না। এখনও বোঝ—

প্রকৃতি। সত্যই কি তবে ধর্ম্ম নেই? সরে যাও—সরে যাও—

হিমাংশু। হাঃ হাঃ! আবার ধর্ম্ম?

(লীলার প্রবেশ)

লীলা। আর এক পা যদি অগ্রসর হও, আমি স্বামী হত্যা করতেও—কুণ্ঠিত হব না।

[পিস্তল বাহির করণ।

হিমাংশু। এ কি!

প্রকৃতি। মা! মা! [পদতলে পতন।

লীলা। কি দেখছ? যখন রমণীর সতীত্ব বিপন্ন, তখন রমণী সংহারিণী মূর্ত্তি ধরে সে বিপন্ন সতীত্বকে যদি রক্ষা না করে তা হ'লে পৃথিবী মহাপ্রলয়ে ডুবে যাবে। পুরুষ ব'লে পরিচয় দাও? লম্পট! ওঠ—বোন্—ওঠ—বাইরে তোমারি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আমিই সেই গাড়ীতে এসেছি। তুমি চলে যাও। যে ধর্ম্ম পথে থাকে—ভগবান তার সহায়।

প্রকৃতি। তোমায় আর কি বল্‌ব?

লীলা। কিছু বলতে হবে না। এ পাপ স্থান তোমার থাকবার নয়, আর এক মুহূর্ত্তও নয়—তুমি যাও। তোমার স্বামী মুক্ত হোন্, তুমি রাজ-

রাজেশ্বরী হও ! তবে একটা কথা, যদি পার রক্ষা করো, এ ঘৃণার কথা কারোর কাছে প্রকাশ করো না।

[প্রকৃতির প্রস্থান।

হিমাংশু। তোকে যদি আজ না মেরে ফেলি, আমার নামই নয়! হারামজাদী—

লীলা। এই নাও—পিস্তল নাও, এই বুক পেতে দিয়েছি—গুলি কর—তুমিও জুড়োও—আমিও জুড়ুই। আর জ্বলতে পারি না। ভগবান্, যারা লম্পট, ব্যভিচারী, কামাসক্ত—তাদের বিবাহ করবার প্রবৃত্তি দাও কেন? কেন তারা সংসার করে? লোকের চোখে, সমাজের চোখে ধূলো দিয়ে কেন তারা তিলে তিলে—হিসেব ক'রে হাসিমুখে নারী হত্যা করে আর তুমি তাদের প্রশ্রয় দাও? নাও—তুলে নাও-দাঁড়িয়ে রইলে কেন? হত্যা কর: আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ক!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ডি রায়, চিরঞ্জীব ইনসপেকটার, পুঁটিরাম

রায়। কি সর্ব্বনাশই হয়ে গেল বল দেখি? মনে করতেও ভয় হয়! তিন মাস R. I.! বাঁচবে কেমন ক'রে? শুদ্ধ একটা Sentimentএর জন্য।

ইনস্। তবু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলুম যাতে কোন রকমে Caseটা উড়িয়ে দিতে পারি! হিমাংশু বাবুর স্ত্রীকে পর্য্যন্ত সাক্ষী মেনেও কোন ফল হলো না! তিনিও তো স্পষ্ট বল্লেন চুরি করেছেন।

রায়। আপনি যথাসাধ্যের উপর করেছেন, আপনি অতি মহৎ!

ইনস্। লোকনাথ বাবু আরও নিজেই Caseটা খারাপ করলেন। গোড়া থেকে তিনি নিজেই বললেন চুরি করেছি। তার উপর হিমাংশু বাবুর স্ত্রীর সাক্ষী! fact নিয়ে মোকদ্দমা, আপনিও তো কৌন্সুলী দিয়ে দেখলেন। বিচারকের মনে যাই হোক, আইনানুসারে তো দণ্ড বিচার ঠিকই হয়েছে বলতে হবে।

পুঁটি। হার তো হিমাংশু বাবুর নয়, আমিই তো গায়ে হলুদের সময় ঐ হার নিয়ে গিয়ে লীলাকে দিই। আর বৌদিদিও তো ফিরে এসে বল্লে, লীলা বলেছে সাক্ষী যদি হয় সে সত্যি কথা বলবে! এখন দেখছি, হিমাংশুও যেমন বদমায়েস, লীলাও তেমনি মিথ্যাবাদী।

ইনস্। এ ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী না হয়েই বা ভদ্রলোকের মেয়ে করে কি? একে তো একটা গর্হিত কাজ হয়ে গেছে, তার ওপর অত বড় একটা কলঙ্ক মাথায় নিয়ে সে স্বামীর অমতে বলেই বা কি? লোকনাথ

বাবু যদি একটু সত্যির দিক দিয়ে যেতেন, তা হলেও না হয় হিমাংশুর স্ত্রীকে আদালতে এনে জেরার মুখে আসল কথা বার করবার চেষ্টা করা যেত ; সে দিকে তো কোন রাস্তাই পেলেম না।

রায়। আর ঐ হিমাংশু! এত বড় একটা গর্হিত কাজ ক'রে—আজ কালকার দিনে যা একটা bruteএও করতে সাহস করে না—আপনি লোকনাথের স্ত্রীর ব্যাপার সব শুনেছেন তো? সে যে কোন শাস্তি পাবে না, আমরা এতগুলো ভদ্রলোক বেঁচে থাকতে এই বা কি করে' tolerate করা যায়!

ইনস্। তারও তো করবার কোন পথ নেই। সে যে কি অত্যাচার করতে গিয়েছিল তা লোকনাথ বাবুর স্ত্রী, কি হিমাংশু বাবুর স্ত্রী ভিন্ন আর তৃতীয় ব্যক্তি সাক্ষী নেই! তার নামে তো শুধু শুধু একটা কেস করা যায় না! তা হ'লে কেলেঙ্কারীর উপর কেলেঙ্কারী!

পুঁটি। দাদার জেল হয়েছে তাতে আমার তত দুঃখ নেই। দাদা শুধু শুধু ভদ্রলোকের অন্দরে ঢুকতেই বা গেল কেন? কিন্তু বৌদিদি আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী! তার উপর এই রকম অত্যাচার করতে যায় উঃ—লাথী মেরে তার মুখটা ভেঙ্গে দিতে পারতুম ; তার চোখ দু'টো উপড়ে নিতে পারতুম ; নখ দিয়ে টুকরো টুকরো করে' তাকে ফেঁড়ে ফেল্‌তে পারতুম—তা হ'লে আমার রাগ যেত।

রায়। ইনস্‌পেক্টর বাবু, কি বলেন, কোন রকমে তাকে জব্দ করতে পারা যায় না?

ইনস্। অসম্ভব! আইনানুসারে কিছুই করা যায় না।

পুঁটি। ইন্‌স্পেক্টার বাবু, তার গলা টিপে যদি তাকে মেরে ফেলি, তাহ'লে আপনার আইনে আমার ফাঁসি হ'তে পারে তো? তাই না হয় করবো—শালাকে খুন ক'রে ফাঁসী যাব! একবার ধরতে পারলে হয়!

রায়। পুঁটিরাম তোমার বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা কর, দেশে ফিরে যাবেন না—যত দিন না লোকনাথ ফিরে আসে ততদিন আমার ওখানেই থাকবেন।

পুঁটি। আপনার ওখানে কি করে' থাকবো? আপনি মেম বিয়ে করেছেন, আমাদের যে জাত যাবে। তবে বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি, যদি দেশে ফিরে যেতে চান।

[প্রস্থান।

রায়। আমি ভাবছি, এত বড় যে একটা ওলট পালট হয়ে গেল, একটা family উচ্ছন্ন গেল, একটা লোক, একটা promissing young gentleman—শিক্ষিত—সদ্বংশজাত, তার এই moral degradation practically বলতে গেলে Civil death, এর জন্য দায়ী কে? লোকনাথ?

ইনস্। লোকনাথ বাবু তার আর ভুল কি?

রায়। আমার বোধ হয় ডাক্তারেরা যে প্রথম সন্দেহ করেছিল Compression of the brain সেইটাই বোধ হয় ঠিক! তা না হ'লে অমন চরিত্রবান - উচ্চ শিক্ষিত—তার ওপর সংসারের ঘা খেয়ে, অভাবে দুঃখে resist করবার ক্ষমতাও যথেষ্ট হয়েছে, এ অবস্থায় সে একজনের অন্দরে রাত্রে ঢুকতে কখনই পারত না যদি তার মাথার বিশেষ বৈলক্ষণ্য না হতো। Poor Creature! যথার্থই অভাগ্য; আমার চেয়েও!

ইনস্। সম্ভব! বাইরের গুরুতর আঘাতের পর যদি Compression of the brainu হ'তে পারে তাহ'লে মানসিক আঘাতেও—যদিও আমি physiology পড়িনি, পুলিসে দারোগাগিরি ক'রে খাই, মনে হয় Compression of the brain হওয়া সম্ভব; নইলে লোক পাগল হয় কেন? সে হিসাবে দেখতে গেলে শুধু লোকনাথ বাবু

দায়ী নন ; এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বর্ত্তমান সমাজ আর বর্ত্তমান শিক্ষা ! ন বছরের ছেলের হাতে বই দিয়ে আমরা মুখস্থ করাই Love আর Dove ! উত্তরোত্তর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিখি Love at first sight, আর কালে ভিটের ঘুঘু চরতে সুরু হয় ! আপনি কিছু মনে করবেন না ! আপনার সামনে একটা বেফাঁস বলে ফেলেছি, পুলিসের লোক, জানেন তো একটু চক্ষু লজ্জা কম ।

রায় । না না ; আমি কিছু মনে করিনি । এতদিন আমার life আমার কাছে একটা probllim ছিল ! এখন দেখছি লোকনাথ আমাকে ছাপিয়ে উঠেছে । আপনি কি বলছেন, বলুন, দেখি আমার মতের সঙ্গে মেলে কি না ।

ইনস্ । দেখুন আমরা সেকেলে লোক, আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি একটু কম ; আপনার সঙ্গে মতে মিলিবে কি না জানি না । আমার মনে হয় লোকনাথ বাবুর অধঃপতনের জন্য দায়ী লোকনাথ বাবুর বাপ, নীলাম্বর চাটুয্যে, আর আমাদের এই না হিন্দু না মুসলমান সমাজ । যদি আমরা পুরো হিন্দু হতেম, তা হলে লোকনাথের এ দশা হতো না ! ন-বছরের মেয়ের সঙ্গে অল্প বয়সে বিয়ে দিলে freelove গজাবার অবসর পেত কি না সন্দেহ । নীলাম্বর চাটুয্যেও বিয়ের রাত্রে বর ফিরিয়ে দিতে সাহসও করতো না ! সমাজের শাসনের একটা ভয় থাকতো তো ? তার উপর শিক্ষা ! সংযম নেই, উচ্ছৃঙ্খলতা আছে । ব্রহ্মচর্য্যের স্থান অধিকার করেছে কামচর্য্যা ! Compression of the brain আরম্ভ হয়েছে সেই দিন থেকে যে দিন কালাচাঁদ বাবু জোর করে' ছেলের অমতে বিয়ে দিয়েছেন । আমার কি মনে হয় জানেন রায় সাহেব ? ঐ বিলিতী প্রেম ঢুকে দেশটাকে কেমন সব ওলট পালট করে তুলছে । যাদের দেশের অনুকরণে আমরা এটা শিখিছি, এ সব তাদের দেশেই শোভা পায় । কেন না রমণী আর ধরণী

বীরভোগ্যা। যাদের পেটে ভাত নেই, মাথায় চাল নেই, চুলো যাদের শেষ শান্তির স্থল, তাদের জন্ম এ সব নয়। আগে বাঙ্গালী মানুষ হোক, পেটের ভাতের সংস্থান করতে শিখুক, তার পর অবকাশে—অবসরে প্রেমের কান্না তার শোভা পাবে।

রায়। যা হবার তা তো হয়ে গেল। দেখি এঁরা এখন কি বলেন। যদি আমার ওখানে থাকতে চান, নইলে একটা সুবন্দোবস্ত ক'রে বাড়ী পাঠানই যুক্তিসঙ্গত, আপনি কি বলেন?

ইনস্। হাঁ, আমার মতে বাড়ী যাওয়াই ভাল।

(পুঁটিরামের পুনঃ প্রবেশ)

পুঁটি। বৌদিদি বাড়ী যেতেও চান না, আপনার ওখানে থাকতেও ইচ্ছা নেই!

(প্রকৃতির প্রবেশ)

প্রকৃতি। দেখুন, আপনাদের সাম্‌নে কথা কইতে আর আমার লজ্জা নেই। একজন আমার পিতার তুল্য, আর আপনি—তাঁর কাছে যা শুনতাম—তাঁর বাল্যবন্ধু, তাঁর ভাইয়ের মত। আপনারা দু'জনেই তাঁর জন্ম যা করেছেন, তাঁর বাপ, কি তাঁর ভাই বেঁচে থাকলে যে এর চেয়ে বেশী কিছু করতেন তা মনে হয়্ না। জাত যাবার ভয়ে আমি আপনার বাড়ী যেতে চাচ্ছিনি তা নয়। আপনার বা আপনার স্ত্রীর সেবা ও যত্নে আমার স্বামী হাঁসপাতাল থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁর জাতেই আমার জাত; তিনি যখন সে ভয় করেন নি—তখন আমারই বা সে ভয় কেন? শুধু আপনার ওখানে যাব না নয়, আমি দেশেও যাব না, কোন আত্মীয়ের বাড়ীও নয়—কোন পরিচিতের কাছেও নয়; যত দিন না তিনি ফিরে আসেন, কোন

দেবালয়ে, কোন তীর্থে মেয়েটাকে নিয়ে তিন মাস থাকতে পারি. ঠাকুরপো আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, আপনারা তার ব্যবস্থা ক'রে দিন। তার চেয়ে কষ্ট আর আমি আপনাদের দিতে চাইনি!

পুঁটি। বৌদিদি, দেবালয়ে গিয়ে থাকবে তার আবার ব্যবস্থা কি? আমি বামুণের ছেলে, পৈতে আছে, ভিক্ষে করেও চালাতে পারবো। কি বলেন দারোগা বাবু?

ইনস্। মা, দেখ্‌লে তো. বাড়ী থেকে বেরোলেই বিপদ! তুমিইতো বল্‌লে আমি তোমার বাপের মত। স্বামী বিদেশে গেলে বাপের বাড়ীই তো মেয়ে থাকে। মেয়ে দেবালয়ে, কি তীর্থে প'ড়ে থাকবে, বাপ হ'য়ে আমি সমাজে মুখ দেখাব কি ক'রে?

প্রকৃতি। আমি আপনার পায়ে পড়ি আপনি অমত করবেন না! আমি যেথানেই থাকি, আপনাদেরই খাব, সেই ব্যবস্থা করে দিন। যদি ভগবান দিন দেন তো আপনার বাড়ীতে আমার মাকে প্রণাম করতে যাব।

রায়। আপনাকে না নিয়ে গেলে আমার স্ত্রী যে আমার উপর বড্ড রাগ করবেন। তিনি নিজে এসেই আপনাকে নিয়ে যেতেন; তাঁর বড় অসুখ ব'লে তিনি আসতে পারলেন না, আমায় বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছিলেন আপনাকে সঙ্গে ক'রে আমার ওখানে নিয়ে যেতে।

প্রকৃতি। তাঁকে বলবেন, স্বামীর কোন বিপদ হ'লে যতদিন না বিপদ কাটে, বাঙ্গালীর মেয়েরা কোন তীর্থ স্থানে গিয়ে "ধরণা" দেয়! এ আমাদের ব্রত; তিন মাস পরে ব্রত উদ্‌যাপন হ'লে আমরা তাঁর অতিথি হব।

রায়। কোথায় যাবেন?

প্রকৃতি। হয় কালীঘাটে, নয় তারকেশ্বরে এমনি কোন স্থানে—যেখানে

বেশী খরচ না হয় এমনি ব্যবস্থা আপনারা দু'জনে থেকে করে দিন। আপনাদের অবাধ্য হচ্ছি, আপনারা কিছু মনে করবেন না।

ইনস্। বেশ তাই হোক, সেই ব্যবস্থাই করি, কি বলহে Mr. Ray ?

রায়। তা ছাড়া আর উপায় কি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হিমাংশুর বাটী।

হিমাংশু ও লীলা।

হিমাংশু। খুনে স্ত্রীকে আমি বাড়ীতে জায়গা দিতে পারি নি। তুই আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা।

লীলা। কোথায় যাব ?

হিমাংশু। যে দিকে খুসী বেরিয়ে যা। না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে ওঠ্।

লীলা। তার চেয়ে আমায় মেরে ফেল্লে না কেন ?

হিমাংশু। খুন করে' আমি ফাঁসি যাব—না ? কি শয়তানী বুদ্ধি দেখ !

লীলা। বেশ, তাই যাচ্ছি ! তোমার চাকরকে বল একখানা গাড়ী ডেকে দিক।

হিমাংশু। হুঁঃ, হাঁটিয়ে বিদেয় করতেম। কিন্তু আমার বাড়ী থেকে হেঁটে বেরোনো আমার অপমান ! যাবি এক কাপড়ে, গায়ে এত টুকু সোনা নিয়ে যেতে দেবো না।

লীলা। তাই যাব, একটা কুটোও সঙ্গে নেব না, সবই তো নিয়েছো, যা আছে দু'এক খানা এই নাও। (অলঙ্কার উন্মোচন) এই নোয়া গাছটা সোনা বাঁধানো, এটা তোমার কাছে ভিক্ষে করে' নিয়ে গেলেম ! আমি মরে গেলে বলে যাব, তোমাদের জিনিষ তোমাদের ফিরিয়ে দেবে।

হিমাংশু। আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে। নোয়া দেখিয়ে আর স্বামী-ভক্তি জাহির করতে হবে না। লেখাপড়া শিখলে অনেক ঢং শেখা যায়! এখন মনে হয়, একটা মূর্খের সঙ্গে যদি বে হ'তো, তা হলে এত ফৈজৎ পোয়াতে হতো না! পরিবার থাকবে জুতোর নীচে! কথায় কথায় অত ফোঁস ফোসানি কিসের জন্যে? লেখাপড়া জানা দেখে বিয়ে করেছিলুম, মনে করেছিলুম, আর বাইরে যেতে হবে না—পিয়ানো বাজাবে, গান গাইবে—ঘরেই মজলিসি ইয়ারকি চলবে! তা নয়, একেবারে ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'! কি বলবো, বিরাজী শালী কটু দিব্যি দিয়েছে মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলবো না, নইলে চাবকে বিদেয় করতুম! আমারই পিস্তল দিয়ে আমাকেই গুলি করতে যায়! সামনে থেকে রাগ বাড়াসনি—দূর হ।

[প্রস্থান।

লীলা। আত্মহত্যায় পাপ হয়। এ জীবনভার বহন করার চাইতেও মহাপাপ কি আছে! বুঝতে পারছি নি, কি করবো, কোন পথে যাব? বেঁচে থাকবো কার জন্যে? এ বাড়ী থেকে ঠাঁই উঠলো! আমার ইচ্ছায় নয়! আমি তো বরাবরই চেষ্টা করিছি, লাথি ঝাঁটা খেয়েও, পণ করেতো বসেছিলুম, এ ঘর স্বামীর ঘর কিছুতেই ত্যাগ করবো না, বিনা দোষে জোর করে' তাড়িয়ে দিলে; আমি কি করবো?

নীলাম্বর। (নেপথ্যে) লীলা কোথায়? মা! মা!

(নীলাম্বরের প্রবেশ)

লীলা। বাবা—বাবা!

নীলা। মা! সর্ব্বনাশ হয়েছে, শিগ্গীর আয়!

লীলা। কি হয়েছে বাবা? কি হয়েছে?

নীলা। তোর গর্ভধারিণী মরবে ব'লে আফিং খেয়েছে, আমার সঙ্গে

ঝগড়া করে! ডাক্তাররা চেষ্টা করছে যদি কোন রকমে বাঁচাতে পারে; কিন্তু তার কোন আশাই নেই! আমি পাগলের মত ছুটে এসেছি তোকে নিয়ে যেতে! যদি মরবার আগে এক মুহূর্ত্তের জন্য তার জ্ঞান হয়, তোর মুখ দেখে যাক, পরকালে সেই মুখ যেন তাকে মনে করিয়ে দেয় তোর কি সর্ব্বনাশ সে করেছে। আয় মা আয়, আর দেরী করিস নি! এ বাড়ীতে আসবো না দিব্যি করেছিলুম, এই এক দিনের জন্য সে দিব্যি ভাঙ্গতে হলো।

লীলা। (স্বগত) মা—মা! গর্ভে ধরেছিলে—তুমিই কি পথ দেখাচ্ছ কর্ত্তব্য কি! (প্রকাশ্যে) চলুন বাবা, চলুন, আমিও জন্মের মতন এ বাড়ীর কাছে বিদেয় নিয়ে যাই। এরা আজই আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।

নীলা। তাড়িয়ে দিয়েছে? বেশ করেছে! বেশ করেছে! গিন্নী যায়, মেয়ের হাত ধরে গাছ-তলায় দাঁড়াইগে! আর ভাবনা নেই। ব্রাহ্মণ বংশের কুলাঙ্গার—আমি তো আত্মহত্যা করতে পারবো না! মেয়ের হাত ধ'রে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করেও আমায় বেঁচে থাকতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কালীঘাট

(প্রকৃতি ও পুঁটিরাম)

প্রকৃতি। কোন দিকে খুঁজবো? কোন দিকে? আমি যে পথ-ঘাট কিছুই জানি নি! মায়া—মায়া—

পুঁটি। আমি তো এ মোড় ও মোড় চারি দিকেই ঘুরে এলুম, কেউ কোন খবর দিতে পাল্লে না। যাকেই জিজ্ঞাসা করি, সেই-ই কথা না ক'য়ে চলে যায়। এমন আপদের দেশ তো কখনও দেখিনি।

প্রকৃতি। হে মা কালী, আমার কি সর্ব্বনাশ ক'ল্লে? আমার এক ফোঁটা দুধের মেয়ে কোথায় গেল? কোথায় তাকে হারালুম? কে আমায় খুঁজে এনে দেবে? আমার কি হ'ল! আমি বেঁচে থাকবো কোন প্রাণে?

(জনৈক পথিকার প্রবেশ)

পথিকা। (স্বগত) আহা, কোন্ আবাগী বুঝি মেয়ে খেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বুক চাপড়াচ্ছে! আমার নেত্যকে তেরো বছরের ক'রে যমের মুখে দিই! পোড়া বিধাতার কি বিচার আছে? আগের আগ যদি নেয়, তা হ'লে আমায় কি এই রকম করে' দগ্ধাতে হয়। (প্রকাশ্যে) আর বাছা, কেঁদে কি করবে মা, যমের কি চোক-কাণ আছে? কি ব্যায়রাম হয়েছিল? সান্নিপাতিক বুঝি? আমার নেত্যর, পোড়ার মুখো ডাক্তাররা বল্লে রেমণ্ট জ্বর! কত চোঙ্গা বসিয়ে বসিয়ে দেখ্লে মা, তা কোন ডাক্তারই ধরতে পারলে না যে, বাছার চোরা সান্নিপাতিক হয়েছে! মরে না—এই যমের দূত ডাক্তারগুলো মরে না। আহা, বাছাকে আমার যেন কাঁথা সেলায়ের মতন ফুঁড়ে ফুঁড়ে মেরে ফেল্লে।

প্রকৃতি। ষাট! ষাট! মা, আমার মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে। গঙ্গার ঘাটে দাঁড় করিয়ে আমি একটা ডুব দিতে গেছি, ঠাকুরপো জলে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করছে—উঠে দেখি মেয়ে নেই। সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত, নকুলেশ্বর তলা থেকে মায়ের মন্দির সব খুঁজে খুঁজে তাকে পাইনি; অলি-গলি সব ঘুরলুম মা, কেউ তার খোঁজ বলতে পারলে না!

পথিকা। মরে নি? হারিয়েছে? খোঁজ মা, খোঁজ, নয় থানায় গিয়ে লেখাও, পুলিসের লোক ঠিক বার করবে। আমার নেত্যকে

যে জন্মের মত হারিয়েছি মা, কোথায় তাকে খুঁজবো! ওরে নেত্য রে—মা রে!

[প্রস্থান।

পুঁটি। বৌদিদি, তাই চল, তোমায় বাসায় রেখে আমি থানায় লিখিয়ে আসি। আর দারোগা বাবুর বাড়ী গিয়ে তাঁকে একবার খবর দিই। তিনি খোঁজ ক'রে নিশ্চয় বার করতে পারবেন!

প্রকৃতি। আমি গঙ্গায় গিয়ে উলিগে, বাসায় আর ফিরে যাব না! ওমা মায়া! আমি এখানে মরতে এসেছিলুম কি তোকে হারাতে?

পুঁটি। বৌদিদি, আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদলে কি হবে বল? যত দেরী করবে ততই বিপদ! চল শিগ্গীর শিগ্গীর থানায় গিয়ে খবর দিই গে।

প্রকৃতি। ঠাকুরপো, জেল কোন দিকে জান?

পুঁটি। কেন?

প্রকৃতি। জেলের দরজায় গিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে বলিগে "মায়া নেই! মায়া হারিয়েছে, মায়াকে কে চুরি করে নিয়েছে! আমরা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছি!" তিনি শুনুন—কেবল তো আমার নয়, তাঁরও তো মেয়ে—তাঁরই জন্যে তো আজ এই দশা!

পুঁটি। জেলের পাঁচীল শুনেছি পাথরের, বাইরের আওয়াজ তো ভেতরে যাবে না।

প্রকৃতি। (স্বগত) তাঁরও হৃদয় পাথরের, আমার কান্না তো একদিনও তার ভেতর পোঁছোয় নি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মিঃ রায়ের কক্ষ

(মিঃ রায় ও বিয়েট্রিস্)

রায়। দিন দিন তোমার শরীর ভেঙ্গে প'ড়ছে। এখানকার ডাক্তারদের মত, দেশে না গেলে তোমার শরীর কিছুতেই সারবে না। কিন্তু অর্থাভাবে দিন চলেনা, জাহাজ ভাড়া সংগ্রহ ক'রে তোমাকে পাঠাই বা কি ক'রে?

বিয়ে। দেখ, আমার কথা নিয়ে তুমি মাথা খারাপ ক'রনা। ডাক্তারেরা ও অমন বলে। আমি নিজে ত বুঝ্‌তে পারি, আমার ত কিছু অসুখ নেই।

রায়। অসুখ অনাহার! নেই কোনখানটায়? আপাদ মস্তক অনাহারে শীর্ণ, গায়ে এক ফোঁটা রক্ত নেই, তোমার উজ্জ্বল চক্ষে কালির রেখা, ডাক্তারকে ব'ল্‌তে হবে কেন? আমিই কি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি তোমার কি অসুখ! তোমায় নিত্য দেখি, আর আমার কি মনে হয় জান?

বিয়ে। কি?

রায়। তোমাদের দেশে, তোমাদের সমাজে, পত্যন্তর গ্রহণ আছে; আমার কোন আক্ষেপ নাই, আমি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমায় অনুমতি দিচ্ছি, তোমাদের স্বজাতীয় কোন ভাগ্যবান্‌কে যদি এখনও পার, যদি এখনও সম্ভব হয়, বিবাহ ক'রে সুখী হও।

বিয়ে। আজ তুমি আমায় এ কথা ব'লছ, আমি ইউরোপীয় মহিলা ব'লে; যদি আমি বাঙ্গালীর মেয়ে হতেম, তাহ'লে বোধ হয় এ রকম ক'রে আমায় অপমান ক'রতে তোমার সাহস হ'ত না। আজ আমি জানলেম যে, আমি যথার্থ-ই অভাগিনী। তুমি আমায় এ কথা বল্লে?

অনাহার! অনাহারের জ্বালা কি বেশী? পর কখনও আপনার হয় না আজ জানলেম, আজ বুঝিলাম। ভগবান্! আমি কি মহাপাপ ক'রেছি যে এত বড় একটা শাস্তি অকারণ আমার মাথায় তুলিয়ে দিলে? (ক্রন্দন)

রায়। তুমি কাঁদছ কেন? কেন মনে ক'র্‌ছ, আমি তোমায় অপমান করবার জন্য এই কথা বলেছি? আমার মন যদি ছ'বছরেও তোমায় না বোঝাতে পেরে থাকি, আজ বোঝাব কি প্রকারে? স্ত্রীর সম্মান রাখবার সামর্থ্য যাদের নেই, কেন তারা বিবাহ করে? আমার মরেও সুখ নেই, বেঁচেও সুখ নেই! তোমায় দেখি, আর আমার অন্তরে দাবাগ্নি জ্ব'লে ওঠে। সে আগুন নেভাবার জন্যে দিন নেই, রাত নেই খালি মদ ঢালি। কিন্তু তাতে আগুন নেভে না, কেবল ইন্ধন যোগান হয় মাত্র! কি জ্বালা, কি মোহ— এই ভালবাসা। তোমায় ভালবাসি, ভাবতে জ্বালা, ব'ল্‌তে জ্বালা, ভুল্‌তে জ্বালা। আমি যেন একটা বালক, একটা বাড়ী থেকে চোখ বেঁধে কে যেন অন্ধকার রাত্রে তেপান্তর মাটে ছেড়ে দিয়ে গেছে, পথ খুঁজে পাই না কোথায় যাই, কি করি! তুমি আমার কথা ধ'রোনা?

বিয়ে। তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ ক'রে বল, আর কখনও একথা বলিবে না?

রায়। না, কিছুই ব'লব না। যে ক'দিন বাঁচব, কেবল মদ খাব।

বিয়ে। কি ক'রব, সেও আমার অদৃষ্ট। তুমিত কিছুতেই এ বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে পার্‌লেনা! দেশে তোমার আদর হ'ল না, দেশের উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের জীবনটাকে নষ্ট ক'র্‌লে। আমি ত ব'লেছিলেম তোমায় আমাদের দেশে থাক্‌তে; আমাদের দেশের সমাজ বিদেশীকে সহজে গ্রহণ করেনা বটে, কিন্তু তারা

প্রতিভার পূজা করিতে জানে। যার মধ্যে প্রতিভা দেখে, সে স্বদেশীই হউক, বিদেশীই হউক, তার চাম্‌ড়া সাদাই হউক, কালই হউক, তাকে তার প্রাপ্য পূজা দিতে কিছুতেই কুণ্ঠা বোধ করে না।

রায়। চুলোয় যাক্, স্বদেশ আর বিদেশ। ইচ্ছেয় হ'ক অনিচ্ছায় হ'ক, মনে হ'চ্ছে যেন জীবনটাকে শেষ পর্য্যন্ত টেনে এনেছি, আর বেশী এগুতে হবে না। এ অবস্থায় যদি তোমার মুখে একটু হাসি দেখতে পেতেম, তোমায় সুখী দেখে যেতে পারতেম—

বিয়ে। আমি ত একদিনও অসুখী নই! কেন ভাব যে আমি অসুখী? সুখ আর দুঃখ, সংসারে আসিয়া দু'টার একটাও নিতেই হবে; আমাদের ভাগ্যে যেন দুঃখই প'ড়েছে। কিন্তু সংসারের অভাবে, মনের সদ্ভাবের অভাব তো একদিনও হয় নাই? তুমি আমায় ভালবাস, আর আমার আক্ষেপ কি? আমার এক আক্ষেপ, তোমার দেশের লোক তোমায় চিনিল না!

নেপথ্যে। ধরণী, ধরণী!

রায়। কে? লোকনাথের গলা না?

বিয়ে। লোকনাথ বাবু? দেখ দেখি?

(লোকনাথের প্রবেশ)

লোকনাথ। ধরণী! ক্ষমা কর, ইংরাজী etiquette বজায় রাখ্‌তে পার্‌লাম না, সটান তোমারি ঘরে এসে ঢুকে প'ড়েছি!

বিয়ে। এ্যা! লোকনাথ বাবু! আপনার এই দশা!

রায়। বোসো, বোসো!

লোকনাথ। বস্‌ছি! তোমার স্ত্রীকে দেখ; বোধ হয় আমায় দেখে ভয় পেয়েছেন!

রায়। না, ভয় পাবেন কেন? তুমি বোস, স্থির হও; একি! এই ছিন্ন

মলিন পোষাকে ? তোমার তিন মাসের তো এখনও সাত দিন বাকি ! আমি যে রোজ দিন গুণছি ! তুমি এলে কি ক'রে ?

লোক। কি একটা শুভ কাজের জন্য সাত দিন grace দিয়েছে। যে কাপড় প'রে জেলে গিয়েছিলেম, সেই কাপড় পরেই জেল থেকে ফিরে আসা নিয়ম। কিন্তু এ এত ছিন্ন, এত মলিন—রাস্তায় খানিক দূর চ'লে এসে নিজেরই লজ্জা বোধ হ'তে লাগল। প্রত্যেক পথিকের চোখ আমার উপর। আমি কল্যাণপুরের জমীদার কালাচাঁদ রায়ের বংশধর, Calcutta university-র graduate, জগৎপূজ্য ব্রাহ্মণের রক্ত আমার দেহে! হাঁটতে পারলেম না, এখনও মর্য্যাদা বোধ, একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে তোমার এখানে এলেম। ভাড়া দিতে না পাল্লে গাড়োয়ান চেঁচাবে। তিন টাকা চেয়েছে, তাতেই রাজী হ'য়েছি। কিন্তু আমার তিনটে পয়সারও সংস্থান নেই।

রায়। বিয়েট্রিস্ !

বিয়ে। Oh Lord !—(মূর্চ্ছিতা)

লোকনাথ। ইনি কি মূর্চ্ছিত হ'লেন ?

রায়। কে জানে মূর্চ্ছা না মৃত্যু !

লোক। ইনি কি পীড়িত ?

ধরণী। হ্যাঁ !

লোক। কি অসুখ ?

রায়। লক্ষ্মীছাড়া স্বামীর স্ত্রী হওয়ায় যে ব্যাধি তাই, আর কি ? সে অনেক কথা পরে শুনবে ! দাঁড়াও, আগে গাড়োয়ানকে বিদায় ক'রে আসি। (স্বগত) উপস্থিত হাতে তো একটীও পয়সা নাই। সম্বলের মধ্যে স্ত্রীর হাতের একটি আংটী, বিবাহের যৌতুক ; সেইটেই বাঁধা দিয়ে আজকের দিন তো চালাই। (প্রকাশ্যে) বিয়েট্রিস্ !

বিয়েট্রি স্!—(লোকনাথের অলক্ষ্যে বিয়েট্রি সের হাত হইতে অঙ্গুরী মোচন)

বিয়ে। কি ব'ল্‌ছ ?

রায়। (জনান্তিকে) ব'ল্‌ছিনা, নিচ্ছি—আংটী! বাঁধা দিয়ে গাড়ী ভাড়া দিই, আজকের ছু'টো খাওয়ার ব্যবস্থা করি, অন্ততঃ লোকনাথের জন্ম।

বিয়ে। না'ও।—(প্রকাশ্যে) লোকনাথ বাবু কোথায় ?

ধরণী। এই যে! (লোকনাথের প্রতি) তুমি ব'স! আমি ভাড়া দিয়ে আস্‌ছি! (স্বগত) যাই পাশের পোদ্দারের দোকানে হয় বাঁধা দিয়ে, নয় বেচে গাড়ী ভাড়া দিয়ে আসি!

(প্রস্থান)

বিয়ে। লোকনাথ বাবু। আপনি এ বেশ এখনি পরিত্যাগ করুন! যান, পাশের ঘরের আনলায় কাপড় আছে। বোধ হয় এঁর জামাও আপনার গায়ে হ'তে পারে। এ পোষাকে আপনাকে বড্ড বিশ্রী দেখাচ্ছে!

(লোকনাথের অনিচ্ছা স্বত্বেও গমন)

ছুঃখের উপর ছুঃখ যেন বর্ষার বৃষ্টি! ধারা বাড়ে, কমেনা! আমাদের এক রকম কষ্ট, কিন্তু লোকনাথ বাবুর কি ? বিনাদোষে জেল খেটে এলেন। এখনও ওঁর ছুর্ভাগ্যের কথা জানেন না! কোথায় স্ত্রী কোথায় কন্যা! এ কি সহ্য ক'র্‌তে পারবেন ? আর আমার স্বামীরই বা কি ? আমিই তাঁর একটা ভার মাত্র! আজ ছু'দিন থেকে হাতে একটি পয়সাও নেই, দিন দিন যেন অলস হ'য়ে প'ড়ছেন। উৎসাহ নেই, উদ্যম নেই, শান্তি নেই। আমি ম'লে কি এঁর ভাল হবে ? আমিই কি এঁর মন্দ গ্রহ! তাই যদি হয়, তা'হলে

আমার মৃত্যু হয় না? আর তো সহ্য ক'র্‌তে পারি না! আজ দেশের কথা মনে পড়েছে। আমার মা, আমার বোন, আমার আত্মীয়েরা!

(লোকনাথের পুনঃ প্রবেশ)

লোক। ধরণী এখনও ফেরেনি?

বিয়ে। না।

লোক। আপনার কি অসুখ?

বিয়ে। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া।

লোক। ধরণী আস্‌ছে না? আমার বাড়ীর খবর কি আপনারা কিছু পেয়েছেন?

বিয়ে। ব্যস্ত কেন? তিনি এলেন ব'লে।

লোক। গাড়ীভাড়া দিতে কতক্ষণ লাগে?

বিয়ে। বোধ হয় আর কোন কাজে গিয়ে থাকবেন?

লোক। মায়া কেমন আছে শুনেছেন?

বিয়ে। মায়া—আপনার মেয়ে?

লোকনাথ। হ্যাঁ।

বিয়ে। ভালই আছে।

(মিঃ রায়ের পুনঃ প্রবেশ)

রায়। হোটেলে খবর দিয়ে এলুম তোমার খাবার পাঠাতে। লোকনাথ, তুমি নেয়ে নাও।

লোক। তার জন্য তোমায় ব্যস্ত হ'তে হবে না। জেলের ভাত অনেক খেইছি, ক্ষুধা আর বড় হয় না। দেখ, আমি আর খাওয়া দাওয়া নিয়ে এখানে দেরি ক'র্‌বো না! তুমি গোটা পাচেক টাকা আমায় দাও, আমি এখনি বাড়ীর দিকে রওনা হই; অনেক দিন বাড়ীর খবর পাই নি!

রায়। (স্বগত) বাড়ীর খবর? হারে হতভাগ্য! (প্রকাশ্যে) বেশ সে ওবেলা হবে। এখন স্নান ক'রে ঠাণ্ডা হও।

লোক। ঠাণ্ডা হব ম'লে! একেবারে ঠাণ্ডা হব! মেয়েটার জন্যে মন বড়ই অস্থির হ'য়েছে। কতদিন তাকে দেখিনি!

রায়। লোকে বলে মদ খাই! সাধে খাই? আর লুকুনো কেন? লোকনাথ! লোকনাথ! এই দেখ বোতল! স্ত্রীর হাতের আংটী বেচে তোমার গাড়ীভাড়া দিইছি, এক বোতল ব্রাণ্ডি কিনিছি, বাকি এই কটা টাকা আছে যে ক'দিন যায়! অবস্থা বুঝছ! স্ত্রী মৃত্যু-শয্যায়, স্বামী মাতাল, আর বন্ধু জেল-ফেরৎ আসামী!

বিয়ে। কি ক'চ্ছ? তোমার সব কি বাড়াবাড়ি? লোকনাথ বাবুকে আগে স্থির হ'তে দাও?

রায়। আমার অসাধ্য! ভদ্রতা, শিষ্টতা, মিষ্ট ব্যবহার—কপটতার আবরণ, জোচ্চোরের অঙ্গাভরণ। কোনকালেই তার ধার আমি ধারিনা! লোকনাথ, ভাই, শোনবার আগে মদ খাও; এই আমি যেমন খাচ্ছি। বাঃ! খাসা! তোফা! বুকের বল বাড়বে, চোখের জল শুকোবে, আর মাটিতে লুটিয়ে পড়বে না!

লোক। কেন ধরণী, কি হ'য়েছে? আমার স্ত্রী কন্যা কি—

রায়। আমি ত বলেছিলুম আমার এখানে থাকতে, বিলেত-ফেরৎ ব'লে তাঁরা থাকলেন না। তার পর শুনলুম, কালীঘাটে তোমার মেয়ে চুরী হ'য়েছে, আর তোমার স্ত্রী তারকেশ্বরে হত্যা দিতে গিয়েছেন তোমার আর তোমার মেয়ের মঙ্গলের জন্য। আর কিছু জানিনা—আর কোন খবরও নিইনি! কে তার খবর নেয়! ঘরে অনাহারে মৃত্যুমুখে—ঐ আমার স্ত্রী—আর আমি একটা Vagabond! খালি মদ, খালি মদ,—যদি সান্ত্বনা চাও—এস আমার মত মদ খাও!

লোক। বটে! যে বীজ পুঁতিছিলুম তার গাছ' এমনিই হওয়াই

উচিৎ!—সান্ত্বনা কি ব'লছ। কোন আক্ষেপ নেই! কোন আক্ষেপ নেই! তবে মেয়েটা ম'লেই ভাল হ'ত! আর আমার স্ত্রী! আমার বলি কেন? কোন দিনই তো তাকে আমার ব'লে দেখিনি! তার বিধবা হওয়াই উচিত ছিল!

বিয়ে। লোকনাথবাবু! আপনাকে কি ব'লে বোঝাব! কিন্তু তবু আপনি বিদ্বান, আপনিত' জানেন—বিপদে অস্থির হওয়া উচিত নয়?—

ধরণী। লোকনাথ, কোন কথা শুননা, মদ খাও এস দুই হতভাগ্য মাতাল আজ হ'তে সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী, মনুষ্যদ্রোহী হইয়া পৃথিবীর সমস্ত নীতি,—সমস্ত নিয়ম,—সমস্ত শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে চুরে—পদদলিত ক'রে—আমাদের উপর যারা অত্যাচার ক'রেছে—তাদের উপর প্রতিশোধ নিই! কে আমাদের জীবনকে এমন দুর্ভর ক'রে দিলে? এ দেশের সমাজ—এখানকার শিক্ষা—এখানকার মানুষ!

বিয়ে। তোমরা দু'জনেই যখন এত তরল, তখন তোমাদের সংসার করা কোন মতেই উচিত হয় নাই!

লোক। ধরণী, যদি স্ত্রী-কন্যার কখনও দেখা পাই, আবার দেখা হবে, নইলে মনে করো আমি মরিছি!

বিয়ে। একটু বিশ্রাম ক'রে তার পর।

লোক। একেবারে চিতেয় শুয়ে বিশ্রাম ক'রবো! এখনও সময় হয়নি!

[প্রস্থান।

রায়। বাঃ—বাঃ! এই দুনিয়া! তবু লোকে বলে ভগবান আছে! একটা Moral Government আছে! সংসার একটা সুনিয়মের অধীন! সব মিথ্যা কথা—সব জুচ্চুরি! লোককে ঠকাবার জন্য

কতকগুলো সাজান কথা তৈয়িরি ক'রেছে মাত্র! এ সংসারে বাঁচবার কোন দরকার নেই! তুমি মর—আমি মরি, লোকনাথ—তার স্ত্রী-কন্যা সব মরুক! সত্যই আমাদের জন্য এ সংসার নয়!—

বিয়ে। ভগবান!

পঞ্চম দৃশ্য

বিরাজমোহিনীর বাটী

ভোলা ও বিরাজ

ভোলা। তোকে বল্লুম, ও আপদ জোটাসনি, তখন শুন্‌লিনি! চারদিকে যে রকম ডামাডোল, কেউ যদি শক্রতা ক'রে পুলিষে খবর দেয়, তাহ'লে দু'জনকেই জেল খাটতে হবে!

বিরাজ। তোর জেল খাট্‌বার ভয় থাকে, তুই এখান থেকে স'রে পড়। আমি যা ভাল বুঝিছি, করিছি। আমি কারুর ধার ধারিনি!

ভোলা। বেইমান জাত কিনা! তোর ভালর জন্যে ব'ল্‌ছি, এর পর বুঝবি।

বিরাজ। বেইমান আমি, না তুই! আবার মুখ নেড়ে কথা ক'চ্ছে, লজ্জা করে না? কি ছিলি, কি হইছিস্ মনে করে দেখ্ দেখি!

ভোলা। নে, নে থাম্!

বিরাজ। থাম্‌বো কেন? ছিলি বড় লোকের বাড়ীর ভেতুড়ে, আমি গতর জল ক'রে, পয়সা রোজগার ক'রে, হিমাংশুর সঙ্গে বেইমানি ক'রে তোকেত' পাঁচজনের একজন ক'রে দিলুম! তোর জন্যেইত' হিমাংশুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি!

ভোলা। আমার জন্যে ছাড়াছাড়ি? দেখলি তার এদিকে রস শুকিয়ে এল,—ডেড়েমুষে প্রায় দেড় লাখ টাকার হীরে জহরৎ, গহনা-গাঁটি,

বাড়ী মোটর সব নিয়ে স'রে প'ড়্‌লি—তোদের জাতের যা ধর্ম্ম—এখন আমার নামে দোষ দিচ্ছে' !

বিরাজ। সেতো তোরই জন্যে রে মুখপোড়া ! তোর যেমন তিন কুলে কেউ ছিল না—তুইতো ফুস্‌লে ফাস্‌লে আমাকে সেখান থেকে বার ক'ল্লি ! হাঁরে—হিমাংশু এখন আছে কোথায় ?

ভোলা। সে ঐ আলিপুরের কাছেই একটা আধবুড়ো মাগীকে নিয়ে আছে। নিজেরতো আর এক পয়সাও নেই। বিষয় আশয়, বাড়ী-বাগান সব বিক্রী হ'য়ে গিয়েছে। সেই মাগীর বুঝি মুদিখানার দোকান আছে, তারি আয় থেকে তার চলে ! মাঝে একদিন আমার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। দেখ্‌লে চেনা যায় না !

বিরাজ। তোকে কি ব'ল্লে ?

ভোলা। আমার কাছে পাঁচটা টাকা ধার চাইলে। আমার কাছে তখন বেশী ছিল না, দু'টো টাকা ছিল, তাই দিলুম। মদ জোটে না, আফিং ধ'রেছে ! আফিং আর কি কি কিন্‌বে, তাই, আমার কাছে চেয়েছিল।

বিরাজ। তোর কাছে টাকা চাইলে, তুই তার বাড়ীর ভেতুড়ে ! তার আর কিছু পদার্থ নেই দেখছি ; আমি হ'লে তোকে ধ'রে জুতিয়ে দিতুম !

ভোলা। দেখ্, তোর বড় লম্বা লম্বা কথা হ'য়েছে দেখ্‌ছি, তুই ভুলে গিয়েছিস্ কি ছিলি ?

বিরাজ। আমি ভুলিনি ; আমাদেরতো জাত পেষা—লোক্‌কে ঠকান ; লোকে ঠকে কেন ? আমরাতো কাউকে বাড়ী ব'য়ে ডাক্‌তে যাইনে। কিন্তু তোরা কি ? বন্ধু হ'য়ে থেকে, তার বাড়ী পাতড়া মেরে, তার মেয়েমানুষকে নিয়ে বেমালুম স'রে পড়লি ! নেমকহারাম, বেইমান !

ভোলা। দেখ্, তোর এখানে Lecture শুন্‌তে আসিনি, পয়সা পেয়ে

কিছু গরমে গিইছিস্ দেখ্ছি,—মুখের আর আগ্ ঢাক্ নেই!
তা মরুকগে—না থাক, তোর ভালর জন্যেই বল্ছি, শোন্—বোক
এখনও মেয়েটাকে কোনখানে সরিয়ে দে ; নইলে এর পর ফ্যাসাদে
পড়বি !

বিরাজ। কেন, কিসের ফ্যাসাদ ?

ভোলা। দেখ্, পুলিশ আজ কাল আড়ে হাতে লেগেছে। অনেকগুলো
মেয়ে চুরির আস্কারাও হ'য়ে গিয়েছে, দু' চারজনের জেলও হ'য়েছে।
বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে আছি, যদি কেউ একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে দেয়, তুইতো
যাবিই, সঙ্গে সঙ্গে তোর এখানেইতো আমার চব্বিশ ঘণ্টা বাস,
আমিও বাদ প'ড়্ব না—শেষ পাথর ভাঙ্গতে হবে !

বিরাজ। কেন, পাথর ভাঙ্গতে হবে কেন ? আমি মেয়ে কুড়িয়ে
এনেছি ব'লব কেন, আমি ব'লব কিনিছি।

ভোলা। ওরে কেনা মেয়ে কি বল্ছিস্—পেটের মেয়েকেও আজকাল
নষ্ট করবার যো নেই ! আইন বড় কড়া ! তারপর, এতো ডাহা
ভদ্দর ঘরের মেয়ে। ঘূণাক্ষরে যদি এর কেউ ওয়ারিস্ বেরিয়ে পড়ে,
তাহ'লে সর্ব্বস্ব গেলেও রেহাই পাবিনে ! বেশ আছি, শেষকালে কি
রাস্তার পাপ ঘরে এনে ঘরের জল পর্য্যন্ত বেরুবে ?

বিরাজ। দেখ্,—মেয়েটার ওপর একটু মায়া পড়েছে, যাক্ না দু' চার-
দিন, এইতো ক'মাস গেল, কেউতো কোন খোঁজ খবর নিলে না,
আর ৪।৫ মাস গেলেই চাপা প'ড়ে যাবে। যদি ঘোড়সাহেবের
দয়ায় দু'পয়সা হ'য়েছে, পেটেতো একটা হ'ল না, ভোগ করবার
একজন তো চাই ; মেয়েটা দেখ্তে শুন্তেও বেশ, গান বাজনা
শেখাব,—বুড়ো বয়সে মেয়ের ওপর দিয়েই যৌবনের সখ মেটাব !

ভোলা। তোর মুণ্ডু ক'র্বি ! যা ভাল জানিস্ কর্ !

(মায়ার প্রবেশ)

বিরাজ। কিরে কুড়ুনি, কাঁদছিস্ কেন ?

মায়া। কই, মাতো এলো না। কদ্দিন হ'লো—তুমি তো' রোজই বল আস্‌বে আস্‌বে—সব মিছে কথা! আর আমি এখানে থাক্‌বো না। বাবাকে কতদিন দেখিনি, মাকে কতদিন দেখিনি—আমার কাকাবাবু আমার জন্যে কত খেল্‌না এনেছিল।

বিরাজ। তোমার খেল্‌নার অভাব কি মা? তোমায় কত খেল্‌না দেব, কেঁদনা।

ভোলা। মেয়েটার মুখ দেখলে মায়া হয়, কোন ভদ্রঘরের মেয়ে নিশ্চয়।

মায়া। আমার কাকাবাবু কোথায় ?

বিরাজ। তুমি কেঁদনা, এই যে তোমার কাকাবাবু।

মায়া। না না, ও কেন? ও কেন? আমার সেই কাকাবাবু, আমায় কত খেল্‌না দেয়, কত আদর করে।

বিরাজ। আমায় মা বল, আমিও তোমায় কত খেল্‌না দেব, কত গহনা দেব। আমি যে তোমার মা।

মায়া। না না, তুমি নও; তুমি কেন? আমাদের সেই যে বাড়ী—সেই কত গাছ—সেই পুকুরধারে আমি খেলা করতুম, আমার সেই মা'র কাছে যাব।

বিরাজ। ছিঃ সেখানে কি যেতে আছে? সেখানে যায় না। এই নাও মা, এই হার পর; এই দেখ দেখি, কেমন তোমার গলায় মানিয়েছে। (হার পরাইয়া দিল)

ভোলা। হ্যাঁরে, সেই হারছড়াটা বুঝি? সেই যেটা লোকনাথ চুরি ক'রে জেলে যায়!

বিরাজ। হ্যাঁ, মকর্দ্দমায় জিত হ'লে, সাক্ষী দিয়েছিলুম ব'লে হিমাংশু এই হারছড়াটা আদায় দেয়।

ভোলা। চমৎকার হার! সেকেলে জিনিষ কিনা? হিসেব মত ও হার আমারি পাওয়া উচিত। আমিই তো তোকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিলুম, তুইতো গোড়ায় রাজী হ'স্‌নি।

বিরাজ। তোকে তো প্রাণ দিয়ে রেখেছি, হারের উপর আর নজর দিস্‌নি। এ হার কুড়ুনীই পরবে, ওকেই এ হার দিলুম।

মায়া। আমি মাকে দেখাইগে কেমন গহনা! বাবাকে দেখাব না, তুষ্টু, কেড়ে নেবে।

বিরাজ। তাই চল, দেখাবে চল, তুমি আর কেঁদনা। এই রকম কত গহনা তোমায় দেব!

ভোলা। (স্বগত) হারটা সেই সময় সরালেই হ'ত।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

তারকেশ্বর—বাসাবাটী

(প্রকৃতি ও পুঁটীরাম)

প্রকৃতি। ঠাকুর পো, রাত্রি আর কত? অনেকক্ষণ তো সন্ধ্যা হ'য়েছে! সকাল কি আর হবে না?

পুঁটী। রাত বোধ হয় দু'টো বেজে গেছে। কি ভয়ঙ্কর রাত্রি, বৌদিদি! যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি, তেমনি অন্ধকার! ভোর হ'লে বাঁচি। দোকানী দয়া ক'রে দু'দিন তার ভাঙ্গা চালাটায় ঠাঁই দিয়েছে, নইলে তোমায় নিয়ে এ দুর্য্যোগে কি করতুম বলতো?

প্রকৃতি। আর আমায় নিয়ে তোমায় ভুগতে হবে না। ঠাকুর পো, তোমায় কত কষ্টই দিলুম। আবাগী—কাকেই বা না কষ্ট দিইছি। কৈ তোমার হাত দেখি, কিছু মনে করোনা ভাই, আমি বড় দুঃখী, আমি তোমার বোন্ এই মনে ক'রে আমায় মাপ করো।

পুঁটী। তুমি আমার মা।—সত্যিকার মা! তুমি ছাড়া এ সংসারে আমার আপনার বলবার আর কে আছে বৌদিদি? তুমি আমায় অমন কথা বলো না। বাবা তারকনাথের দয়ায় যদি আবার তোমায় বাঁচিয়ে তুলতে পারি, যদি মায়াকে কখনও খুঁজে পাই, যদি দাদাকে—

প্রকৃতি। আর ও কথা তুলো না ভাই, আর ও কথা নয়। ষোল বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, তার পর এই কটা বছর, খুব সংসার করেছি, খুব সুখ ভোগ করেছি, আর বেঁচে থেকে সুখ ভোগ করতে চাইনি। আর পারিনি ঠাকুর পো! কত আর সহ্য হয়? জন্ম-অলক্ষণা! আমা হ'তে মা বাপের সুখ হয়নি, যত বড় হয়েছি আমার মুখ দেখে তাঁরা মৃত্যু কামনা করেছেন; গরীবের ঘরে আইবুড়ো মেয়ে—সে কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা! ভেবে ভেবে মা ম'রে জুড়ুলেন, বাবা পাগলের মত হলেন, তার পর;—দয়াময়! বাঙ্গালীর মেয়ে ক'রে পাঠিয়েছিলে কেন?

পুঁটী। বাইরে আরো ঝড় উঠ্‌লো, উঃ কি বাজের ডাক—বৌদিদি, চুপ কর, সকাল হলেই বাবার চন্নামেত্তর এনে দেব, তুমি সেরে উঠবে।

প্রকৃতি। চুপ করে' থাকতে পাচ্ছিনি, আমায় একটু বসিয়ে দাও; ঝাঁপটা টেস দিয়ে একটু বসি। আঃ-আঃ ঠাকুর পো, তুমি আমার ছেলে—হ্যাঁ—ছেলে, মায়া যেমন আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতো, তেমনি তোমার বুকে মুখ রেখে একটু কাঁদি। এই দেখ পাঁজরার হাড় গুলো কাঁপছে! কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি নি।

পুঁটী। মা মা! (ক্রন্দন)

প্রকৃতি। ঠাকুর পো, আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কর, আমার একটী কথা রাখ্‌বে?

পুঁটী। কি বল?

প্রকৃতি। যদি মায়াকে কখনও খুঁজে পাও, বল তাকে বিষ খাইয়ে মারবে?

পুঁটী। সে কি বৌদি, তুমি কি বলছো ? তুমি একটু স্থির হ'য়ে ঘুমোও দেখি। লক্ষ্মী বোন্‌টী আমার, একটু ঠাণ্ডা হয়ে শোও।

প্রকৃতি। হ্যাঁ শোব, আর দেরি নেই। যতক্ষণ পারি একটু বসি না! সত্যি বলছি ভাই, যদি কখনও তাকে খুঁজে পাও, তার ভাতে বিষ দিও, আমার মত সুখ ভোগ করতে তাকে বেঁচে থাকৃতে দিও না।

লোক। (নেপথ্যে) উঃ কি দুর্য্যোগ! সামনে একটা চালার মত কি দেখছি না, অন্ধকারে কোনদিকে দরজা পাই কি করে' ? ভেতরে মিট্ মিট্ করে' আলো জ্বলছে দেখছি। নিশ্চয়ই কেউ আছে। ডাকলে কি সাড়া দেবেনা ? কে আছ, কে আছ ? দয়া করে একটু আশ্রয় দাও!

(লোকনাথের প্রবেশ ও আলোক নির্ব্বাণ)

লোক। কে আছ ঘরে ? কিছু মনে করোনা, গাছতলায় ছিলুম, যেমন ঝড় তেমনি শিল, তিষ্ঠুতে পারলুম না; বোধ হয় হাড়গুলো গুঁড়িয়ে গেছে; এইখানে একবার দাঁড়াই, ঝড় থামলেই চলে যাব।

পুঁটী। বেশ ভদ্দর লোক! ঝাঁপ ভেঙ্গে ঘরে ঢুকলে, রুগী নিয়ে ব'সে আছি, আলোটাও নিভে গেল, এখন কি করি বলতো ?

লোক। আর আলোর প্রয়োজন হবে না, ভোর হয়ে আসছে। মেঘে অন্ধকার হয়ে আছে, নইলে এতক্ষণ আলো দেখা যেত।

প্রকৃতি। (জনান্তিকে) ঠাকুর পো, কোন রকমে একটা আলো জ্বালতে পার ? কোন উপায় নেই ? কোন উপায় নেই ?

পুঁটী। বাইরে ঝড় বৃষ্টি, দেশলাই নেই, আলো জ্বালি কোথা থেকে। দাঁড়াও. একেই একবার জিজ্ঞাসা করে' দেখি। (প্রকাশ্যে) মহাশয়, বিড়ি ফিড়ি খান্‌না, সঙ্গে দেশলাই নেই ?

লোক। (স্বগত) ঠিক পুঁটীরামের গলার মত, কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! (প্রকাশ্যে) না!

পুঁটী। না! বলা নেই কওয়া নেই, ঝাঁপ ভেঙ্গে ঘরে ঢুকতে পার, আর দেশলাইয়ের বেলায়, না! ভারি মরদ, তুমি কোন্ দেশের লোক? বাড়ী কোথায়? নাম কি?

লোক। পুঁটীরামের গলাইতো! কে? পুঁটীরাম না? পুঁটীরাম কি? কে তুমি?

প্রকৃতি। মায়া—মায়া—মা আমার! (মূর্চ্ছা)

পুঁটী। বৌদি—বৌদি! কি হলো? দাদা, দাদা, তুমি?

লোক। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছিনি। কোন্ দিকে, কোন্ দিকে? প্রকৃতি—প্রকৃতি, মায়া—মায়া!

পুঁটী। হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ হলো! দাদা, বৌদিদি বুঝি ফাঁকি দিয়ে পালাল!

লোক। আমার হাত ধরে' একবার কাছে নিয়ে যা, পুঁটীরাম, ভাই, ভাই! একবার দেখি, একবার দেখি—

পুঁটী। এই যে দাদা; (হাত ধরিল) বৌদিদি বুঝি অজ্ঞান হয়ে গেছে; তুমি কাছে বসো, আমি একবার বেরিয়ে দেখি, কোন রকমে যদি একটা আলোর যোগাড় করতে পারি।

[প্রস্থান।

লোক। উঃ! অদৃষ্টের কি তীব্র পরিহাস! এই যে, এই যে কাঞ্চন-লতা, বরফের মত ঠাণ্ডা; এ দেহ কি আর উষ্ণ হবে? প্রকৃতি, প্রকৃতি!

প্রকৃতি। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) আবার জ্ঞান হলো!

লোক। একটা আলো—একটা আলো! কত দিন তোমাদের দেখিনি! মায়া কোথায়—তাকে কি আজও পাওনি।

প্রকৃতি। আমার কোল-ছাড়া হয়েছে, এত দিন আছে কি না কে জানে! বাছাকে আমার চোরে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।

লোক। বাঃ—বাঃ—কি অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছিলুম! ওঃ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ! বাবা, বাবা, বড় আশায় মানুষ করেছিলেন, বড় আশায় উচ্চশিক্ষা দিয়েছিলেন, বড় সাধ ক'রে বিয়ে দিয়ে সংসার সাজিয়ে গিয়েছিলেন—আপনার সাজান সংসারের পরিণাম দেখুন!

(পুঁটীরামের পুনঃ প্রবেশ)

পুঁটী। ঝড় থেমেছে, ভোর হ'তে আর দেরীও নেই; দোকানীর কাছ থেকে একটা দেশলাইও পেয়েছি। (আলো জ্বালিয়া) দাদা! বৌদিদি!

প্রকৃতি। এই যে ভাই!

পুঁটী। আঃ, কথা কয়েছ বৌদিদি! বাঁচলুম। দাদা, তোমার এমন দশা হয়েছে? এইবারে নিশ্চিন্ত হলুম, তুমি ততক্ষণ বৌদিদির কাছে থাক—আমি বাবার চরণামৃত নিয়ে আসি! বৌদিদির বড় অসুখ! মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে! আমি আর দেরি করবো না।

[প্রস্থান।

প্রকৃতি। আর চরণামৃত! এদিকেও বড় দেরি নেই! আলো না জ্বাল্‌লেই ভাল ছিল! এ মুখ কাউকে আর দেখাবার ইচ্ছা ছিল না।

লোক। কোথা থেকে কি হয়ে গেল! আরে পশু, আরে প্রেত, আরে রাক্ষস—তোর কীর্ত্তি দেখ্! উঃ এততেও আমার কেন মৃত্যু হলো না। তা হ'লে তো এ দৃশ্য দেখতে বেঁচে থাকতে হ'ত না। (প্রকৃতির মাথা ক্রোড়ে লইয়া) প্রকৃতি—প্রকৃতি!

প্রকৃতি। সরে যাও। আমায় স্পর্শ করো না, আমায় শান্তিতে মরতে দাও; মায়ার খোঁজ করতে করতে কত দূর থেকে নিজেকেও টেনে এনেছিলুম—এই অজানা অচেনা দেশে; গঙ্গার ওপারে থাকতে সাহস করিনি! কি জানি, যদি আবার তোমার সঙ্গে দেখা হয়; তাই এপারে পালিয়ে এসেছিলুম, এত দূরে! এখানে এ সময়ে তুমি

কোথা থেকে ? যাও—সরে যাও ; উঃ কি জ্বালা ! ঠাকুরপো, ভাই, একটু জল !

লোক। পুঁটীরাম তো এখানে নেই ! এই যে ভাঁড়ে জল রয়েছে—আমি দিচ্ছি !

প্রকৃতি। না—না—তুমি দিও না ! আজীবন তৃষ্ণায় শুখিয়ে মরেছি, কখনও এক ফোঁটা জল দাও নি ; উঃ কি সে তৃষ্ণা ! এতটুকু আদরের, একটা মিষ্টি কথার জন্য চিরকাল বৃথা তোমার মুখ চেয়ে উপবাস করেছি—কখন ফিরেও তাকাও নি ! আজ এ মরবার সময় আর কেন ? তোমার হাতের জল আমার জন্য নয় ! ও আলো নিভিয়ে দাও—আলো নিভিয়ে দাও ; চিরকাল অন্ধকারে কাটিয়েছি, এ আলো আমি সহ্য করতে পারছিনি। অন্ধকারেই চলে যাই ! মা—মা—

লোক। তুমি যা বলছো সব সত্য, এতটুকু মিথ্যা নয়, তবু—তবু—আজ তোমার মৃত্যু শিয়রে—তোমার হাতে ধ'রে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি—আমি মহাপাপী, কিন্তু এখনও জ্ঞান আছে—এখনও পাগল হইনি—আমায় অত বড় শাস্তি দিয়ে যেওনা। প্রকৃতি, একটু জল খাও।

প্রকৃতি। শাস্তি দেব ? তোমার সামনে কখনও একটা জোরে নিশ্বাস ফেলিনি—পাছে সে নিশ্বাসে এ বুকের উত্তাপ বেরিয়ে প'ড়ে তোমায় ক্লেশ দেয় ; তোমায় শাস্তি দেব ? স্বামী অন্যে আসক্ত—এত বড় একটা শাস্তি মাথায় ক'রে বেড়িয়েছি কি মরবার সময় তোমায় শাস্তি দিয়ে যাব বলে ? না—না—দাও—জল দাও ; দেখি, তোমার হাতের জলে মরণের জ্বালা যদি জুড়োয় (জল পান) আঃ—আঃ—চোখে ঝাপ্‌সা দেখছি—তোমার হাত—ওঃ এখনো মনে হচ্ছে যেন গায়ে ছুঁচ ফুটছে ! দেখ, মায়াকে যদি খুঁজে পাও, আমার শেষ

ভিক্ষা, হয় তাকে মেরে ফেলো—নয় তার বিয়ে দিও না। ঠাকুরপো কৈ ?

লোক। চরণামৃত আনতে গেছে।

প্রকৃতি। দেবতা! ও মানুষ নয়, দেবতা! উঃ কত কষ্টই না আমাদের জন্ম পেয়েছে! আমায় ধ'রে বাইরে নে যেতে পার? একবার আকাশ দেখতে ইচ্ছে কচ্ছে!

লোক। চল।

(পুঁটীরামের পুনঃ প্রবেশ)

পুঁটী। বৌদি—বৌদি—এইবার চন্নামেত্তর এনেছি। এই নাও।

প্রকৃতি। দাও ভাই, দাও; বাবা, কোলে নাও।

[মৃত্যু।

পুঁটী। একি দাদা, বৌদিদি এমন হ'য়ে পড়লো কেন? বৌদিদি—বৌদিদি—

লোক। পুঁটীরাম, ডাক্—ডাক্, আরো চেঁচিয়ে ডাক্—দেখ্ যদি তোকে সাড়া দেয়। আমি না এলে বোধ হয় আরো কিছুদিন বাঁচতো!

পুঁটী। বৌদিদি—বৌদিদি—যাঃ—বেশ হয়েছে, ম'রে জুড়িয়েছো! মা, মা, তোমার অদৃষ্টে এত দুঃখও ছিল? দাদা! আমি মুখ্যু, তোমায় কি বলবো! তুমি না বড় লেখাপড়া শিখেছিলে? তুমি না মানুষ? —কি ক'রে এই সোণার লক্ষ্মীকে আছড়ে মেরেছ দেখ! দাদা, আমি যদি জেলার হাকিম হতুম—আমি যদি আইন তৈরী করতুম, তাহ'লে তোমার ফাঁসি দিতুম। স্ত্রী-ঘাতক!!!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(কতিপয় বারাঙ্গনা গান গাহিতেছিল)

১মা। থাম্ থাম্, গান গেয়ে তোদের যে আত্তি মেটে না। কাল সন্ধ্যে থেকে আরম্ভ করেছিস্, আর আজ বেলা ৫টা বাজে।

২য়া। বলি থাম বল্‌লেই কি থামা যায়? তোমার কি? এদিকে ভাঁটা ধ'রে এসেছে, মুখে ব'লছ থাম্, কিন্তু কাজে তো কিছু কসুর দিচ্ছ না। তুমিও তো কাল থেকে এই মাইফেলে সমানে আমাদের সঙ্গে আসর জাগিয়ে ব'সে আছ, বাড়ী যাবার নামটী নেই।

১মা। না, আমি আর ব'সব না, বিরাজকে ব'লে বাড়ী যাই, এদিকে সন্ধ্যেও হ'য়ে এল, দোরে ধুনো গঙ্গাজল দিতে হবে।

২য়া। বিরাজ গেল কোথায়?

৩য়া। বোধ হয় কাঙ্গালীদের খাবার দিচ্ছে। খুব বরাত ভাই, এই বিরাজের; এই পাড়ায় গোলক বাম্‌নী দয়া ক'রে একটা ঘর দিয়েছিল, ওর মা সেইখানেই ওকে নিয়ে থাক্‌ত, পাঁচ বাড়ীর বাসন মেজে, লোকের ফাই ফরমাস খেটে, শুনেছি পালে পার্ব্বণে সময় সময় গঙ্গার ঘাটে ভিক্ষে ক'রে মেয়েটাকে মানুষ ক'রেছে। তবে মেয়ে হ'তেই তার দুঃখ ঘুচ্‌ল। এখন এই পাড়ায় এমন বাড়ী ক'রেছে, গায়ে পাঁচখানা হ'য়েছে, সুদে টাকা খাটায়।

৪র্থী। তা হ'ক বাবু। ভিকিরির মেয়ে বটে, বিরাজের কিন্তু আমাদের মেজাজটা খুব দরাজ। এমন কাপ্তেন মেয়েমানুষ প্রায় তো চোখে ঠেকে না।

৫মা। হ্যাগা! ওর বাড়ী ব'সে খাচ্ছ, আমোদ কচ্ছ, ওরই তো ভাড়াটে,—ওর মা কি ক'রত, না ক'রত, ও ভিকিরির মেয়ে, এ সব কথায় তোমাদের কাজ কি? গোড়ার কথা অমন ধরতে গেলে কারো তো আর জাত থাকে না।

৬ষ্ঠা। সত্যিই তো, যে যেমন দিয়ে এসেছে, সে তেমনি পাবে। ভগবান ওর দিন দিয়েছে, এই দেখ না—এত বিষয় সম্পত্তি, ভোগ করবার জন্তে পেটে একটা জন্মাল না, কালীঘাটে বেড়াতে গিয়ে এক বোষ্টুমী মাগীর কাছ থেকে কেমন এক কুড়ুনো মেয়ে নিয়ে এল। মেয়েটার কি শ্রী! বয়েস কালে ও বিরাজের নাম রাখ্‌বে।

১মা। কমাস হ'য়ে গেল, মেয়েটার তো কেউ খোঁজ খবর নিলে না, বোধ হয় ওর তিন কুলে কেউ ছিল না, গরীবের মেয়ে, পেটের দায়ে বেচে গেছে। তারইতো কাণ-বিঁধুনিতে লুকিয়ে আমাদের এই পাঁচজনকে ব'লেছে। তা চল, আমরাও উঠি। কোথায় গেল বিরাজ? ডাক্ না, তাকে ব'লে যাই।

২য়া। কপাল গুণে মানুষটীও পেয়েছে বেশ। ভোলানাথ তো ভোলানাথ! এত ঝাঁটা লাথি মারে, তা কখনও একটা হাঁ বলে না। ওই তো মায়ের মতন সব থিতুচ্ছে গুছুচ্ছে। শুনিছি, ওরই জন্ম ওর এত টাকা; ওই তো হিমাংশু বাবুর সঙ্গে জুটিয়ে দেয়; তার পর হিমাংশু ফেল হ'ল, ও নিয়ে স'রে পড়্‌ল।

(বিরাজমোহিনী ও ভোলানাথের প্রবেশ)

বিরাজ। কি সর্ব্বনাশ! তা হলে উপায়?

ভোলা। আর উপায়! তখন এত কোরে বল্‌লুম শুনলিনি, এখন জেলে গিয়ে পাথর ভাঙ্গ।

বিরাজ। পাথর ভাঙ্গব কি রে? ওরে মুখপোড়া, বলিস্ কি? পাথর ভাঙ্গব কি? তার চেয়ে বল্—লাথি মেরে তোর মাথাটা ভাঙ্গি!

সকলে। হ্যাঁগা, কি হ'য়েছে গা, কি হ'য়েছে ?

ভোলা। এখুনি জান্‌তে পারবে, কেউ বাদ প'ড়বে না। পুলিশে বাড়ী ঘেরাও ক'রেছে, কারো পালাবার উপায় নেই।

১মা। কি ঠাট্টা কর! পুলিশ আবার আস্‌বে কোথেকে ? এ বাড়ীতে তো আর চোরাই মদ বিক্রী হয় না, কোকেনেরও আড্ডা নেই, তবে পুলিশ কিসের ?

বিরাজ। আমার মাথা ঘুরছে! কি করব, গলায় দড়ী দেবো, না আফিং খাব ? ওগো, তোমরা একটু নীচের ঘরে বোসগো, সত্যিই পুলিশ এয়েছে, ঠাট্টা নয়। কেন, কি বৃত্তান্ত, সবই জান্‌বে বাছা, চেঁচামেচি ক'রো না, নীচের ঘরে একটু বোস গে।

সকলে। ওমা! থাইয়ে দাইয়ে পুলিশ কি গো ?

ভোলা। তাতে তোমাদের ভয় কি ? মরতে মরব আমি, আর এই মাগী। তোমরা একটু বোসগে, ক্রমে সবই জানবে।

৪র্থা। ও বাবা! কাল থেকে যা খেয়েছি, দেখতে দেখতে সবই যে চাল হ'য়ে উঠল! যাই নীচেয় আমার ঘরটায় চাবি দিইগে।

৩য়া। ওমা! বাড়ী থেকে বেরুতে দেবে না নাকি ? পোড়া কপাল পরের বাড়ী ইয়ারকী দেবার!

(বিরাজ ও ভোলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

বিরাজ। এখন কি হবে ?

ভোলা। হাউ চাউ ক'রলে উপায় কি হবে বল্ ? তার চেয়ে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে দেখি কি করতে পারি। তুই Iron chest খুলে দেখ্ নগদ কত টাকা আছে ?

বিরাজ। Iron chest খুলব কি ? টাকা কি হবে ?

ভোলা। তোমায় মাতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন হবে। ন্যাকা মাগী—

টাকায় হয়কে নয় হয়! দেখি, টাকা খরচ ক'রে জেল খাটা মকুব হয় কি না। মেয়েটা কোথায়?

বিরাজ। কাঁদা-কাটা কচ্ছিল ব'লে ছাদে নিয়ে গিয়ে ভুলচ্ছিলুম; ঝির কাছে ছাদেই আছে।

ভোলা। দেখ্ দিখি, কাপড় বেঁধে পাশের বাড়ী দিয়ে আর কোথাও চালান করতে পারিস কি না? নইলে হাতে হাতে ধরলে, প্রথমে তো মারের চোটে হাড় কখানা গুঁড়ো হবে, তার পর জেল—সেতো পরের কথা।

বিরাজ। ওরে, আমার পা কাঁপছে, বুক টিপ্ টিপ্ ক'চ্ছে। কাপড় বেঁধে পারিস্, না হয় ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পারিস্, তুই এই অলুক্ষুণে মেয়েটাকে এখান থেকে সরা। জেল খাট্তে হয় খাটব, আমি এক পয়সাও ঘর থেকে বার ক'রতে পারব না। ওরে মারে, আমার কি হ'ল রে।

ভোলা। চুপ কর্, চুপ কর্, আবার চেঁচায়? যখন বারণ কল্লুম তখন শুন্‌লে না। মা তোর শ থেকে উঠে এসে রক্ষে করবে!

(চিরঞ্জীব ইন্‌স্পেক্টার, পুঁটীরাম ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

ইন্। (ভোলানাথের প্রতি) তোমার নাম ভোলানাথ?

ভোলা। আজ্ঞে না, আমি নরহরি। (স্বগত) নামটা তো এখন চেপে যাই।

ইন্। তুমি বিরাজ, না আর কিছু বল্‌বে? বল?

বিরাজ। আমি ও পোড়ার মুখোর মতন মিথ্যাবাদী নই বাবা! তোমরা, আপনারা?

ইন্। এখনি জান্‌বে। শম্ভুসিং, এই বাড়ীই তো? এই মাগী আর এই ভোলানাথ না নরহরি মেয়েটীকে এই বাড়ীতেই তো রেখেছে? তুমি ঠিক দেখেছ তো?

শম্ভু। হাঁ, হুজুর। আমি ভিকিরি সেজে ১৫ দিন এই পাড়ায় ঘুরে সন্ধান বার ক'রেছি। আজও কাঙালী বিদেয়ের লুচী মিষ্টি এই আমার কাপড়ে বাঁধা। মেয়ে এই বাড়ীতেই আছে, এখনও সরাতে পারে নি।

বিরাজ। ওগো, মেয়ে কি গো! আমার মায়েরই মেয়ে হয় নি, শুনেছি আমি তার কেনা মেয়ে।

ইন্। তুই কালীঘাট থেকে একটা মেয়েকে চুরী ক'রে এনে ক'মাস এখানে আট্‌কে রেখেছিস্, অনেক কষ্টে সন্ধান ক'রে তার খবর পেয়েছি। শম্ভুসিং, তোমরা সব ঘর খুঁজে দেখ, কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছে।

ভোলা। আজ্ঞে, মিছে আর কেন কষ্ট করছেন, দেখছি আপনাদের কাছে লুকিয়ে কোন ফল নেই। সে মেয়ে এই বাড়ীতেই আছে, আমি তাকে এনে দিচ্ছি। (প্রস্থানোদ্যত)

ইন্। ঐ ব'লে সরে পড়বার মতলব—না? দাঁড়াও। শম্ভুসিং, তুমি সঙ্গে যাও। পুঁটীরাম বাবু, আপনিও যান্, দেখুন মেয়েটী আপনার ভাইঝি কি না?

[শম্ভু, পুঁটীরাম ও ভোলার প্রস্থান।

(বিরাজ গমনোদ্যতা)

তুমি যেও না, দাঁড়াও। মেয়ে চুরীর কারবার কদ্দিন ধ'রেছ?

বিরাজ। দোহাই দারোগা বাবু! আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি ক'রে ব'লছি, আমি এর কিছুই জানি না। ঐ মুখপোড়া ভোলা কালীঘাট থেকে একটা মেয়ে কুড়িয়ে এনে বলে, একটা ভিকিরির মেয়ে, আমি দয়া ক'রে তাকে ঠাঁই দিইছি। আমার কোন দোষ নেই।

(পুঁটীরাম প্রভৃতির প্রবেশ)

পুঁটীরাম। (মায়াকে কোলে করিয়া) হ্যাঁ—হ্যাঁ—দারোগা বাবু, দারোগা বাবু, এই আমাদের মায়া, আমার দাদার মেয়ে, আমার

বৌদিদির বুকের ধন! একে হারিয়েই বৌদিদি আমার প্রাণ দিয়েছে।

মায়া। কাকা বাবু! কাকা বাবু! তুমি এত দিন কোথায় ছিলে! আমার মা কোথায়? বাবা কোথায়?

ইন্। সব আছে মা, সব আছে, সব দেখতে পাবে! শম্ভু সিং, তুমিই বার ক'রেছ। সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে তুমি ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পাবে। তা ছাড়া আমি তোমাকে নিজে আর ৫০০৲ টাকা দেব। যদিও আমি জানি, তুমি যা ক'রেছ, তার তুলনায় এ কিছুই নয়। যদি তুমি না সন্ধান ক'রে বার ক'রতে পারতে, তা হ'লে এই ভদ্রলোকের মেয়ের পরিণাম কি হ'ত? উঃ। মনে করলে আর জ্ঞান থাকে না! কি গো,নরহরি বাবু! তোমার আর কিছু বলবার আছে?

ভোলা। আজ্ঞে হুজুর, না।

ইন্। শম্ভু সিং, এই মাগীকে বাঁধ হাতকড়ী লাগাও। আর এই পাজী বদ্মায়েসের কোমরেও দড়ি বাঁধ। দু'জনকে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে থানায় নিয়ে যাও। নরহরি বাবু, ওরফে ভোলানাথ! তোমায় আমি অনেকদিন থেকে চিনি। হিমাংশুর মোসাহেব ছিলে, তার সর্ব্বনাশ ক'রে এখানে আড্ডা নিয়েছ। এইবার যাও, এক সঙ্গে পাথর ভাঙ্গগে। শম্ভু সিং, বাঁধ দু'জনকে। (শম্ভু সিং বিরাজের হাতে হাতকড়ি পরাইল ও আর এক জন ভোলার কোমরে দড়ি বাঁধিল)

বিরাজ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) হায়, হায়! শেষে এই হ'ল! ওগো মাগো! শ' থেকে একবার উঠে এসে দেখ গো! তোমার বড় আদরের বিরাজের হাতে আজ হাতকড়ি পড়েছে গো!

ইন্। অনেকের সর্ব্বনাশ ক'রে অনেক গহনা প'রেছ, লোহার বালা পরাটাই বা বাকি থাকে কেন?

ভোলা। ইনস্‌পেক্টার বাবু! আমি ভদ্রলোক নই। পাজী, মোসাহেব, ইতর, আপনার যা ইচ্ছে ব'লতে পারেন, আমি সব স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। আমি বেশ্যার অন্নদাস, কিন্তু তবু আমি ভদ্রলোকের ছেলে বটে! রাস্তা দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে, ঐ মাগীর সঙ্গে না নিয়ে গিয়ে আমায় একটু আলাদা নিয়ে চলুন। আমি সব সত্যি কথা বলছি। আর আমি আপনার কাছে কিছু লুকোব না। আমি ও মাগীকে বারণ করেছিলুম যে, কুড়ুনো মেয়ে ঘরে আনিস্‌নি, ও আমার কথা শোনেনি। শুধু মেয়ে চুরী নয়! ও মাগীর অনেক গুণ, সব আপনাকে ব'লছি।

ইন্‌। আবার কি গুণ? এর ওপরেও কিছু আছে নাকি?

ভোলা। আমার প্রতি আপনি একটু দয়া ক'রবেন, আমি কিছু লুকোব না, সব ব'ল্‌ছি। আপনি লোকনাথ বাবুর চুরীর মোকদ্দমায় ছিলেন। সে মকর্দ্দমায় হিমাংশু বাবুর স্ত্রী যে সাক্ষী দিয়েছিলেন সে মিথ্যে কথা; এই মাগী হিমাংশুর কাছে টাকা খেয়ে, হিমাংশুর স্ত্রী সেজে সাক্ষী দেয়। আমি সব সত্যি কথা ব'লছি! আপনার পায়ে পড়ি, আপনি দেখবেন, যদি আমার শাস্তি কিছু কমাতে পারেন। আমিও এর সমস্ত পাপ কার্য্যের সহচর।

ইন্‌। বটে! কি ভয়ানক! তাহ'লে এই মাগী আর তোমাদের জন্যে একজন ভদ্রসন্তানের জেল হ'য়েছে? আর সেই হিমাংশু! বড় ঘরে জন্মে তার এমন কুৎসিত আচার! এইবার তার পালা। তারও শিক্ষার প্রয়োজন! পুঁটীরামবাবু, চল, এইবার লোকনাথ বাবুকে খুঁজে বার ক'রতে হবে। শম্ভুসিং, মাগীর কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় নিয়ে চল। ভোলানাথকে আর বাঁধতে হবে না, আমাদের সঙ্গে নিয়ে এস।

বিরাজ। ওরে ও ভোলা! ওগুখেকোর বেটা, ও হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া,

তোকে ল্যাংড়া আম আর দুধের বাটী খাইয়ে শেষ আমার আজ এই হ'ল! তোর জন্যে আমার হাতে হাতকড়ি আর কোমরে দড়ি প'ড়ল! এখন সত্যি ব'লে সাধু হ'য়ে তুমি বাঁচবে মনে ক'রেছ? তোর কুঠ হবে,—মহাব্যাধ হবে! ধর্ম্ম আছেন! ভগবান আছেন!

ভোলা। (স্বগত) তা না থাকলে কুলের কাছে এসে আর ভরা ডুবি হয়? দেখি, অদৃষ্টে এর পর আর কি আছে।

ইন্। নিয়ে চল।

মায়া। কাকাবাবু! মার কাছে যাব, বাবার কাছে যাব!

পুঁটী। চল মা, চল।

ইন্। শম্ভুসিং! পাহারাওয়ালারা সব বাড়ী ঘিরে আছে তো?

শম্ভু। আজ্ঞে হাঁ।

ইন্। বেশ্। এবাড়ীর সব ভাড়াটেদের চালান দাও। সবাইকে সাক্ষী দিতে হবে।

বিরাজ। ওগো মাগো! তুমি আমায় ভুলে কোথায় আছ গো!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কালীঘাটের উপকণ্ঠ—গঙ্গার ধারে একখানি গোলপাতার ঘর, লীলা সুঁচের কাজ করিতেছে।

লীলা। যাই, আর কাজ করলে চ'লবে না, চারটে বাজে, বাবার চা খাবার সময় হ'ল, চা তৈরী করিগে। চোখে ভাল দেখ্তে পান্ না, কিন্তু তবু বাড়ী ব'সে থাকতে পারেন না। চিরকাল খাটা অভ্যাস, সেই দু'টোর সময় বেরিয়েছেন, বল্লেন, একটু রাস্তায় ঘুরে আসি। রোজইতো বেরোন। কি ছিল, কি হ'ল! আত্মীয় কুটুম্বের মুখ

দেখতে হবে ব'লে, এই সহরতলীতে এসে বাস ক'চ্ছেন। নিজের কাছে নিজে যেন কত অপরাধী! আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, দু' চোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারার মত জল পড়ে!

(নীলাম্বরের প্রবেশ)

নীলা। মা, এখনও কাজ করছ? দিন রাত ছুঁচের কাজ করলে চোখ থাকবে ক'দিন?

নীলা। না বাবা! এতে আমার কোন কষ্ট হয় না। ছেলেবেলায় তুমিই তো মেম রেখে ছুঁচের কাজ শিখিয়েছিলে।

নীলা। হ্যাঁ। তখন বুঝতে পারিনি! তখন ভাবিনি যে ছুঁচের কাজ শেখাচ্ছি, লেখাপড়া শেখাচ্ছি, তোমারই পরিশ্রমের অর্থে জীবনধারণ করতে হবে ব'লে।

নীলা। তাতে ক্ষতি কি বাবা? আমি যদি তোমার মেয়ে না হ'য়ে ছেলে হতুম, তা হ'লে আমি রোজগার করলে সে পয়সা কি তুমি নিতে না? সে পয়সা নিতে কি তোমার কোন কষ্ট হ'ত, আক্ষেপ হ'ত?

নীলা। কি জানি! ছেলেয় বুঝি কারো এত করে না! কি সুখে তুমি লালিত হ'য়েছ, কত দাস, কত দাসী, গাড়ী ভিন্ন এক পা'ও নড় নি। তার পর, এই দুরবস্থা!

নীলা। থাক্, বাবা! আপনি রোজ রোজ কেন এ সকল কথা মনে করেন? কেন আমায় কষ্ট দেন?

নীলা। না মা, তোমায় কষ্ট দেবার জন্য বলিনি, বলি আমায় নিজের কষ্ট লাঘব করবার জন্য। ধোঁয়ার মতন, গতজীবনের কত কু-চিন্তা প্রতিদিন হৃদয় আচ্ছন্ন ক'রে রাখে—ব'লে, কথা ক'য়ে সেগুলো একটু হাল্কা করবার চেষ্টা করি।

লীলা। বাবা, তুমি বোস। আমি তোমার চা তৈরী করে আনি।

নীলা। না মা, আর তাতে রুচি নাই। সবই যখন গিয়েছে, পূর্ব্ব-বিলাসিতার একটা মোহই বা থাকে কেন? থাক্, তুমি বোস। আজ অনেক কথা মনে হ'চ্ছে! কেন জান?

লীলা। না!

নীলা। তোমার মা আত্মহত্যা করেছে! আত্মহত্যা ক'রে কি জুড়িয়েছে মনে ক'রছ? নিত্য রজনীতে দেখি, সে যেন এই বাড়ীর চারিপাশে কেঁদে কেঁদে বেড়ায়! কিছুতেই এড়াবার যো নেই! পাপের শাস্তি ইহজীবনে হ'ক্, পরজীবনে হ'ক্ নিতেই হবে,—নিতেই হবে! তোমার মা অপঘাতে ম'ল, আমার এই অবস্থা, হিমাংশু মনে ক'রেছিল তোমার প্রতি এই অত্যাচার, অনাচার, অম্নি যাবে; দুর্দ্দশা ত' হ'য়েইছে, অর্থাভাব, দারিদ্র্য! কিন্তু তার চাইতেও, এই দেখ মা, কাগজে কি লিখেছে।

লীলা। কি লিখেছে বাবা?

নীলা। কি লিখেছে শুন্‌বে? শোন—শোন! প'ড়ে আমি তৃপ্তি পেয়েছি, তুমিও তৃপ্তি পাবে! সে লোকনাথকে জেল খাটিয়েছিল—একটা বেশ্যাকে তোমার নাম ক'রে সাক্ষী দিইয়ে; কিন্তু এতদিন পরে—ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে—একটা মেয়ে চুরীর আস্কারাতে গিয়ে, সে মেয়েও আবার লোকনাথের মেয়ে,—তার সমস্ত রহস্য প্রকাশ হ'য়েছে! যে সামান্যা নারী তোমার নাম গ্রহণ ক'রে বিচারকে কলুষিত করেছিল, সে সমস্ত স্বীকার ক'রেছে। এইবার বোধ হয় হিমাংশুর জেল হবে। হ'ক—হ'ক্! তার পাপের শাস্তি পূর্ণ হ'ক্! সতীলক্ষ্মী মা আমার তুমি, তোমার উপর অত্যাচার প্রকৃতি সইবে কেন?

লীলা। জেল হবে?

নীলা। সম্ভব। যদি প্রমাণ হয় সে স্ত্রীলোক জাল, জেল হবেই।

লীলা। কোন্ থানা থেকে ধ'রেছে ?

নীলা। আলীপুরের যে ইনস্পেক্টর লোকনাথের মোকর্দ্দমা ক'রেছিল. তারই হাতে Case।—তুমি আর কতক্ষণ সেলাই ক'রবে মা ?

লীলা। না. আর বেশী নেই, আমার কাজ শেষ হ'য়েছে। কাল আলীপুরের মহিলা শিল্পমেলা, তাই একটু তাড়াতাড়ি যে কাগজগুলো বাকি ছিল. সেরে নিচ্ছিলেম। আমি তোমায় সকাল সকাল খাইয়ে রেখে মেলায় যাব।

নীলা। মহিলা-শিল্পমেলা ক'রে দেশের কত লোকের যে উপকার হ'চ্ছে, তা ব'লে শেষ করা যায় না। কত অনাথ গৃহস্থ, কত সহায়হীনা বিধবা, সৎপরিশ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের একটা সুযোগ পেয়েছে। নইলে তাদের অবস্থা কি হ'ত ? এই আমাদের অবস্থা দিয়েই দেখনা কেন, চোখে ভাল দেখতে পাইনা. শরীর ভেঙ্গে প'ড়েছে, প্রায় অকর্ম্মণ্য, তুমি মার মত ছেলেটীর ভার নিয়েছো, তাইতে একমুঠো খেতে পাচ্ছি, নইলে কি ক'রতুম ! এখনও একটু বেলা আছে আর একটু ঘুরে আসি. তুমিও কাজ ছেড়ে একটু বিশ্রাম কর।

[নীলাম্বরের প্রস্থান।

লীলা। বিশ্রাম ? ম'রে বিশ্রাম ক'রব ! কিন্তু তাও এখন নয়। করুণাময় ! এই ক'র, যেন আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে বাবার মৃত্যু হয় ! নইলে তাঁকে কে দেখ্‌বে ? (অন্যমনস্কে খবরের কাগজ খানি কুড়াইয়া লইয়া) এই যে, কাগজ খানি ফেলে গেছেন. প'ড়ে দেখি ! সত্যই কি তাঁর জেল হবে ? যদিই হয়, আমিই বা কি ক'রব ? সঙ্গ-দোষে, শিক্ষার অভাবে, সমাজের অবহেলায়, তাঁর এই দশা ! সত্যই কি জেল হবে ? (কাগজ খানি পুনরায় পড়িলেন) যদি প্রমাণ হয়, জেল নিশ্চিত ; এই তো লিখেছে। আমি কি ক'রব ? তবে

একথা না শুনলেই ভাল হ'ত। তাঁর হয়তো এমন অবস্থাও নেই যে পয়সা খরচ ক'রে মকর্দ্দমা করেন! তা আমার কি? আমি শুধু শুধু ভাবি কেন? (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ভগবান! তোমার রাজ্যে সহ্যেরও কি একটা সীমা নেই? বেলা প'ড়ে এল, যাই বাবার খাবার উদ্যোগ করি গে যাই!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মিঃ রায়ের ষ্টুডিও

কতিপয় ভদ্রলোক উপস্থিত

১ম ব্যক্তি। কাগজে দেখলুম, রায় সাহেবের হাতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছবি বাঙ্গলা দেশকে তিনি উপহার দেবেন ব'লে সকলকে তাই তিনি নিমন্ত্রণ ক'রেছেন।

২য় ব্যক্তি। এ রকমটা কেউ কখনও করে নি। লোকটা চিরকালই একটু খেয়ালী।

৩য় ব্যক্তি। একটু খেয়ালী না হ'লে কি বড় artist হয়?

১ম ব্যক্তি। উপহার দেবেন দেশকে; দেশ তো আর হাত পেতে নেবে না; একজন ব্যক্তি বিশেষকে তো দেওয়া চাই?

৩য় ব্যক্তি। ব্যক্তি বিশেষকে কেন? জাতীয় শিল্পমন্দিরে নিয়ে গিয়ে রাখা যাবে। আর তাঁর উদ্দেশ্যও বোধ হয় তাই।

(কালো পোষাক পরিয়া মিঃ রায়ের প্রবেশ)

রায়। এই যে, আপনারা সব এসেছেন—আপনারা এত লোক যে আসবেন আমি আশা করিনি। আমার সৌভাগ্য!

১ম ব্যক্তি। এ আর আপনার সৌভাগ্য কি? বরং এ আমাদেরই সৌভাগ্য যে, আপনি মনে ক'রে আমাদের ডেকেছেন, আর

ডেকেছেন আপনার হাতের আঁকা সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র আমাদের অর্থাৎ এই দেশকে উপহার দেবেন ব'লে।

২য় ব্যক্তি। আপনার উদ্দেশ্য অতি মহৎ; আপনি দেশের গৌরব! আপনি যদি এখানে না জন্মে বিলেতে জন্মাতেন তা হ'লে পৃথিবীর ইতিহাসে আপনার নাম চিরকাল উজ্জ্বল হ'য়ে থাকত!

৩য় ব্যক্তি। কৈ? কি চিত্র দেবেন আমাদের দেখান? আপনার দান আমরা মাথায় ক'রে নিয়ে জাতীয় শিল্প-মন্দিরে স্থাপন করি গে।

রায়। ব্যস্ত হবেন না,—আপনার দেশের বড়লোক, বাঙ্গলার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, আপনাদের সময়ের মূল্য যথেষ্ট। আপনারা যে, সেই অমূল্য সময় নষ্ট ক'রে আমার মত একজন হতভাগ্যের কথায় নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে এখানে এসেছেন, এ আমার পরম সম্মান! আমি চির জীবনের সাধনায় যে চিত্র এঁকেছি, আপনাদের দয়া যে চিত্রের প্রাণ, সে চিত্র আপনাদের না দিয়ে আমি আর কাকে দেব! কে তা গ্রহণ করবার অধিকারী, যোগ্য পাত্র? তাই আপনাদের দান আপনাদের ফিরিয়ে দিচ্ছি, আপনারা গ্রহণ করুন, আমি ধন্য হই!

সকলে। কি উদারতা—কি উদারতা।

রায়। আজ আপনাদের দেখে আমার অনেক কথা মনে প'ড়ছে! কত—কত বৎসর পূর্ব্বে এই দেশে আমি জন্মেছিলেম, এই দেশ—এই বাঙ্গালা—আর আপনারা বাঙ্গালী, এক মায়ের সন্তান—আমার ভাই।

১ম ব্যক্তি। ঠিকই তো—ঠিকই তো! "সপ্তকোটী-কণ্ঠ-কল-নিনাদ-করালে"! আমরা ভাই-ই তো!

রায়। হাঁ, ভাই! তা অস্বীকার করবার উপায় নেই! এক মার পেটের সন্তান, একই স্তন্যে বর্দ্ধিত, একই মায়ের ক্রোড়ে লালিত, কিন্তু,—

১ম ব্যক্তি। এর আর কিন্তু নেই ; বঙ্গজননীর সন্তান আমরা, সম্বন্ধে ভাই ; এর আর কিন্তু কি ?

সকলে। ঠিকই তো—ঠিকই তো ! আমাদের গর্ব্বের সামগ্রী আপনি।

রায়। কিন্তু আপনারা বড়, আমি নগন্য ! নগন্য হ'য়ে জন্মেছিলেম, নগন্য হ'য়েই চ'লে যাব।

১ম ব্যক্তি। না—না ও কথা ব'লে আমাদের অপরাধী করবেন না ; আমরা চিরদিনই আপনার গুণমুগ্ধ।

রায়। সে পরিচয় বরাবরই পেয়েছি, যে দিন দেশ ছেড়ে বিদেশে যাই সেই দিন হ'তে। তার পর এখানে ফিরে এসে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্ত আপনাদের আদরের উত্তাপে অহরহঃ মনে হ'য়েছে, আমি বাঙ্গালী, আপনাদের ভাই, আপনারা আমার গুণমুগ্ধ ! অনাহারের জ্বালা, অভাবের কশাঘাত, সহানুভূতির অত্যাচার প্রতিদিনইতো আমায় মনে করিয়ে দিয়েছে আমি বাঙ্গালী আর আপনারা আমার ভাই, আমার গুণমুগ্ধ ! যে চিত্র আজ আপনাদের দিয়ে কর্ম্মজীবন হ'তে অবসর গ্রহণ ক'রব ব'লে আপনাদের এখানে ডেকেছি, স্বভাবের দেওয়া তুলিকাস্পর্শে সে চিত্র যখন রং-এর পর রং বদলে দিন দিন সম্পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, তখনইতো মনে হ'য়েছে আপনারা আমার ভাই —আমার গুণমুগ্ধ ! এ চিত্র আপনাদের না দিয়ে আর কাকে দেব ?

১ম ব্যক্তি। এ প্রতিভার দান, এ দান গ্রহণ ক'রে বাঙ্গলা ধন্য হবে।

রায়। গ্রহণ ক'রে বাঙ্গলা ধন্য হ'ক আর নাই হ'ক্ কিন্তু এ আপনাদের দিয়ে আমি ধন্য ; কেন না, আপনারা আমার ভাই, আমার গুণমুগ্ধ ! হে আমার সহৃদয় স্বদেশবাসী—আমার গুণমুগ্ধ ভাই, এই চিত্র গ্রহণ করবার পূর্ব্বে, আমার অনুরোধ, আপনারা মনে রাখবেন, আমার এ দান প্রতিভার দান নয়—এ আমার আপনাদেরই কাছ থেকে পাওয়া বাঙ্গলায় প্রতিভার পুরস্কার ! জাতীয় শিল্পমন্দিরে নয়—

বিজাতীয় সমাধিক্ষেত্রে, বাঙ্গলার মৃত্তিকাস্তুপের অন্তরালে এই চিত্র লুকিয়ে রাখবেন, আর যদি ইচ্ছা হয়—তার উপরে বড় বড় অক্ষরে লিখে দেবেন—"বাঙ্গলায় প্রতিভার পুরস্কার!!" এই নিন্, গ্রহণ করুন। (পর্দ্দা টানিলেন ; বিয়েট্রিসের মৃতদেহ একটী কাষ্ঠ ফলকের উপর শায়িত)

সকলে। একি ? একি ? এতো চিত্র নয়! এ যে মৃতদেহ !

রায়। মৃতদেহই হ'ক্ আর চিত্রই হ'ক্, কি আসে যায়! কেন না, যতদিন বাঙ্গলা থাক্‌বে, যতদিন বাঙ্গালী থাক্‌বে, ততদিন এই মৃতদেহ বা এই জীবন্ত অন্নাভাবের চিত্র, অক্ষয় অব্যয় হ'য়ে, বাঙ্গলার উত্তরাধিকারীগণকে অহরহঃ স্মরণ করিয়ে দেবে যে, এ তার পূর্ব্ব পুরুষগণের দান—বাঙ্গালার প্রতিভার পুরস্কার! না খেতে পেয়ে, অনাদরে, উপেক্ষায়, মনোভঙ্গে বাঙ্গলার বাতাসে তার শেষ নিশ্বাসবায়ু মিশিয়ে দিয়ে চ'লে গিয়েছে! দেশ ছেড়ে এই হতভাগ্য বিদেশীকে স্বেচ্ছায় বরণ করেছিল, চির দারিদ্র্য ব্রত সম্পূর্ণ করবার জন্য, বাঙ্গলার মাটী সুজলা সুফলা—সে ব্রত তার পূর্ণ হ'য়েছে, এতটুকু আক্ষেপ নেই! আপনাদের কৃপায়, আপনাদের অনুগ্রহে—হৃদয়বান আপনারা—আপনাদের সহৃদয়তার সে ব্রত পালনে কোন দিন কোন ত্রুটী হয় নি, ত্রুটী আপনারা হ'তে দেন নি!

২য় ব্যক্তি। (৩য় কে জনান্তিকে) কি ভয়ানক! ব্যাপার কি কিছুই তো বুঝতে পারছিনা!

৩য় ব্যক্তি। (জনান্তিকে) এ শব তো এঁর স্ত্রী বিয়েট্রিসের ?

রায়। যখন এই দেহ জীবন্ত ছিল তখন একে খেতে দিতে পারিনি, আজ এই মৃতার সৎকার করি সে অর্থও আমার নেই—তবে আমাদের এই দারিদ্র যজ্ঞ পূর্ণ করবার একটী উপাদান, অতি সযত্নে আমি এতদিন যা রক্ষা ক'রে এসেছি, সেটী সানন্দে আপনাদেরই

সম্মুখে উৎসর্গ ক'রে যাই,—যজ্ঞান্তে দক্ষিণা—হে বাঙ্গালী—হে আমার গুণমুগ্ধ ভাই—আপনারা তা গ্রহণ ক'রে আমায় মুক্তি দিন কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার একটী ভিক্ষা—

১ম ব্যক্তি। কি বলুন বলুন? আমরা থাকতে এই মৃতার সৎকার করবার জন্য অর্থের অভাব হবেনা।

রায়। এই বাঙ্গলায় আমরাই মত কত হতভাগ্য, আপনাদের প্রতিবেশী, আত্মীয়, আপনাদেরই মত বাঙ্গালী, আপনাদেরই অবজ্ঞায়, উপেক্ষায় না খেতে পেয়ে নিত্য পথের ধূলায় তাদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবনকে জোর ক'রে সমাধিস্থ করছে, আপনারা তা দেখেও দেখেন না, তাদের কথা শুনেও শোনেন না। আপনাদের কাছে আমার শেষ ভিক্ষা—হে বাঙ্গালী! হে আমার গুণমুগ্ধ ভাই!—আপনাদের বিলাসিতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে, আপনাদের আহারের অতিরিক্ত—যা হেলায় আপনারা ফেলে দেন তা থেকে এক মুঠো, যৎসামান্য, অপব্যয় ক'রে তাদের বেঁচে থাকতে দেবেন; তাদের পুত্র কলত্রদের পথের ভিখিরী হ'তে দেবেন না! আমার জন্য কিংবা এই মৃতার জন্য, আপনাদের সকল চিন্তার অবসান এই খানেই হ'ক্। (পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া আত্মহত্যা করিলেন।)

সকলে। একি! একি!! একি হোল? আত্মহত্যা ক'রলে?

১ম ব্যক্তি। দেখ, দেখ।

২য় ব্যক্তি। ওঃ গুলি মস্তিষ্ক ভেদ ক'রে বেরিয়েছে; কোন আশা নাই!

৩য় ব্যক্তি। তাইত! কি ফ্যাঁসাদে ফেল্‌লে—আবার সাক্ষী দিতে হবে নাকি?

৪র্থ ব্যক্তি। সেতো দিতেই হবে। এখন এই মৃত মহাত্মার সম্মানার্থ ফুল দিয়ে এই মৃত দেহ সজ্জিত করবার ব্যবস্থা করা উচিত।

১ম ব্যক্তি। হাঁ—হাঁ—উচিত—উচিত ; আমি চাঁদা দেবো, যত টাকা লাগে।

২য় ব্যক্তি। আমি ২০০৲ টাকা দেবো।

৩য় ব্যক্তি। আমি ৫০০৲

৪র্থ ব্যক্তি। আমি ৫০০০৲। শুধু ফুল দিয়ে দেহ সাজালে হবে না, যে রাস্তা দিয়ে এই দেহ নিয়ে যাওয়া হবে, সেই রাস্তা ফুল দিয়ে ছেয়ে দিতে হবে, যত টাকা লাগে আমি দেবো।

(ইন্‌স্পেক্টারের প্রবেশ)

ইন্‌স্পেক্টার। আর যখন এ ব্যক্তি বেঁচেছিল তখন আপনারা একবার খোঁজও নেন নি এর দিন চলে কিসে, এ এক মুঠো খেতে পেলে কি না?

১ম ব্যক্তি। এসব দেশের কাজ, এসব তো ক'রতেই হবে, নইলে—

ইন্‌স্পেক্টার। নইলে আপনাদের নাম হবে কেন? আপনারা বড় লোক, অর্থ আছে, মাঝে মাঝে এরকম সুযোগ না পেলে আপনাদের অর্থের সদ্ব্যবহার হবে কিসে? বেঁচে থেকে না খেতে পেয়ে মরুক, কি যায় আসে! মরবার পর Monument কি Marble Statue এতো ক'রতেই হবে, নইলে বাঙ্গালী যে মানুষ হ'চ্ছে সেটা জাহির হবে কেমন ক'রে? বিলেতের Times এ লিখ্‌বে—অমুক রাজা অমুক মহারাজা এত টাকা চাঁদা দিয়েছেন! কি জাতীয় মর্য্যাদা বোধ!

১ম ব্যক্তি। কে আপনি, এমন গুরুতর বিষয় নিয়ে রহস্য ক'চ্ছেন! একটু মমতা নেই?

ইন্‌স্পেক্টার। থাক্‌বে কেমন ক'রে। যে কাজ করি তাতে মমতা রাখলে তো চলেনা। আপনারা শুনলে এখনি হয় তো, চেঁচিয়ে সাহস না হোক, মনে মনেও গালাগালি দেবেন।

২য় ব্যক্তি। কে আপনি?

ইন্‌স্পেক্টার। বিশেষ কেউ নই, পুলিসে সামান্য চাকরী ক'রে খাই। এখানে কি একটা Meeting হবে Advertisement দেখেছিলুম, একটু প্রচ্ছন্ন ভাবে পাশেই ছিলুম, লক্ষ্য রাখছিলেম কি হয়, কিন্তু ব্যাপার যে এতটা গড়াবে তা আমিও বুঝতে পারিনি! আপনারা ফুল টুল যা ছড়াবেন তার ব্যবস্থা একটু পরেই ক'রবেন। লাস আমাকে morgueএ নিয়ে যেতে হবে, ইনি suicide করেছেন আপনারা তার সাক্ষী; অনুগ্রহ ক'রে আমার সঙ্গে আসুন।

১ম ব্যক্তি। ওঃ যথার্থ-ই ইন্দ্রপাত হোল!

২য় ব্যক্তি। এত বড় একটা Genius!

৩য় ব্যক্তি। বরাবরই একটু পাগলামীর ছিট ছিল। পরিণাম বড়ই শোচনীয় হোল!

চতুর্থ দৃশ্য

আলিপুরের উপকণ্ঠ

একটা সামান্য খোলার ঘর, একখানি সামান্য মোড়ায়
বসিয়া হিমাংশু, গায়ে একখানা ছেঁড়া জামিয়ার।
একজন আধাবয়সী স্ত্রীলোক—নাম মাতঙ্গিনী,
তামাক সাজিয়া কলিকায় ফুঁ দিতেছিল।
হিমাংশু চা খাইতেছিল।

হিমাংশু। চা'টা ভারি বিশ্রী; কোত্থেকে এনেছিস?

মাতু। রোজ যেখানে থেকে আনি, বেনের দোকান। এক পয়সা প্যাকেট।

হিমাংশু। বেনের দোকান! ছিঃ—ছিঃ—সাহেবরা যে চা খেয়ে ফেলে দেয়, সেই গুলো শুকিয়ে তাদের খানসামারা বেচে। এ ছাই আনিস্ কেন? ভাল চা আন্‌তে পারিস্ নি?

মাতু। ভাল হবে কোত্থেকে ? যেমন দাম তেমনি দক্ষিণে তো ? তোর তো এক পয়সারও মুরোদ নেই ! ছোট একখানি মুদির দোকান, তা থেকে কি আজ কালকার দিনে ঘর ভাড়া দিয়ে দুটো লোকের পেট চলে ? তার ওপর তোমার পয়সা নেই, বায়নাক্কা তো কিছু কমেনি !

হিমাংশু। নে, নে, থাম্, আর ব'কৃতে হবে না।

মাতু। ব'কব না কেন ? কার ধার ক'রে খেয়েছি ? মদ জোটেনা, তার বদলী আফিম ধ'রেছিস্। তিন বার ক'রে চা খাওয়া আছে। চপ্ কাটলেট খাওয়ার মুখ, পেঁয়াজ দিয়ে একটা তরকারী না ক'রলে রাত্তিরে খেতে পারিস্ নি। সিগারেট জোটে না, বিড়ি আছে। খোসবো তেল না হোলে নাওয়া হয় না। এসব জোটে কোত্থেকে ? যখন পয়সা ছিল, তখন জুড়ী গাড়ী চ'ড়ে, মোসাহেবদের খাইয়ে, বাইজী রেখে, নবাবী করিছিস্। এখন তো যা করে এই মাতু বাইজী ! বেজার হোলে আমি কি ক'রব বল্ ?

হিমাংশু। দে, দে, তোর তামাক ধ'রল ? দে, চা খেয়েও আফিংএর নেশাটা কেমন ধ'রছে না। আর একটু ক'রে মাত্রা না বাড়ালে— ওঃ যে গা হাত পা কামড়ায় ?

মাতু। (হুঁকা দিয়া) আর মাত্রা বাড়িয়ে কাজ নেই। ১২৲ টাকা ক'রে চালের মণ। আফিংএর দরও তো দিন দিন বাড়ছে। চ'লবে কি ক'রে ? বেটা ছেলে, গতর খাটিয়ে দু' পয়সা রোজগার করনা ? আমি মেয়েমানুষ, আমি পারি—আর তুমি পার না ?

হিমাংশু। পারলে কি আর তোর মুখনাড়া খাই ! সে অভ্যেস যে কোন কালে করিনি ! চিরকাল চাকর রেখে এসেছি, বাবুগিরি করেছি। শেষ দশায় যে এই হবে তা কি জানতুম ? তোর কথা ছেড়ে দে ! তোর ব্যবসাবুদ্ধি কত ? একটা আপিসে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে মুচ্ছুদ্দীগিরী ক'রতে পারতিস !

মাতু। তা মিছে নয়! বয়েসকালে কত মুচ্ছুদ্দীকে ঘোল খাইয়িছি। আমারও তো পিরীত ক'রে সর্ব্বস্ব গেল! নইলে আমারও তিন খানা বাড়ী ছিল, পাঁচ সুট গহনা ছিল। আমি কত লোককে খাইয়িছি। বরাত মন্দ. তাই এই বয়েসে মুদীর দোকান ক'রতে হোয়েছে। আগে খেয়ে উঠ্‌লে, বাবু ডাব কেটে মুখে ধ'রত, এখন আমিই ডাব কেটে বেচ্‌ছি!

হিমাংশু। বেঁচে থাক মাতু, তুমি ডাব কেটেই বেঁচে থাক। তুমি যদি ডাব না কাট্‌তে তো আমার দিন কাট্‌ত কি করে? লাখ টাকা আয়ের সম্পত্তি, কর্পূরের মত উড়ে গেল! বাড়ীতে একটা সোনার অন্নপূর্ণা ছিল, শেষ দশায় সেটাকে পর্য্যন্ত মুগুর পিটে ভেঙ্গে ইয়ার্কী চালালুম! একদিনও নজর ছোট করিনি, ইয়ার্কীর কামাই দিইনি; এখন দেখনা, সেই আমি মাতঙ্গিনী মুদিনীর আগড়ে বাঁধা, কামিক্ষ্যের ভেড়া; আফিং খেয়ে ঝিমুই, আর তোমার মোলায়েম হাতে সাজা খরসান খেয়ে কাশী! যে শালাদের সঙ্গে চিরকালটা আমোদ ক'রে এলুম, না খেয়ে খাইয়েছি, আমি জুতো কিনে দিয়েছি তবে প'রেছে, সে শালারা দেখা হোলে আর চিন্‌তে পারে না, মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়। বাঃ—শালারা, ছোট লোক, নেমকহারাম! কিন্তু দোহাই মাতু! তুমি যেন আর এ বয়সে আমার সঙ্গে বেইমানী ক'র না! তাহ'লে আমার যকৃতের ব্যাথায় ফোমেণ্ট করবার লোকাভাবে ম'রে যাব।

মাতু। আমার কি আর বেইমানী করবার বয়েস আছে রে মুখপোড়া।

(দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

১ম। হিমাংশু চৌধুরী এখানে থাকে?

হিমাংশু। কে বাবা? দিব্যি আফিংটা খেয়ে মৌজ কচ্ছিলেম, কে সে মৌজ ভাঙ্গতে এলে? হিমাংশু চৌধুরীকে কি দরকার?

১ম। আপনিই হিমাংশু চৌধুরী?

হিমাংশু। হ্যাঁ—তাইত বরাবর জানি। সন্দেহ হয়, এই মাতু বাড়ী-ওয়ালীকে জিজ্ঞাসা কর। ইনিই আমার জামিন।

১ম। আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে, এই দেখুন, আপনাকে এখুনি আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

হিমাংশু। ওয়ারেণ্ট! কিসের?

১ম। সে সব থানায় গিয়েই শুনবেন। মানুষ জাল ক'রলেই হয় না।

হিমাংশু। মানুষ জাল?

১ম। বিরাজমোহিনী বোলে একটা বেশ্যাকে আপনার স্ত্রী সাজিয়ে একটা Criminal Caseএ সাক্ষী দিইয়েছিলেন; মনে আছে?

হিমাংশু। বিরাজমোহিনী! মিথ্যা কথা। বিরাজমোহিনী কে?

মাতু। তোর মাসীরে মুখপোড়া, তোর মাসী!

হিমাংশু। জাল সাজাব কেন? আমার স্ত্রীইতো সাক্ষী দিয়েছিল।

১ম। আদালতে সে সব কথা ব'লবেন। উপস্থিত অনুগ্রহ ক'রে একবার আমাদের সঙ্গে থানায় আসুন। না এলে অগত্যা বাধ্য হোয়ে আমায় আপনার হাত ধ'রতে হবে।

হিমাংশু। (স্বগত) এ আবার কি হল? সত্যিই তো ওয়ারেণ্ট! না গেলেও ত উপায় নেই। কি করি?

১ম। ভাবছেন কি? আমাদের সঙ্গে পাহারাওয়ালা আছে, ডাক্‌ব?

হিমাংশু। না, তার দরকার নেই, আমি আপনিই যাচ্ছি। কোথা যেতে হবে?

১ম। উপস্থিত থানায়।

মাতু। কোথায় কি ক'রেছে গো? আবার পুলিশ হাঙ্গামা কেন?

হিমাংশু। দেখ্, আমি থানায় চল্লুম, তুই পারিস্ তো আমায় জামিনে খালাস ক'রে আনিস্। নইলে হাজতে থাক্‌লে আমি ম'রে যাব।

১ম। চলুন।

হিমাংশু। চলুন।

[সকলের প্রস্থান

মাতু। যখন বাড়ীওয়ালী ছিলাম, বাড়ীর পাটা দেখিয়ে কত মাতালকে জামিনে খালাস ক'রে এনেছি। আর কি আমার সেদিন আছে যে জামিন হব! যাই একবার মানদার বাড়ী, দেখি সে কি পরামর্শ দেয়। [মাতুর প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

আলীপুর থানা

(ইন্‌স্পেক্টর, পুঁটীরাম, মায়া প্রভৃতি)

ইন্। মাগীটার তিন বছর জেল হ'ল। ভোলানাথ সত্যি কথা বলেছিল বোলে হাকিম দয়া ক'রে তার শাস্তি একটু কম ক'রেছেন। একেবারে খালাস হোলনা, এক বছর জেল হোল। কিন্তু, বিরাজকে যে জাল লীলা সাজিয়ে সাক্ষী দিইয়েছিল, তা প্রমাণ হোলে, হিমাংশু, বিরাজ, ভোলা তিন জনেরই গুরুতর শাস্তি হবে। হিমাংশু আর ভোলা দুজনেই মিথ্যে সনাক্ত করেছিল, দু জনেরই জেল অকাট্য, বিরাজের ত কথাই নেই। এখন লোকনাথ বাবুকে পেলে হয়? এ জাল মকর্দ্দমায় সরকার ফরিয়াদী হোলেও লোকনাথ বাবুকে একান্ত আবশ্যক।

পুঁটী। বৌদিদির মরার পর কোন রকমে ত তার সৎকার ক'ল্লেন! দাদা কিন্তু সেই থেকে কেমন একরকম হোয়ে গেলেন। কথা মোটেই কইতেন না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চারিদিকে চেয়ে থাক্‌তেন, তার পর হঠাৎ একদিন রাত্রে ঘুম থেকে উঠে দেখি, দাদা পাশে নেই! এত খুঁজলুম, আর তাঁকে বার ক'রতে পারলুম না। আমার বোধ হয়, মনের দুঃখে কোথাও বিবাগী হোয়ে গিয়ে থাক্‌বেন।

ইন। সম্ভব। আমিও চারদিকে হুলিয়া ক'রেছি, খুঁজে তাঁকে বার করা যাবেই, তবে দু'দিন অগ্র পশ্চাৎ!

মায়া। কাকাবাবু! মার কাছে কখন যাব?

পুঁটী। ইন্‌স্পেক্টর বাবু, কি ক'রে বোঝাই বলুন দেখি? ঘুমিয়ে থাকে, মা মা ক'রে কেঁদে উঠে; এর কষ্ট আর ত দেখা যায় না!

ইন। তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি। কিন্তু উপায় কি? লোকনাথ বাবুকে পেলেও কতকটা আশ্বস্ত হবে।

মায়া। আমি মার কাছে যাব।

পুঁটী। যেও মা! তোমার মা কালীঘাটে পুতুল কিনতে গেছে, এখুনি আস্‌বে।

মায়া। মা তো সে অনেকদিন গেছে, এখনও পুতুল কেনা হোল না? কাকাবাবু, বাবা কোথায়?

পুঁটী। কলকাতায় চাকরী ক'র্ত্তে গেছেন।

মায়া। কি ক'রে চাকরী করে কাকাবাবু? আমি বাবার সঙ্গে চাকরী কোর্ব্ব! বাবা আসুক, মা আসুক, এমন ঝগড়া কর্ব্ব,—দেখো না! আমি কদ্দিন তাদের জন্যে কাঁদছি, তারা আসে না কেন কাকাবাবু?

ইন। আমার স্ত্রী এখানে থাকলে কতকটা ভুলিয়ে রাখতে পারত, তবু তোমাকে পেয়ে অনেকটা ভুলে আছে! এরা দেরী করছে কেন? বোধ হয় হিমাংশুকে এখনও warrant ধরাতে পারেনি। পুঁটীরাম বাবু, তুমি মায়াকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে এস, একটু অন্যমনস্ক হবে। ছেলেমানুষ!

পুঁটী। চল মা! আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

মায়া। কোথায় যাব? মার কাছে!

পুঁটী। মার কাছে এখন নয়। সে রাত্তিরে যাব মা, এখন চল তোমায় খেলনা কিনে দিইগে।

মায়া। খেলনা আমার ভাল লাগে না। আমি মার কাছে যাব, মাকে দেখি নি,—সেই কাল থেকে!

পুঁটী। তাই চল মা, তাই চল। [উভয়ের প্রস্থান।

ইন। এইটুকু মেয়ে,—ও কি পাপ করেছিল যে ওকে এত কষ্ট পেতে হ'চ্ছে? এই সব দেখেই জন্মান্তর না মেনে থাকা যায় না।

(দুইজন পুলিস কর্ম্মচারীর সহিত হিমাংশুর প্রবেশ)

এই যে? একে পেয়েছ?

১ম। হ্যাঁ। মাতু মুদিনীর বাড়ীতেই warrant ধরাই। সেইখানে থেকেই বরাবর নিয়ে আসছি।

ইন। বসুন। আচ্ছা, তোমরা যাও বিশ্রাম করগে।

[কর্ম্মচারী দ্বয়ের প্রস্থান।

আপনার নামে warrant করা হোয়েছে কেন জানেন? শুনেছেন নিশ্চয়?

হিমাংশু। কতক কতক শুনেছি, কিন্তু আপনারা আমার নামে এ মিছে case করবার চেষ্টা করছেন কেন? এর পর মারা যাবেন জানেন?

ইন। তার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। এরকম জাল জুচ্চুরী ধোরে অনেকবারই মারা গেছি, না হয় আর একবারও যাব। কিন্তু আমার বোধ হয় আপনি এখনও সব ভাল শোনেন নি, তাই এত মুখ সাপট ক'চ্ছেন; শুনলে বোধ হয় আর কথা ক'বেন না।

হিমাংশু। কি শুনি?

ইন। আপনি লোকনাথ বাবুর চুরীর মকর্দ্দমায় বিরাজ বোলে একটা বেশ্যাকে আপনার স্ত্রী সাজিয়ে সাক্ষী দিইয়েছিলেন। এবং আপনি ও আপনার একজন মোসাহেব ভোলানাথ, বিরাজকে লীলা ব'লে সনাক্ত ক'রেছিলেন।

হিমাংশু। মিথ্যা কথা।

ইন। ব্যস্ত হবেন না, শুনুন। সেই বিরাজ আর ভোলানাথ একটী মেয়ে চুরী ক'রে ধরা পড়ে। তাদের দু'জনেরই জেল হোয়েছে। আর তারা দু'জনেই হাকিমের কাছে স্বীকার করেছে যে, আপনি বিরাজকে আপনার স্ত্রী লীলা বোলে false identification ক'রেছেন। কেমন? একথা সত্য কিনা?

হিমাংশু। সে কথা হাকিমের সামনে বলব, আপনার সামনে নয়। (স্বগতঃ) এইবার সেরেছে। বিরাজী যে একটা মেয়েকে কোত্থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসে, আমি সে খবর পেয়ে বেটীকে জব্দ করবার জন্য পুলিসে বেনাম ক'রে চিঠি লিখি। বোধ হ'চ্ছে, সেই চিঠি পেয়ে পুলিস তদন্ত ক'রে বিরাজকে আর ভোলাকে ধ'রেছে। আর তারাই পুলিসের ভয়ে সব কথা প্রকাশ ক'রেছে। এখন জেল থেকে বাঁচবার ত কোন উপায়ই দেখছিনে।

ইন। এখন প্রমাণের ওপর নির্ভর ক'রবে আপনার জেল হবে কি আপনি মুক্তি পাবেন? কিন্তু আমার যতদূর বিশ্বাস, আপনি জেল থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবেন না। তবে বড় ঘরের ছেলে, অসৎ সঙ্গে একটা মহাপাপ ক'রে ফেল্‌ছেন! যদি সত্য কথা বোলে কেঁদে কেটে হাকিমের পায়ে ধ'রে ক্ষমাভিক্ষা করেন, তা হ'লে বোধ হয় শাস্তি কিছু কম হোতে পারে? নইলে আপনাকে একেবারে জেল থেকে অব্যাহতি দিতে পারে এমন ত কাউকে দেখছিনে।

(লীলার প্রবেশ)

কে তুমি? কাকে খোঁজ?

লীলা। ইন্‌স্পেক্টর বাবু কে? তিনি কোথায়?

ইন। তাঁকে কি দরকার?

লীলা। বিশেষ কোন গোপনীয় কথা আছে, আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'রতে চাই।

ইন। আমিই এই থানার ইন্‌স্‌পেক্টর। কি দরকার আপনার ?

লীলা। আমার কথা কারো সামনে বলবার নয়, আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে—

ইন। বেশ! (হিমাংশুর প্রতি) আপনি পাশের ঘরে একটু অপেক্ষা করুন। কেউ যতক্ষণ না জামিনে খালাস ক'চ্ছে, আপনাকে হাজতে থাকতেই হবে। তবে এখানে রাখব কি জেলে চালান দেব,—আমি হাকিমের অনুমতি নিতে পাঠাচ্ছি, এলেই আপনি জানতে পারবেন। (হিমাংশু উঠিল) দাঁড়ান। হুকুম ছিল আপনাকে ধ'রে হাতে হাতকড়ি দেওয়ার। মাপ ক'রবেন। আমি আইনের চাকর। আপনাকে অম্নি এনেছে, অন্যায় ক'রেছে। আমি আর সে অন্যায় করতে পারি না। এই হাতকড়ি আপনার হাতে পরিয়ে দিচ্ছি! এই পাশের ঘরে অন্য আসামীদের সঙ্গে অপেক্ষা করুন গে।

হিমাংশু। হাতকড়ি দেবেন না, হাতকড়ি দেবেন না—আমি ভদ্রলোক!

ইন। আপ্সোষ এই যে, সব সময় আপনাদের মনে থাকে না যে, আপনারা ভদ্রলোক! নইলে ত পুলিসের কাজ বার আনা ক'মে যেত।

(হিমাংশু হঠাৎ লীলাকে দেখিল)

হিমাংশু। এঁ্যা—একে ?

লীলা। (স্বগতঃ) এই আমার স্বামী!

ইন্। (হিমাংশুর প্রতি) আপনি এঁকে চেনেন নাকি ? (লীলার প্রতি) কে আপনি ?

লীলা। আমি—আমি—

হিমাংশু। তুমি, তুমি,এখানে ? আমার বিরুদ্ধে, এই ষড়যন্ত্রের,তুমি, তুমি।

লীলা। ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু! আমি আপনাকে গোপনে যে কথা ব'লব

বলছিলেম, তার অর্দ্ধেক বলা হবে এই একটী কথায় যে, আপনার সম্মুখের এই আসামী আমার স্বামী! আর আমি এঁর স্ত্রী—লীলা!

ইন। একি রহস্য?

লীলা। রহস্য নয়—সত্য! এ কথা বোধ হয় আমার স্বামীও অস্বীকার করবেন না।

হিমাংশু। (স্বগতঃ) যেটুকু আশা ছিল, এইবার দেখছি তাও গেল! আমার স্ত্রী যদি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়, তা হ'লে আমার বাঁচবার কোন আশাই নেই। হায়—হায়! দেখছি এইবারেই একেবারে গেলুম।

ইন্। ভালই হয়েছে, তুমি আপনিই এখানে এয়েছ। এ মকর্দ্দমায় তোমাকেও প্রয়োজন হোত! তোমাকে নিয়েই Case, তুমিই প্রধান, সাক্ষী! তবে তোমাকে খুঁজে বার করতে একটু কষ্ট হোত—দৈবানুগ্রহে সে কষ্টের লাঘব হোল। তোমার স্বামী একটা বেশ্যাকে তুমি বোলে পরিচয় দিয়ে একজন ভদ্রলোককে জেল খাটিয়েছে। সে বেশ্যা এখন জেলে! সে স্বীকার ক'রেছে যে, তোমার স্বামীর কাছ থেকে ২০০০৲ টাকা ঘুষ নিয়ে, তোমার নাম গ্রহণ ক'রেছিল।

লীলা। সে মিথ্যা কথা। সে বারাঙ্গনা তখন ঘুষ নিয়ে আমার নাম গ্রহণ করেনি, বরং এখন আমার স্বামীকে জব্দ করবার জন্য ঘুষ নিয়ে মিথ্যা কথা বলছে। লোকনাথ বাবুর মকর্দ্দমায় আমিই সাক্ষী দিয়েছিলেম—সে নয়। আপনি আমার স্বামীর বিরুদ্ধে Case withdraw করে নিন্; তাঁকে মুক্তি দিন; অনুগ্রহ ক'রে তাঁর হাতের হাতকড়ি খুলে নিতে বলুন।

হিমাংশু। (স্বগত) একি লীলা? সত্যই আমার স্ত্রী লীলা? না—না—সেইই ত? কি বল্লে? আমার বিরুদ্ধে? না আমার স্বপক্ষে? ঠিক তো বুঝতে পারছি নি?

ইন। আপনি কি সত্যই হিমাংশু বাবুর স্ত্রী?

লীলা। আপনি পুলিসের লোক, একটু অনুসন্ধান করলেই জানতে পারবেন। আমি অন্য কেউ জাল লীলা সেজে এখানে আসিনি।

হিমাংশু। না—না—এই তো লীলা—আমার স্ত্রী—কিন্তু—

ইন্। না, না, আমার অপরাধ হয়েছে, আমায় তুমি ক্ষমা কর। তুমি যে হিমাংশু বাবুর স্ত্রী তা তোমার মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি! আর মা, এও বুঝতে পাচ্ছি যে, তুমি তোমার স্বামীকে বাচাবার জন্যে আমার কাছে এখন মিথ্যা বলছ যে, লোকনাথের মকর্দ্দমায় যে সাক্ষী দিয়েছিল, সে একটা বেশ্যা নয় তুমি—।

লীলা। এ আপনার অনুমান মাত্র, এ অনুমানের মূলে কোন সত্য নেই। আপনি আমার স্বামীর বিরুদ্ধে যে মানুষ জাল করবার cherge দিচ্ছেন বরং তাই সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার স্বামী নির্দ্দোষ। আমার স্বামীর বিরুদ্ধে যারা বলেছে তাদের একজন বারাঙ্গনা এবং আর একজন আমার স্বামীরই অন্নে পালিত নীচ চাটুকার! স্বামীর যখন অবস্থা ভাল ছিল, তখন তারা তাঁর সর্ব্বনাশ করেছে, আর এখন তাঁর এই দুরবস্থায় তাঁর উপর হীন প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তাঁকে এই বিপদে ফেল্‌ছে।

ইন্। বেশ! স্বীকার করলুম, তোমার স্বামীর কোন দোষ নেই। কতকগুলো দুষ্ট লোক তাঁকে জেলে দেবার জন্য একটা ষড়যন্ত্র করেছে মাত্র। কিন্তু মা, মকর্দ্দমা নির্ভর ক'রবে তো প্রমাণের উপর, তোমার কথা তো আদালতে সত্য বোলে গ্রাহ্য হবেনা, কেন না, যে বিরাজ মোহিনী তোমার হোয়ে Commissionএ সাক্ষ্য দিয়েছিল নথিতে তো তার নাম সই আছে সে নাম সইয়ের সঙ্গে তোমার সই তো মিল্‌বে না। আর সে হাতের লেখা যে বিরাজের তা প্রমাণ কর'তে তো বেশী কষ্ট পেতে হবে না।

লীলা। ইন্‌স্পেক্টারবাবু! আমার স্বামীকে মুক্তি দিতেই হবে।

কিছুতেই আপনি তাকে জেলে দিতে পাবেন না। নথিতে লীলা বোলে যে নাম সই আছে, সে নাম সই আমার। এখন যদি সে পুনরায় ঠিক সেই রকম নাম সই করে তা হ'লে বুঝব, সে যখন আমার স্বামীর বাড়ীতে ছিল, তখন কোন কু-অভিসন্ধিতে আমার নাম জাল অভ্যাস ক'রে ছিল।

ইন। (হাসিয়া) পাগল! মা, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার স্বামীকে মুক্ত করবার জন্য তুমি জ্ঞানশূন্যা! কিন্তু মা! একটা কথা বোঝ! এখন তোমাকে হাকিম যদি তোমার নাম সই ক'রতে বলেন, তা হ'লে সে সইয়ের সঙ্গে নথির পূর্ব্বেকার সই মিল্‌বে কেন? তখন ত তুমি ধরা পড়বে যে, তোমার মিথ্যা কথা?

লীলা। না, আমি ধরা পড়ব না! সই করতে হয় তো এই আঙ্গুল দিয়ে কলম ধ'রে? মকর্দ্দমার পূর্ব্বে আমার এ আঙ্গুল আমি কেটে ফেল্‌ব। বলব যে, ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে এ আঙ্গুল আমার নষ্ট হোয়ে গেছে, এখন আমি আর পূর্ব্বের মত সই ক'রতে পারি না। আর বিবাহের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত আমি কালী-কলমের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিনি। আপনারা আমার আগেকার নাম সই খুঁজেও বার ক'রতে পারবেন না। কথায় কথায় সময় যাচ্ছে। ইনস্পেক্টর বাবু, আপনি আমার মনোভাব বুঝুন; বুঝে আমার স্বামীকে মুক্তি দিন, এই আমার ভিক্ষা। আপনি আমার পিতৃ-তুল্য; আপনার যদি কন্যা থাকেন, তা হোলে আমাকে আপনার সেই কন্যা মনে ক'রে আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন। দোহাই আপনার! আপনি নিষ্ঠুর হবেন না, আমার স্বামীকে জেলে দেবেন না! আপনাকে প্রণাম! আমি চল্লেম! আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। রাত্তির হোয়ে আস্‌ছে।

(প্রস্থানোদ্যতা)

হিমাংশু। (স্বগতঃ) এই আমার স্ত্রী ! সেই লীলা—যে আমাকে গুলি করতে গিয়েছিল !

ইন। মা, যেও না, দাঁড়াও ! ছেলেবেলাকার কথা জানিনি, কিন্তু জ্ঞান হোয়ে অবধি এ বয়স পর্য্যন্ত কেউ কখনও আমার চোখে জল দেখেনি ! কিন্তু আজ চোখের জল আর দারোগার শাসন মানছে না। মা, আমি সব বুঝতে পেরেছি ! তোমার সহিত তোমার স্বামীর পূর্ব্বকার ব্যবহার, তোমার স্বামীর চরিত্র, এখনকার তার অবস্থা, সবই আমি জানি ; এ সমস্ত জেনে শুনেও, প্রত্যক্ষ দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিনি যে, তোমার মতন স্ত্রীও এ দুর্দ্দিনে এখনও বাঙ্গালায় থাকা সম্ভব। কঠিন কর্ত্তব্য আমার সম্মুখে, কি ক'রব—কিছুই বুঝতে পারছিনি। একদিকে তুমি, কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণা, স্বামীকে মুক্ত করবার জন্য সাবিত্রীর ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আর একদিকে কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ তোর এই বৃদ্ধ সন্তান ! কি ক'রব জানি না ! তবে এটা বেশ বুঝতে পারছি, চাকরী করা আমার অদৃষ্টে আর বেশী দিন সইবে না ! আমি কোন কথা লুকোবো না। হাকিমের কাছে সমস্ত কথা খুলে ব'লব ! ব'লব—যে, দয়ার চেয়ে আইন আর নেই ; দেখি তিনি যদি দয়া করেন, তোমার স্বামীকে মুক্তি দেন। আর আমার বিশ্বাস, তোমার কল্যাণে বোধ হয় এতে আমি অকৃতকার্য্যও হব না ! হিমাংশু, তোমার হাতকড়ি খুলে দিলুম। দেখি, তোমার স্ত্রীর জন্য তোমায় জেল থেকে বাঁচাতে পারি কিনা ?

লীলা। তা হোলে আসি বাবা ! কন্যার প্রণাম গ্রহণ করুন ! কি আর বলব—আমি বড় অভাগিনী ! এই কাগজটুকু রাখুন, এতে আমার ঠিকানা লেখা আছে, যদি প্রয়োজন হয়, এইখানে আমার সন্ধান করলেই আমাকে পাবেন। [প্রস্থান।

ইন। যাও মা! বাঙ্গালার ঘরে ঘরে যেন তোমার স্থায় আদর্শ স্ত্রী জন্মায়! তা হ'লে আর অন্য দেবীর পূজার প্রয়োজন হবে না। আসুন, হিমাংশু বাবু।

হিমাংশু। (অস্ফুটস্বরে) সে কি চলে গেছে? আমি কি এতক্ষণ চৈতন্য হারিয়েছিলেম!

ইন। ভাবছেন কি, চলুন!

হিমাংশু। দারোগা বাবু, দাঁড়ান, আমি মুক্তি চাই না, যাতে আমার জেল হয় তাই করুন; আর আমি মিথ্যা বলব না। আমিই জাল লীলা সাজিয়েছিলুন, আমি জালিয়াৎ, জোচ্চোর, মিথ্যাবাদী। আমি স্ত্রীকে কখন কিছু দিইনি, বরাবর অত্যাচার করেছি—দানবের মত, শয়তানের মত। আজ তার কাছে এত বড় দান নিয়ে আমি মুক্তি চাই না, আমার শাস্তি হোক।

ইন। কিন্তু আমি যে কথা দিইচি। হিমাংশু, শাস্তি পাথর ভাঙ্গায় হয় না, প্রকৃত শাস্তির উদ্দেশ্য শোধরান। তুমি শোধরাও, চির জীবনের অনুতাপে তোমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(আলিপুরের সন্নিকটস্থ মাঠ)

বৃষ্টি হইতেছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে।
লোকনাথ, পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র

লোকনাথ। শ্মশান থেকে মানুষ উঠে আসে! চিতার আগুনেও শেষ হয় না! রোজই তো দেখি আমার আশে পাশে, ঐ বিচ্ছিন্ন মেঘের অন্তরালে, ঐ বিদ্যুতের আলোর মধ্যে, প্রকৃতি—প্রকৃতি—প্রকৃতি। বিরাম নেই, অবসর নেই,—

(লীলার প্রবেশ)

লীলা। রাত হয়ে গেছে, বৃষ্টি—অন্ধকার, বাবা কত ভাবছেন ; আলিপুর শিল্পমেলা থেকে ফেরবার সময় সামনে দেখলুম থানা ; দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা না ক'রে ফিরতে পারলুম না। ওখানে ও অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে যে দেখা হবে তা মনেও ভাবিনি। অন্ধকারে পথ চিনে বাড়ী পৌছুতে পারলে হয়।

(লোকনাথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন)

লোক। এসেছ ? এসেছ ? শ্মশান থেকে উঠে এসেছ ? তোমার এত দয়া ?

লীলা। কে এ! পাগল নাকি ?

লোক। কথা কচ্ছনা যে ? ওপার থেকে ফিরে এলে বুঝি কথা কইতে নেই ? প্রকৃতি ! প্রকৃতি ! (হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাইল)

লীলা। (একটু সরিয়া গিয়া) একি ! লোকনাথ ?

লোক। পাশে পাশে চলেছে—লীলা আর প্রকৃতি ! তুমি কে ? লীলা না প্রকৃতি ? চিনতে পারছিনি।

লীলা। লোকনাথ ? তুমি ? তুমি এখানে ?

লোক। বজ্র ! প্রলয় হুঙ্কারে একবার এ সংসারকে বধির ক'রে দিতে পার, কোন শব্দও যেন আর কাণে না পৌঁছোয় ? সেই স্বর—সেই স্বর ! আর শুনতে সাধ নেই, আর শুনতে সাধ নেই !

লীলা। লোকনাথ !

লোক। এখনও ? এখনও ? এ স্বপ্ন, না জাগরণ ? এ মোহ, না সত্য ? তুমিই তো, তুমিই তো ! সেই লীলা ! এখনও কি বাকী আছে ? মাথায় তুলে রাখব ব'লে পদাঘাতে সরিয়ে দিয়েছ ! আমি চাইনি, হার দিয়ে ধরিয়ে দিয়ে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে, আমায় জেল খাটিয়েছ ; তুমিই হাতে ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছিলে তোমার ফটো ! তার পর,

স্ত্রী! না খেতে পেয়ে মরে গেল। মেয়েটা কোথায়, কে জানে? আর আমি, আমি! সত্যই কি আমি সেই লোকনাথ? সত্যই কি আমার স্ত্রী ছিল? সত্যই কি আমার মেয়ে চুরী গেছে? সত্যই কি বাল্যে আমি তোমায় ভালবেসেছিলেম? সত্যই কি আমি জেল খেটেছি? কে ব'লবে? কে ব'লবে?

লীলা। তোমার স্ত্রী কি নাই?

লোক। না—না—না। আমি তাকে খুন করেছি।

লীলা। সে কি!

লোক। চমকাচ্ছ কেন? মিথ্যা নয়, সত্যই আমি তাকে খুন করেছি—আর সে তোমারই জন্য।

লীলা। আমার জন্য?

লোক। হাঁ—হাঁ—তোমার জন্য? কেন আমি তাকে ভালবাসতে পারিনি? কেন আমি স্ত্রী-কন্যার মুখ চাইনি? কেন সে মনোভঙ্গে প্রাণ দিলে? কেন আজ আমার এ অবস্থা? বল—কেন? কেন তোমাকে পাইনি? কেন তুমি আমার হওনি? কেন তুমি তোমার বাপকে বলনি আমাকে ভিন্ন আর কাউকে বিবাহ করবে না? তাহ'লে কি তোমার বাপ তোমাদের দরজা থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিতে সাহস ক'রত? (ধীরে ধীরে আকাশে চাঁদ উঠিল) এখনও—এখনও—কি মোহ তোমার ঐ নয়নে বদনে। কি এ? বিষ, না অমৃত?

লীলা। বিষ বল বিষ—অমৃত বল অমৃত; তোমার যা ইচ্ছা ব'লতে পার;—কিন্তু আমি এ আশা করিনি। তুমি কেন এমন হ'লে? আমার জন্য—একটা তুচ্ছ নারী! লোকনাথ, আমি এ আশা করিনি! আমি আশা করেছিলেম, হোক্ তোমার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন—আমি মনে মনে তোমায় গড়েছিলেম মানুষের আদর্শ! সংসারের শত বাধায়, শত ঝঞ্ঝায়, শত বজ্রাঘাতের মাঝে, সর্ব্বংসহ

ঐ বিশাল বটবৃক্ষের মত নভশ্চুম্বী চির গর্ব্বোন্নত তোমার শির, মহিমার সহস্র শাখায় এই সংসার অরণ্যকে সদাই স্নিগ্ধ ক'রে রাখবে! আর সেই তুমি আজ এই! উঃ লোকনাথ! কেন তুমি এমন হ'লে? কেন তুমি এমন হ'লে?

লোক। তাতে তোমার কি?—তোমার কি যায় আসে?

লীলা। অন্তর্যামী জানেন, তোমায় কি বলব? ভগবান্ মানুষকে চোখ দিয়েছিলেন, তাঁর সৃষ্টির বাইরের সৌন্দর্য্য দেখবার জন্য; কিন্তু এই অস্থিচর্ম্মের অন্তরালে যে হৃদয়, এই চোখ দিয়ে তা দেখবার সামর্থ্য যদি তাকে দিতেন, তাহ'লে তুমি বুঝতে পারতে আমার কি! আমায় পাওনি, কি পাওনি? এই দেহ? ছি ছি—স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধই কি সংসারে বড় সম্বন্ধ? আর কি কোন সম্বন্ধ নাই? বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্দ্য,—একি শুধু অভিধানে থাকবার জন্য? এর কি কোন মূল্য নাই? লোকনাথ! তুমি আজীবন ভুল বুঝেছ।

লোক। ভুল বুঝেছি? কেন?

লীলা। আমি স্ত্রীলোকের সমস্ত লজ্জা, সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়ে মাকে বলেছিলেম, যাতে তোমার সঙ্গে বিবাহ হয়; তাঁরা শোনেননি, আর আমি কি ক'রব? আর আমি কি করতে পারি? তার পর—মনে মনে আমি এক আদর্শ জগৎ গড়েছিলেম। সে জগতে আমার একমাত্র আদর্শ, সুহৃদ, বন্ধু, মিত্র ছিলে তুমি! আমারই মত অভাগা! যত সংসারের অত্যাচার সহ্য করেছি, ততই সে আদর্শকে চোখের জল দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছি! নিরাশায় বুক ভেঙ্গে পড়েছে কিন্তু তখনি মনে হয়েছে এতো কার্য্যক্ষেত্র—কাজ করতে এসেছি, কাজ ফুরুলেই চলে যাব—এ দৈন্য, এ উত্তাপ তো দু'দিনের। মনে হয়েছে—পুরুষ তুমি—বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র তোমার সম্মুখে,—তুমি কত বড় হয়েছ—কত নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল, কত ব্যথিতের বন্ধু কত হতভাগ্যের জীবনসঙ্গী!

লোকনাথ, কি বলবো, আমার সে স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছিলে তুমি সেই দিন—যেদিন তুমি চোরের ন্যায় আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলে!

লোক। তার পর, তুমিই তো চোর ব'লে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়াছিলে?

লীলা। মিথ্যা কথা; আমি দিইনি। আমার আক্ষেপ, তুমি আমায় এতটা হীন মনে কর। তোমার এতদূর আত্মবিস্মৃতি হয়েছে! বিবাহের পূর্ব্বে তুমি কি ছিলে, আর আজ তুমি কি হয়েছ!

লোক। সত্যই কি আজীবন এতটা ভুল করেছি? সত্যই কি তুমি আমায় ভাল বাসতে? লীলা! লীলা!

লীলা। মানুষের তৈরী ধর্ম্ম, মানুষের তৈরী সমাজ, মানুষের তৈরী শিক্ষা ব'লবে—"না—তোমায় ভাল বাসতেম না—ভালবাসা উচিৎ নয়"; কিন্তু লোকনাথ, সূর্য্যের আলো মেঘে ঢাকা থাকে, একেবারে আকাশ থেকে মুছে যায় না; রাবণের চিতা চিরদিনই জ্বলে, কখনও নেবে না; ফুল ফুটলেই তার সুবাস বাতাসে আপনিই ছড়ায়; কোন নীতি, কোন শিক্ষা, কোন ধর্ম্ম তার গতি রোধ করতে পারে না! আমি তোমায় ভাল বাসতেম কি? এখনও ভাল বাসি। তোমার এত হীনতা, এত দুর্দ্দশা দেখেও তা ভুলতে পারছিনি; তোমায় ভালবাসি; বন্ধু যেমন বন্ধুকে ভালবাসে, কর্ত্তব্যপরায়ণা ভগ্নী যেমন ভাইকে ভালবাসে, সুহৃদ যেমন সুহৃদকে ভালবাসে, আমি তোমায় তেমনই ভালবাসি কিন্তু তুমি আজ আমায় বড় মর্ম্মান্তিক পীড়া দিলে; কেন তুমি এমন হ'লে? কেন তুমি মানুষ হ'লে না?

লোক। কি করব—উপায় নেই। ভুলের উপর প্রাসাদ তৈরী করেছিলেম; ভুল ভেঙ্গে গেল—সে প্রাসাদ মাটীতে চূর্ণ হয়ে প'ড়ল। আর কি করব? আর উপায় নেই; আমি সব হারিয়েছি। অর্দ্ধ উন্মাদ আমি; কি ক'রব? কি ক'রব?

লীলা। এখনো ফেরো, এখনো মানুষ হও, আপনাকে বিলিয়ে দিতে শেখ। কিসের জন্য দুঃখ? লোকনাথ, এ সংসারে সুখী কেউ নয়। যদি পার,—অনন্ত সন্তাপ এ সংসারে—যদি পার—তবে এ অনন্ত সন্তাপের কিছু লাঘব ক'রতে চেষ্টা কর। আমি এতদিন বুঝতে পারিনি, কিন্তু দুর্দ্দশার চরম সীমায়, আমার নিরাশ্রয়, অর্থহীন, সামর্থ্যহীন, পিতার সেবা ক'রে বুঝেছি, এ সংসারে সেবার অপেক্ষা বড় সুখ আর কিছুতে নাই। সেবা কর—লোকের সন্তাপ দূর কর। দেখবে—তা ভিন্ন শান্তি পাবার আর কোন উপায় নেই।

লোক। পারব কি? পারব কি? তোমার সামনে দাঁড়াতে আমার সাহস হচ্ছে না, আমি এমনি দুর্ব্বল। কি জ্যোতি তোমার মুখে, কি পবিত্রতার উজ্জ্বল ছটা! হীন আমি, দীন আমি, পারব কি? পারব কি?

লীলা। কেন পারবে না। অতি দুর্ব্বল—অতি তুচ্ছ নারী আমি, আমি যদি পারি, তুমি পারবে না? তুমি কত বড়, তোমায় তো আমি চিনি। লোকনাথ, তোমায় আর কি বলব; তুমি আমায় ভালবাস ব'লছ, সে ভালবাসা—সংসারে ছড়িয়ে দাও! আমি চল্লেম—আশা করি এবার যখন তোমায় দেখব, তখন যেন আমার কল্পনা তোমায় দেখে আর না মলিন হয়। [প্রস্থান।

লোক। আমার স্থান কোথায়? লীলা, লীলা! এত উচ্চে তুমি। আর আমি—আমি! কোথায় যাব? কোথায় শান্তি?

(মায়াকে লইয়া পুঁটীরামের প্রবেশ)

পুঁটী। ঝড় বৃষ্টিতে পথে আটকে পড়লুম, মেয়েটাও ঘুমিয়ে পড়ল। এখন ভালয় ভালয় পথ চিনে থানায় পৌঁছুতে পারলে হয়। (লোকনাথকে দেখিয়া) একি? দাদা, তুমি? তোমায় খুঁজতে যে, হুলিয়া

বেরিয়েছে, আর তুমি এখানে? ওঃ ভাগ্যিস্ ঝড় উঠেছিল, ভাগ্যিস্ পথে আটকে ছিলুম, নইলে তোমার সঙ্গে তো দেখা হ'ত না?

লোক। কে ও পুঁটীরাম?

পুঁটী। আর পুঁটীরাম! এই নাও, মায়াকে একবার কোলে কর, ঘুমিয়ে পড়েছে।

লোক। মায়া? মায়া? পুঁটীরাম, মায়াকে খুঁজে পেয়েছিস্?

পুঁটী। বেঁচে থাকুক তোমার দারোগা বাবু! খুঁজে পাবনা? শালারা ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদতো দেখেনি! আঃ! মেয়েটার শোকে কেবল বৌদিদি আমার বেঘোরে মারা গেল!

মায়া। কাকাবাবু, কাকাবাবু! মা কোথায়, বাবা কোথায়?

পুঁটী। এই যে তোর বাবা। ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্, চিন্‌তে পারছিস্ নি? ওরই বা অপরাধ কি? আমিই বুড়ো মিন্‌সে চিনতে পারিনি।

মায়া। বাবা—বাবা, তুমি এলে, মা কোথায়?

লোক। (মায়াকে কোলে করিয়া) মায়া, মায়া! সকল মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে তোর মা চ'লে গেছে। হতভাগ্য আমিই শুধু বেঁচে আছি। ঈশ্বর, একি তোমার পুরস্কার না শাস্তি! আবার মায়াকে পেলুম।

পুঁটী। দাদা, তোমাকে ধরতে হুলিয়া বেরিয়েছে। চল, চল, আর দেরি ক'রনা; দারোগা বাবুর কাছে থানায় চল, তিনি আমাদের জন্য হয় তো কত ভাবছেন। সেই সন্ধ্যার সময় বেরিইছি; এখনও পৌঁছুতে পারিনি; চল, আর দেরি করনা।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

(নীলাম্বরের কুটীর সম্মুখ)

নীলাম্বর। মেয়েটা বলছে এখানে আর থাকবনা, তীর্থে যাবো। ক্ষতি কি? আমার এখানেই বা কি আর তীর্থ-ই বা কি? বরং এখান থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল! এ মুখ আর কাউকে দেখাতে ইচ্ছা হয় না। তবে এখানে ছুঁচের কাজ ক'রে এক রকম দিন চলছে, বিদেশে কি সুবিধা হবে?

(লীলার প্রবেশ)

লীলা। বাবা, কাশী যাওয়াই স্থির কল্লেন তো!

নীলাম্বর। হাঁ মা, তাই চল। কিম্বা কাশী কেন, আরো যদি কোন দূর দেশে হয় তাতেও আমার আপত্তি নাই। যেখানে হোক তুমি তো আমার মেয়ে নও—আমার ছেলে, তুমি যেখানে বল্‌বে সেই খানেই যাবো; আর তোমার অবাধ্য হব না; একবার হইছিলুম তোমার কথা শুনিনি, তার ফলে—আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা! ওঃ ভগবান্! ধর্ম্ম আছে! ধর্ম্ম আছে! অস্বীকার করবার যো নেই।

লীলা। আমি তবে সব গুছিয়ে নিই!

নীলাম্বর। গুছিয়ে আর কি নেবে মা; কখানা ছেঁড়ানেকড়া! ওর আর গুছুবে কি মা! [প্রস্থান।

(মায়াকে লইয়া পুঁটীরামের প্রবেশ)

পুঁটী। নীলাম্বর বাবুর এই বাড়ী?

লীলা। কাকে খুঁজছেন আপনি?

পুঁটী। লীলাকে।

লীলা। আমাকে? কেন? এ—কে? আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি।

পুঁটী। তুমিই লীলা! অনেক দিন আগে দেখিছি। দাদাবাবুই

আমায় পাঠিয়ে দিলেন। এই তাঁর মেয়ে মায়া। তাঁকে বুঝিয়ে রাখতে পাল্লুম না! বোধ হয় পাগল হয়ে গেছেন; নইলে মায়াকে ফেলে যেতে পারেন? আমায় বল্লেন, তোমার কাছে মায়াকে পাঠিয়ে দিতে! বল্লেন—তোমায় এর ভার নিতে! বড় দুঃখী! মা নেই, বাপও পাগল!

মায়া। কাকাবাবু! বাবা কোথায়! আমি কার কাছে থাকবো?

লীলা। এই মায়া? আহা! মায়ার পুতুল! এস মা, আমার কাছে এস; তুমি আমার কাছে থাকবে।

মায়া। তুমি কে? তোমায় কি বলবো?

লীলা। তোমার মা।

মায়া। মা, মা; আমার সে মা কোথায়!

পুঁটী। সে আস্‌বে মা, আস্‌বে।

মায়া। যদ্দিন সে মা না আসে—তোমার কাছে থাকবো। তুমি আমায় ধমকাবে না। তারা ধমকাতো; মা, মা।

লীলা। (বুকে লইয়া) মা! মা! একি! গলায় সেই হার?

পুঁটী। দিদি, তোমায় দিদিই বলবো; কি বল? দিদি, দেখছো—সেই হার; তোমার গায় হলুদের সময় আমিই তোমায় দিয়ে এসেছিলুম। এরই জন্ম দাদার জেল হয়।

লীলা। (স্বগতঃ) সেই হারই বটে! কিন্তু ছিন্ন!

(হিমাংশুর প্রবেশ)

হিমাংশু। এই যে,—সামনেই;—লীলা!

লীলা। কে ও? একি তুমি! তুমি—আমায়—!

হিমাংশু। ম্যাজিষ্ট্রেট দয়া ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন। প্রমাণ অভাবে—Benefit of Doubt ব'লে! কিন্তু সে তোমারি জন্ম লীলা! লীলা! তোমায় কি আর বলবো! তুমি যদি আমায়—

লীলা। আমার তো বলবার কিছুই নেই। স্বামী!

হিমাংশু। তোমাতেই সম্ভব। কিন্তু তোমাকে স্ত্রী ব'লে সম্বোধন করি সে সাহস আমার নেই! লীলা! আমার অত্যাচার—আমার দুর্ব্ব্যবহার —আমার পীড়ন—সবই তো তুমি ভুলেছ। আমাকে তোমার কুটীরে স্থান দাও। ভিক্ষা করতে হয় এক সঙ্গে ভিক্ষা করবো।

লীলা। (হাত ধরিয়া) ওঠ! কেন কাতর হ'চ্ছ! আমি চিরদিনই তো তোমার অধীন।

হিমাংশু। এটী কে?

লীলা। লোকনাথের মেয়ে—। অনাথা।

হিমাংশু। সব শুনেছি। দারোগা বাবু সব ব'লেছেন। লোকনাথ বাবুর মাথা খারাপ হয়েছে। তাঁর মেয়ে আমাদেরই মেয়ে। তোমার কাছেই থাক্! আর তুমি, (পুঁটীরামকে লক্ষ্য করিয়া) তুমি যদি দয়া ক'রে আমাদের ত্যাগ না কর।

পুঁটী। হিমাংশু বাবু, একদিন মনে ক'রেছিলুম তোমায় খুন ক'রব। কিন্তু আর তোমার ওপর আমার কোন রাগ নেই। আমি দাদার ভাই, আমি এখানে থাক্‌লে দাদাকে কে দেখ্‌বে? মায়াকে তোমাদের কাছে রেখে গেলুম, মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব। দিদি! আমার এক বোন ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে, তুমি আমায় ভুলো না। আমি তোমার একটা বোকা ভাই!

(নীলাম্বরের পুনঃ প্রবেশ)

নীলা। কে ও হিমাংশু নয়?

লীলা। হ্যাঁ বাবা!

নীলা। এখানে কেন? এখানে কেন? নরপ্রেত, এখনও কি তোর মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নি। দূর হ, দূর হ! তোর জন্যই আমাদের আজ এই দুর্দ্দশা! তোরই জন্য মেয়েটা আজ পথের ভিখিরী!

আমার অন্নপূর্ণা মা! আয় মা, চ'লে আয়! আর এখানে নয় এ জীর্ণ কুটীরের-দ্বার বন্ধ ক'রে চ'লে আয়। আর এখানে নয়। আজই তীর্থযাত্রা করিগে।

লীলা। বাবা, এ আপনি কি বলছেন? আপনি আমায় শিক্ষা দিয়েছেন, সে শিক্ষা আপনি আজ ভুলছেন কেন। এঁরই হাতে আপনি তো আমাকে সমর্পণ করেছিলেন। নারায়ণ সাক্ষী ক'রে দান করেছিলেন। আজ তা ভুলে যাচ্ছেন কেন? আমি যেখানেই থাকি—কুটীরেই হোক, অট্টালিকায় হোক—সে গৃহের দ্বার এঁর কাছে তো সদা মুক্ত! যেখানে ইনি থাকবেন—সেই আমার পরম তীর্থ। এস স্বামী! সঙ্কোচ কেন? এ গৃহ যে তোমার।

নীলাম্বর। মা, মা—আমার কথা জড়িয়ে আসছে। কিছু বলতে পাচ্ছি নে। ঈশ্বর! এ বাঙ্গালীর মেয়ে—সর্ব্বসংহা বসুমতীও যে এর কাছে হার মানে! তবে তাই হোক—কিন্তু হিমাংশু, তোমায় আমি ক্ষমা করতে পাচ্ছি না।

নেপথ্যে কোলাহল।

১ম ব্যক্তি। আহা! একেবারে গেছে; একেবারে গেছে!

২য় ব্যক্তি। দেখ, দেখ, এখনও বুঝি আছে।

৩য় ব্যক্তি। জল—জল!

২য় ব্যক্তি। ডাক্তার—ডাক্তার! একজন ডাক্তার নেই! দেখনা কেউ, দেখনা।

লীলা। কি হ'য়েছে বাবা, কি হ'য়েছে?

(জনৈক লোকের প্রবেশ)

লোক। ওগো, একটু জল দাওগো একটু জল। আহা বুঝি একেবারে গেছে।

পুঁটী। কে গো—কে?

লোক। একজন পাগলা বোধ হয়। ঐ বড় জাম গাছটায় উঠে এই দিকে কি দেখ্‌ছিল। একবার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—ব'ল্লে—আর পারি না! তার পর আস্তে আস্তে নেমে আসছিল গো কিন্তু সাম্‌লাতে পারে নি, একেবারে মাটিতে পড়লো। নীচেয় পাথরের ডাঁই ছিল; আহা, মাথাটা একেবারে ছিট্‌কে গেছে।

পুঁটী। আমি—যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি!

(লীলা প্রভৃতি অগ্রসর হইতেছিলেন)

হিমাংশু। তোমরা দাঁড়াও, আমি দেখে আসছি। [প্রস্থান।

নীল। আহা কে পাগল, অপঘাতে মলো!

(পুঁটীরামের পুনঃ প্রবেশ)

পুঁটী। লীলা—! দিদি! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। দাদা গাছ থেকে প'ড়ে মরে গেছে। মাথার চিহ্নও নেই।

লীলা। এঁ্যা! বল কি?

(হিমাংশুর পুনঃ প্রবেশ)

হিমাংশু। আর বৃথা চেষ্টা। মাথাটা একেবারে গুঁড়ো হ'য়ে গেছে। লোকনাথই বটে!

লীলা। কি হোল—কি হোল! লোকনাথ!

মায়া। মা, তোমরা এমন কচ্ছ কেন? কাকাবাবু, তুমি কাঁদছো কেন?

লীলা। (মায়াকে বুকে টানিয়া লইয়া) মা! আজ সত্যই তুমি অনাথা। 'অদৃষ্ট, তোমার জয় আজ সম্পূর্ণ হোল! ভগবান, এ ছিন্ন-হারের মর্য্যাদা কি রাখতে পারব'?

যবনিকা